As per uniform curriculum structure for Two-Year BEd Programme in West Bengal following NCTE Regulations, 2014

3rd SEMESTER **COURSE-VII (B)**

Pedagogy of Social Science

HISTORY

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি

ইতিহাস

গৌতম পাত্র

রীতা বুক এজেন্সি

According to Uniform Curriculum Structure for Two Years BEd Programme in WEST BENGAL following NCTE Regulations, 2014

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ইতিহাস

Pedagogy of Social Science Teaching: HISTORY

ব্যাবহারিক অংশ (PRACTICUM) সহ

3rd Semester • Course-VII(B)

গৌতম পাত্র
ডব্লিউ বি ই এস
সহকারী অধ্যাপক, গভঃ কলেজ অফ এডুকেশন, বাণীপুর
উত্তর চব্বিশ পরগণা

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি
ইতিহাস
(Pedagogy of Social Science
Teaching: HISTORY)

ISBN : 978-93-84472-41-2

প্রকাশনায়:
রীতা ভট্টাচার্য
রীতা বুক এজেন্সি
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, 2016
পুনর্মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, 2017-18

প্রাপ্তিস্থান

রীতা পাবলিকেশন
এবং
রীতা বুক হাউস
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

মুদ্রণে:
নবলোক প্রেস
15/2 নীরোদবিহারী মল্লিক রোড
কলকাতা - 700 006

বর্ণসংস্থাপনায়:
রীতা পাবলিকেশন
25B, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - 700 009

Contact: 9874099680 / 9433508007
(11:00 AM to 6:00 PM)

Email: *ritapublication@yahoo.com*
ritapublication@gmail.com

মূল্য: ₹ 160·00

Visit us: *www.ritapublication.com*

CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC AND SECURE TO ALL ITS CITIZENS :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among them all–

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY THIS TWENTY-SIXTH day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

নিবেদন

NCTE Regulations 2014-র নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করেছেন, যারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 2 বছরের পাঠক্রম তৈরি করেছেন। BEd স্তরে এই নতুন পাঠক্রম 2015 থেকে চালু করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণকে সময়োপযোগী এবং যথোপযুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে BEd স্তরের পাঠক্রমে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। 2 বছরের শিক্ষাকালকে 4টি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে। তৃতীয় সেমিস্টারে যে সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হল Pedagogy of Social Science Teaching: History (Course VII-B)।

নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী Course VII-B-র সমগ্র বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে **'সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ইতিহাস'** বইটিতে। সমাজবিজ্ঞান হল বহুমুখী বিষয়সূচির এক সমন্বয়। বর্তমান শিক্ষণ প্রশিক্ষণের বিএড স্তরের পাঠক্রমে সংযোজিত এই সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে আগামী দিনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সহজ শিক্ষণ উপযোগী করে তুলতে এই প্রয়াস। আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিষয়ের পরিসরে যথোপযুক্ত তথ্য সহকারে এবং সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই রীতা বুক এজেন্সি-র কর্ণধার শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য, শ্রী বিজু ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহযোগীগণকে। বইটি লেখার ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য-উৎস থেকে সহযোগিতা পেয়েছি সেই সব তথ্যের লেখক ও প্রকাশক প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবশেষে সমস্ত স্তরের পাঠকদের কাছে অনুরোধ তারা যেন গঠনমূলক সমালোচনা করে বইটির গুণমান বৃদ্ধি করতে আমাদের সহযোগিতা করেন।

19 নভেম্বর, 2016

বিনীত—
গৌতম পাত্র

পাঠ্যক্রম (Syllabus)

Course-VII (B) (1.3.7B)
Pedagogy of a School Subject Part-II

PEDAGOGY OF A SOCIAL SCIENCE TEACHING: GEOGRAPHY

Unit I : Pedagogical Analysis:
- Concepts and Methods of Pedagogical Analysis;
- The Pedagogical knowledge of the content from various classes (Class -VI to VIII, IX-X, XI- XII) on the following items :
  - Breaking of Unit into Sub-unit with no. of Periods;
  - Previous knowledge;
  - Instructional Objectives in behavioural terms;
  - Sub-unit wise concepts
  - Teaching- Learning Strategies
  - Use of teaching aids
  - Blueprint for criterion reference test Items.

Unit II : Teaching Skill (As per concerned subject):
- Micro Teaching and Micro Lesson • Simulated Teaching;
- Integrated Teaching / Teaching in classroom situation.

Unit III : Learning Designing:
- Concept, Importance and Types; • Steps of Learning Design.
- Qualities of Good Learning Design;

Unit IV : Activities in Social Science:
- Fair and Exhibition, • Field Trips / Excursion, • Debate,
- Wall & Annual Magazine and • Subject Club

Unit V : Assessment of Social science learning:
- Concept of Assessment and Evaluation; • Achievement Test
- Text book Review

Engagement with Field / Practicum:

Any one of the following
- Preparation of Learning Design • Preparation of Achievement Test • Development of skill of map • Development of skill of time line • Project • Case Study

  * Community-based Activities
  (vide details at the end of Semester-III syllabus)

সূচিপত্র

1 শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ (Pedagogical Analysis)

শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের ধারণা ও পদ্ধতি (Concept and Methods of Pedagogical Analysis)

'Pedagogy' শব্দটি প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Pedagogos' থেকে নেওয়া হয়েছে। 'Paida' শব্দের অর্থ শিশু। পরে এই শব্দটি 'শিক্ষা' সংক্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 'Pedagogy' কথাটির অর্থ হল শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার বিজ্ঞান বা কলা (The science of teaching or the art of teaching)। প্রাচীনকালে 'Pedagogos' কথাটির অর্থ ছিল, 'A slave who led a boy to school'। 'Pedagogy' শব্দটির বর্তমান অর্থ হল, 'Science of instructions based on practical philosophy and on psychology'। Pedagogical Analysis বলতে বোঝায় শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ।

কোনো শিক্ষণীয় বিষয় শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিষয়টির বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে বিচারবিশ্লেষণ করে পাঠদানের একটি বিশদ রূপরেখা তৈরি করে নিতে পারেন। তাই বলা যায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ (Pedagogical analysis) বর্তমানে শিক্ষাদান ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত (Relating to teaching)।

সামর্থ্যভিত্তিক পঠনপাঠন, সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন এবং সামর্থ্যভিত্তিক সংশোধনী পাঠদান ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন সাধন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের ধারণা গঠন প্রয়োজন।

ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে যে পাঠ্য বিষয়বস্তু পড়াবেন সেই অংশের সামর্থ্যভিত্তিক পাঠএকক ও উপ-এককে বিভাজন, পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ, বিষয়বস্তুর সারসংক্ষিপ্তকরণ, পূর্বজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন, শিখনের নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্য

নির্ধারণ, শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন, অনুসন্ধানী প্রশ্নের অবতারণা, বিষয়বস্তুর ধারণা চিহ্নিত করার জন্য বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ উপযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপন, অভীক্ষাপত্রের খসড়া তৈরি (Blue Print) ও উদ্দেশ্যভিত্তিক (Criterion) অভীক্ষাপত্র রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত যে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয় তাকে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ বলা হয়।

ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়বস্তুর শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের সময় এককগুলিকে ঘটনা পরম্পরা বা ঘটনাক্রম ও সময়ানুক্রম অনুসারে সামর্থ্যভিত্তিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক উপ-এককে বিভাজন করতে হয়। শিক্ষণ উদ্দেশ্য সফল করতে উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্বাচনের মাধ্যমে সামর্থ্যভিত্তিক পাঠদানের আয়োজন ও মূল্যায়ন করতে হয়। এইভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুচারুভাবে পাঠদান কার্য সমাপন করলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক অগ্রগতি সম্ভব হয়।

কতকগুলি ধাপ বা Step অনুযায়ী শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষণকার্য পরিচালন সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়।

1. ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়বস্তুকে অধ্যায়/একক এবং এককগুলিকে উপ-এককে বিভাজন ও পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ (Division of Units to Sub-Units)
2. নির্বাচিত উপ-এককগুলির সারসংক্ষেপকরণ (Briefing of Sub-Unit or Sub-Units)
3. শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা পূর্বজ্ঞান যাচাইকরণ (Previous Knowledge)
4. শিক্ষণের সামর্থ্যভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Teaching Objectives)
5. শিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ (Teaching Strategies)
6. অনুসন্ধানী প্রশ্নের অবতারণা (Probing Questions)
7. বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন (Citing of examples related to real life situation)
8. অভীক্ষাপত্রের খসড়া রচনা (Table of Specification)
9. উদ্দেশ্য ও সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা (Criterion Reference Test)

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সামর্থ্যভিত্তিক পাঠদান ও সামর্থ্যভিত্তিক পাঠগ্রহণ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মূলকথা। শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক আচরণগত পরিবর্তন আনয়নের জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক শিখন অগ্রগতি নির্ভর করে উদ্দেশ্যভিত্তিক পাঠদানের উপর। তাই শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করে পাঠদান কার্যে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি আশানুরূপ না হলে নির্ণায়কধর্মী সংশোধনাত্মক পাঠদান কাম্য। আবার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও সামর্থ্যভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় প্রাবেশিক আচরণ (Interim Behaviour) ও প্রান্তিক আচরণ (Terminal Behaviour)

সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষা বিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষণ-শিখন (Teaching-Learning) প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত হলে উদ্দেশ্যভিত্তিক ও সামর্থ্যভিত্তিক পাঠদান কার্য পরিচালনা সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীর প্রাবেশিক আচরণ প্রান্তিক আচরণে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বেঞ্জামিন ব্লুম-এর নির্দেশিত শিক্ষণের বৌদ্ধিক উদ্দেশ্য, আনুভূতিক উদ্দেশ্য ও সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Bloom's Taxonomy of Educational Objectives

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে Bloom's Taxonomy বা Bloom's evaluation approach এক চিত্তাকর্ষক সংযোজন। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **বেঞ্জামিন এস ব্লুম** (Benjamin Samuel Bloom) এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ব্লুমের এই Taxonomy 1956 খ্রিস্টাব্দে American Committee of College and University Examiners প্রচারিত Taxonomy of educational objectives প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ব্লুম তাঁর Taxonomy-তে Cognitive domain (বৌদ্ধিক ক্ষেত্র) 1956 খ্রিস্টাব্দে, Krathwole affective domain (প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র) 1964 খ্রিস্টাব্দে এবং Harrow তাঁর Psychomotor domain (মোটর নার্ভের দক্ষতাসূচক ক্ষেত্র) 1972 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। Bloom's Taxonomy এই তিনটি domain-কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। নিম্নে Cognitive Affective Psychomotor সংক্রান্ত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি সহজবোধ্য হওয়ার জন্য বিভাজন করে দেখানো হল—
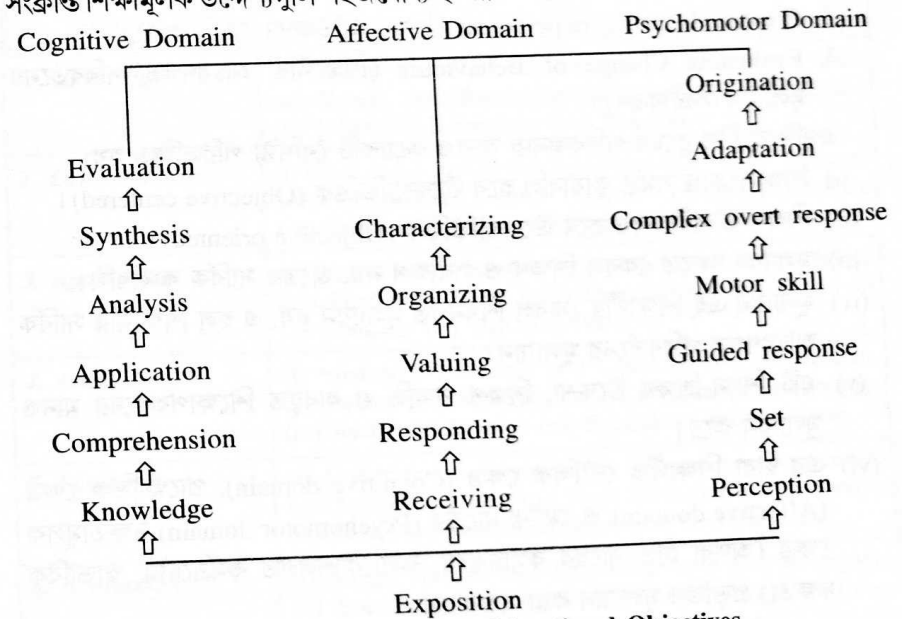
C A P Classification of Educational Objectives

- **Bloom-এর Taxonomy-র Hierarchy এভাবে দেখানো যায়:**
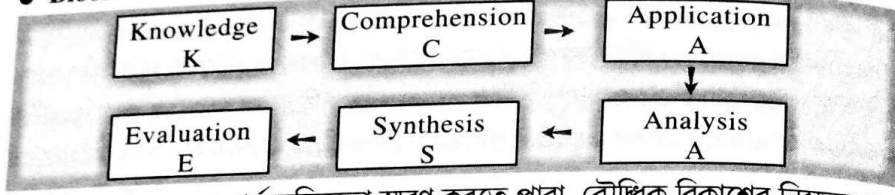
1. **Knowledge:** পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারা, বৌদ্ধিক বিকাশের নিম্নতম স্তর প্রকাশ করা।
2. **Comprehension:** বিষয়ের অর্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হওয়া। শিখন প্রক্রিয়ার ক্রমে ক্রমে উন্নতিসাধন।
3. **Application:** কোনো নতুন অধীত বিষয়কে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধির স্তরে উপনীত হওয়া।
4. **Analysis:** অধীত বিষয়কে নানাভাবে ভাগ করে আরও গভীরতর স্তরে পৌঁছোনো।
5. **Synthesis:** বিভক্ত খণ্ড খণ্ড উপাদানগুলিকে জুড়ে আরও একটি অভিনব কিছু তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন।
6. **Evaluation:** অন্তিম স্তরে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।

ব্লুমের পরিকল্পনায় মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation Approach) তিনটি স্তরে বিভাজিত—

1. Formulating Educational Objective (শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ),
2. Creating Learning experiences (শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি করা),
3. Evaluating Change of Behaviours (শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন স্থিরীকরণ)।

এগুলি ব্যতীত ব্লুমের পরিকল্পনায় আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

(i) শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলি হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective centered)।

(ii) শিক্ষণ ও পরীক্ষণও হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective oriented)।

(iii) মূল্যায়ন বলতে কেবল শিক্ষণ ও পরীক্ষণ নয়, ছাত্রের সার্বিক কার্যাবলি।

(iv) মূল্যায়ন এই শিক্ষার্থীর কেবল শিখনগত মূল্যায়ন নয়, এ হল শিক্ষার্থীর সার্বিক আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

(v) এটি শিখন-শিক্ষণ উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের মানও মূল্যায়ন করে।

(vi) এর দ্বারা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive domain), প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective domain) ও মোটর নার্ভের (Psychomotor domain) দক্ষতামূলক ক্ষেত্র (অথবা হাত-পায়ের কর্মচাঞ্চল্য, কলাকৌশলগত কর্মপ্রচেষ্টা, স্বাভাবিক দক্ষতা) প্রভৃতির মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

Objective and Mental Process or Ability in Prof. Bloom's Taxonomy:

Objective	Mental Process or Ability
1. Knowledge	(i) Recall (স্মরণ করা), (ii) Recognise (চেনা)।
2. Comprehension	(i) See relationship (সম্পর্ক নির্ণয় করা), (ii) Cite Example (উদাহরণ দেখানো), (iii) Discriminate (প্রভেদ ও পৃথক করা), (iv) Classify (বিভাজন করা), (v) Interest (আগ্রহ), (vi) Verify (যাথার্থ্য প্রতিপাদন করা), (vii) Generalise (শ্রেণিভুক্ত করা)।
3. Application	(i) Reason (কারণ দর্শানো), (ii) Formulate (সূত্রাকারে প্রকাশ করণ), (iii) Establish (প্রতিষ্ঠা করা), (iv) Infer (সিদ্ধান্ত বা অনুমান করা) (v) Predict (পূর্বসংকেত করা)।
4. Analysis	(i) To analyse (বিশ্লেষণ করা)।
5. Synthesis	(i) To synthesize (সংশ্লেষণ করা)।
6. Evaluation	(i) To evaluate (মূল্যায়ন করা)।

Cognitive Objectives and Associated Words:

Objective	Associated Action verbs
1. Knowledge	(i) Define (ii) State (iii) List (iv) Name (v) Write (vi) Recall (vii) Recognise (viii) Label (ix) Underline (x) Select (xi) Reproduce (xii) Measure.
2. Comprehension	(i) Identity (ii) Justify (iii) Select (iv) Indicate (v) Illustrate (vi) Represent (vii) Name (viii) Formulate (ix) Explain (x) Judge (xi) Contrast (xii) Classify.
3. Application	(i) Predict (ii) Select (iii) Assess (iv) Explain (v) Choose (vi) Find (vii) Show (viii) Demonstrate (ix) Construct (x) Compute (xi) Use (xii) Perform.
4. Analysis	(i) Analyse (ii) Identify (iii) Conclude (iv) Differentiate (v) Select (vi) Separate (vii) Compare (viii) Contrast (ix) Justify (x) Resolve (xi) Breakdown (xii) Criticise.
5. Synthesis	(i) Combine (ii) Restate (iii) Summarise (iv) Precise (v) Argue (vi) Discuss (vii) Organise (viii) Derive (ix) Select (x) Relate (xi) Generalise (xii) Conclude.
6. Evaluation	(i) Judge (ii) Evaluate (iii) Determine (iv) Recognise (v) Support (vi) Defend (vii) Attack (viii) Criticise (ix) Identify (x) Avoid (xi) Select (xii) Choose.

উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ Specification of Objectives

1. জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য (Knowledges Objectives)

শিক্ষার্থী যা যা পারবে—

(ক) সংজ্ঞা দিতে পারবে (To define)।

(খ) উল্লেখ করতে পারবে (To name)।

(গ) চিনতে পারবে (To recognise)।

2. বোধমূলক উদ্দেশ্য (Understanding Objectives)

শিক্ষার্থী পারবে—

(ক) সম্পর্ক নির্ণয় করতে—

(খ) প্রভেদ দেখাতে—

(গ) শ্রেণিবিভাগ করে দেখাতে—

(ঘ) ব্যাখ্যা করতে—

(ঙ) প্রমাণ করতে—

(চ) সাধারণ শ্রেণিভুক্ত করতে।

3. প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য (Application Objectives)

শিক্ষার্থী পারবে—

(ক) কারণ নির্ণয় করতে—

(খ) একটি প্রকল্প সূত্রাকারে প্রকাশ করতে—

(গ) একটি প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে—

(ঘ) সিদ্ধান্ত নিতে—

(ঙ) পূর্ব সংকেত দিতে।

4. সৃজনশীলতা (Creativity)

শিক্ষার্থী পারবে—

(ক) কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে—

(খ) কোনো বিষয়কে সংশ্লেষ বা সংক্ষেপ করতে—

(গ) কোনো ব্যাপারকে মূল্যায়ন করতে।

উপরোক্ত আলোচনার পরে এই মন্তব্য করতে হয় যে, ব্লুমের এই Taxonomy বর্তমানে ভীষণভাবে যথেষ্ট সমালোচিত। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি (attitude) এবং অনুভূতির (feeling) দিক দিয়ে আচরণগত উদ্দেশ্য গঠন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আচরণগত উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সমস্ত তাত্ত্বিক ধারণা (Theoretical concepts) বিচার করা যায় না। সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন, "It should not be used judiciously and selectively in teaching learning process." ***Lewtom*** 1973 খ্রিস্টাব্দে এবং ***Kelly*** 1977 খ্রিস্টাব্দে Bloom-এর এই পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ

শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ বর্তমানে শিক্ষাদান ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত (Relating to teaching)। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা যে বিষয় (content) পড়াবেন তার সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ একক ও উপ-এককে বিভাজন, পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ, বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ, পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন, পঠনের আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন, অনুসন্ধানী প্রশ্নের অবতারণা, বিষয়বস্তুর ধারণা চিহ্নিত করার জন্য উপযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপন, অভীক্ষাপত্রের খসড়া তৈরি এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক (Criterian) প্রশ্নপত্র রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত যে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলা হয় শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণের প্রধান প্রধান ধাপগুলি নিম্নরূপ—

1. প্রতিটি অধ্যায়কে (Topic) কয়েকটি একক এবং এককগুলি উপ-এককে বিভাজন এবং উপ-এককগুলির জন্য পিরিয়ড সংখ্যা নির্ধারণ।
2. নির্বাচিত উপ-এককগুলির সারসংক্ষেপ লিখন (Essence of the attempted sub-unit of বা sub-units)।
3. শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা বা পূর্বজ্ঞান (Previous Knowledge) যাচাইকরণ।
4. শিক্ষণের আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Teaching Objectives)।
5. শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন (Teaching Strategies)।
6. অনুসন্ধানী প্রশ্নের (Probing Questions) অবতারণা।
7. বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ অনুরূপ উদাহরণ উপস্থাপন (Examples to Illustrate Concepts)।
8. অভীক্ষাপত্রের খসড়া রচনা (Table of Specification)।
9. উদ্দেশ্য ও সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা (Criterion Referenced Test)।

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নমুনা-1

বিষয়: ইতিহাস **শ্রেণি:** ষষ্ঠ

এককের উপএককে বিভাজন

একক (Unit)	উপ একক (Sub-unit)	পিরিয়ড সংখ্যা (No. of Periods)
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান	*1. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান	1
	2. প্রাচীন সাহিত্য ও বৈদেশিক বৃত্তান্ত	1
	মোট পিরিয়ড সংখ্যা	2

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of the Concept)

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। প্রত্নতত্ত্ব বলতে মাটির নীচে ও উপরে প্রাপ্ত, প্রাচীন ভারতের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনাদি বোঝায়। যুগে যুগে সাহিত্যের ভিতর পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব উপাদানের কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটেনি। তাই প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মূল্য অনস্বীকার্য। এগুলির মধ্যে আবার প্রাচীন নগরের জনবসতির ধ্বংসাবশেষ, সৌধ, প্রাচীন লিপিও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রাচীন ভারতের লিপি বা শিলালিপিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

- **পূর্বার্জিত জ্ঞান (Previous Knowledge)**
  1. শিক্ষার্থীরা পাথরের যুগে মানুষের জীবন যাত্রার কথা বলতে পারে।
  2. শিক্ষার্থীরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারে।
  3. শিক্ষার্থীরা প্রাগৈতিহাসিক (Prehistoric) যুগ ও ঐতিহাসিক (Protohistoric) -এর মধ্যে পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে।

- **শিক্ষণ উদ্দেশ্য (Teaching Objectives)**

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

1. কে এবং কত খ্রিস্টাব্দে অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে। (জ্ঞানমূলক)
2. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সে যুগের রাজাদের প্রবর্তিত মুদ্রা কতখানি সাহায্য করেছিল শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে (বোধমূলক)
3. প্রাচীনকালের শিল্প গঠনশৈলীর সঙ্গে বর্তমানের শিল্প গঠনশৈলীর তুলনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। (প্রয়োগমূলক)
4. প্রাচীনকালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের প্রকৃতি বিচার করে বর্তমান ভাস্কর্যের ও স্থাপত্যের উন্নতির দিক নির্দেশ করতে পারবে।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীরা প্রাচীনকালে মানুষের বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখবে।

সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

দক্ষতামূলক:

1. প্রাচীন ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি পাওয়া গেছে তা শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে দেখাতে পারবে।
2. শিলালিপির প্রাধান্য ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছিল মানচিত্রে তা শিক্ষার্থীরা অঙ্কন করে দেখাতে পারবে।
3. প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ ধর্মের প্রভাব বেশি ছিল তা শিক্ষার্থীরা ভারতের মানচিত্রে অঙ্কন করে দেখাতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

1. **বক্তৃতাদান পদ্ধতি:** আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষক মহাশয় প্রধানত বক্তৃতাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক কী কী উপাদান ভারতবর্ষের কোথা থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং ইতিহাস রচনায় এইসব উপাদানের ভূমিকা কতখানি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীর Feedback নেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন হবে।
2. **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি:** কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের চরম সাফল্য কোন্ সভ্যতা আবিষ্কারের পর ঘটে, সেই ইতিহাস আলোচনা করা হবে।
3. **প্রতিপাদন পদ্ধতি:** প্রাচীন ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়েছিল এবং কী কী পাওয়া গিয়েছিল তা চিহ্নিত করানো হবে।
4. **গল্প বলা পদ্ধতি:** প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সঙ্গে সংগতি রেখে গল্প বলা হবে।
5. **নাটকীয় পদ্ধতি:** নাটকীয় পদ্ধতিতে সম্রাট অশোক ও তাঁর ব্যবহৃত লিপিগুলির গুরুত্ব শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হবে।

শিক্ষণ উপকরণ (Equipment)

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষক মহাশয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি চার্টের মাধ্যমে দেখাবেন। যেমন—সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, নালন্দা, তক্ষশিলা, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ইত্যাদি।

সফট্‌ওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and Its Use)

1. প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দেখানো হবে।
2. Slide Show-এর মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের বিভিন্ন ছবি দেখানো হবে।

চক ও বোর্ডের ব্যবহার (Use of Chalk and Board)

শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ, সৌধ স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি, 1837 খ্রি. সম্রাট অশোকের লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার করেন স্যার জেমস প্রিন্সেস ইত্যাদি বিষয়গুলি কৃষ্ণফলকে লিখবেন।

অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Probing Question)

1. ভারতের ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির ভূমিকা কতখানি?
2. ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে জানতে প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা কীভাবে সাহায্য করেছে?

কাজের পাতা (Work Sheet)

1. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলতে কী বোঝায়?
2. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব কী?
3. প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের নাম করো।
4. সম্রাট অশোক কোন্ শিলালিপি প্রবর্তন করেন?
5. বিভিন্ন প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ (Examples to Illustrate Content of the Concept)**

ধারণা (Concept)	উদাহরণ (Examples)
1. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে প্রাচীন সভ্যতাগুলি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।	1. সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতা
2. উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার আছে যা গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের পরিচয় বহন করে।	2. নালন্দা, তক্ষশিলা, রাজগৃহ, সারনাথ, ভারহুত, বুদ্ধগয়া, মহাবলীপুরম, সাঁচি, খাজুরাহো ইত্যাদি।
3. প্রাচীন শিলালিপি থেকে তৎকালীন রাজাদের রাজ্য জয় ও তাদের বীরবিক্রমের কথা জানতে পারা যায়।	3. অশোকের ব্রাহ্মীলিপি ও তাম্রলিপি
4. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রাপ্ত লিপিগুলি কী কী ভাষায় লেখা তাও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সহায়তায় আমরা জানতে পেরেছি।	4. পালি, প্রাকৃত, কানাড়ি, ব্রাহ্মী, সংস্কৃত, মালয়ালম, তেলেগু ইত্যাদি।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

শ্রেণি: ষষ্ঠ বিষয়: ইতিহাস প্রশ্নসংখ্যা: 6 পূর্ণমান: 20

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর	শতকরা হার
অতিসংক্ষিপ্ত	(1,2)				2	10%
সংক্ষিপ্ত		(3)2			2	10%
রচনাধর্মী			(4,5) 4,6		10	50%
মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ				(6)6	6	30%
মোট নম্বর	2	2	10	6	20	
শতকরা হার	10%	10%	50%	30%		100%

বি.দ্র.: বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান ও ভিতরে প্রশ্নের দাগ বা ক্রমিক সংখ্যা

অভীক্ষাপত্র (Test Items)

পূর্ণমান: 20

বিষয়: ইতিহাস সময়: 40 মিনিট

শ্রেণি: ষষ্ঠ

একক: প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

1. এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিটি কোন্ রাজার? (জ্ঞানমূলক) 1
2. কে সম্রাট অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন? (জ্ঞানমূলক) 1
3. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় শিলালিপির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক) 2
4. সম্রাট অশোক ভারতের সর্বত্র কোন্ লিপি ব্যবহার করতেন তা আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক) 4
5. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কেন অনস্বীকার্য তা ব্যাখ্যা করো। (প্রয়োগমূলক) 6
6. প্রাচীন ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি পাওয়া গেছে তা মানচিত্রের সাহায্যে চিহ্নিত করো। (দক্ষতামূলক) 6

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নমুনা-2

বিষয়-ইতিহাস শ্রেণি-সপ্তম

একককের উপ-এককে বিভাজন:

একক (Unit)	উপ-একক (Sub-Unit)	পিরিয়ড সংখ্যা No. of Periods
ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা —খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত	1. প্রাচীন বাংলা	1
	*2. শশাঙ্ক	1
	3. বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল	1
	4. অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান	1
	5. দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি	1
	6. ইসলাম ও ভারত	1
		6

* উপএককটি বিশ্লেষণ করা হল—

- **পূর্বজ্ঞান:**
  1. শিক্ষার্থীরা ইতিহাস কাকে বলে তা বলতে পারে।—জ্ঞানমূলক
  2. প্রাচীন ইতিহাস, মধ্যযুগের ইতিহাস ও আধুনিক যুগের ইতিহাসের মধ্যে তুলনা করতে পারে।—বোধমূলক
  3. প্রাচীন বাংলার অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন স্থানের অবস্থানগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে।—প্রয়োগমূলক
  4. প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন নামের (পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, সমতট ও হরিকল) তালিকা তৈরি করতে পারে।—দক্ষতামূলক।

শিক্ষামূলক আচরণগত উদ্দেশ্য

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

- **জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:**
  1. শিক্ষার্থীরা শশাঙ্কের সিংহাসন আরোহণ কাল উল্লেখ করতে পারবে। (বর্ণনামূলক)
  2. শশাঙ্ক উত্তর ভারতের কোন্ কোন্ আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন, সেই অঞ্চলগুলি নির্দেশ করতে পারবে। (বিবৃতিমূলক)
  3. কোন্ চিনা পর্যটক সেই সময় ভারতে এসেছিলেন তাঁর নাম তুলে ধরতে পারবে।
  4. শশাঙ্কের সময়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানগুলি নাম বলতে পারবে।

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য:**
  1. হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কেন বৌদ্ধবিদ্বেষী বলেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  2. শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কালকে কেন মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  3. শশাঙ্কের সঙ্গে সেই সময়কালের শাসকদের কৃতিত্ব আলোচনা করে তাদের অবদানের পার্থক্য তুলে ধরতে পারবে।

- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য: বিশ্লেষণমূলক (Analysis)**
  1. শশাঙ্কের শাসনকালের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  2. শশাঙ্কের ধর্মবিশ্বাস ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আচরণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  3. উত্তর ভারতের বিভিন্ন শাসকের কৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে।
  4. শশাঙ্কের সেচখাল খননের কথা জেনে বর্তমান কৃষিব্যবস্থায় সেচখালের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবে (To explain importance)।

- **সমন্বয়মূলক (Synthesis):**
  1. শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলার অন্যতম নগর কর্ণসুবর্ণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে (To summarise)

- **মূল্যায়নধর্মী (Evaluation):**
  1. শিক্ষার্থীরা শশাঙ্কের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে পারবে। (To evaluate)
  2. কৃষির উন্নতিতে শশাঙ্কের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে। (To evaluate)

মানস ক্রিয়ার বিকাশমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

আনুভূতিক উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীরা প্রাচীন গৌড়ের সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃত ও ধর্মীয় অগ্রগতির কথা জেনে তাদের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গের সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হবে।

শশাঙ্কের কৃতিত্বের কথা জেনে তাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ধারণা জাগ্রত হবে।

শশাঙ্ক প্রকৃত বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন কিনা তা বিচার করতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে উঠবে।

দক্ষতামূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

1. শশাঙ্কের ছবি ও মডেল শিক্ষার্থীরা তৈরি করতে পারবে।
2. শশাঙ্কের রাজ্যের মানচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
3. শশাঙ্কের রাজত্বকালের সময়রেখা (Time Line) অঙ্কন করতে পারবে।
4. শশাঙ্ক যে সমস্ত অঞ্চল জয় করেছিলেন সেগুলির একটি টেবিল চার্ট তৈরি করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Teaching-Learning) চলাকালে শিক্ষক/শিক্ষিকা আন্তঃবিষয় সম্পর্ক বিচার করে (Inter-Disciplinary Approach) সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেও শিক্ষণ কার্যে অগ্রসর হবেন। পাঠদানের সময় শিখনের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Constructive Approach) কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন বিষয়জ্ঞানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বয়ন (Co-relation & Integration) অনুসরণ করে অখণ্ড জ্ঞান সৃষ্টির (Integrated knowledge) কাজে সহায়তা করবেন এবং শিক্ষার্থীর স্ব-শিখন (Self-Learning) সুনিশ্চিত করবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা এমন কৌশল উদ্ভাবন ও অনুসরণ করবেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়বস্তুর বাইরে গিয়েও নতুন ধারণার আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় (Exploration of innovative ideas)। তবেই শিক্ষণ পদ্ধতির নবায়ন (Innovation) সম্ভব। শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে প্রয়োজনমতো শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি যথাসময়ে প্রয়োগ করবেন।

1. **বক্তৃতা পদ্ধতি:** শশাঙ্কের উত্থান এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁর রাজ্যজয়ের কাহিনি বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।
2. **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে শশাঙ্কের শাসনকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তুলে ধরবেন এবং শিক্ষার্থীর উত্তর-সূত্র ধরে পরবর্তী প্রশ্ন উপস্থাপন করে এবং প্রশ্নের পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে শশাঙ্কের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গঠন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনে অগ্রগতি ঘটাবেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন (Preparatory Questions), উন্নয়নমূলক প্রশ্ন (Developing Questions), চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন (Thought Provoking Questions), অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Probing Questions) এবং মূল্যায়নধর্মী (Evaluatory Questions) প্রশ্ন অবতারণা করতে হবে।
3. **আলোচনা পদ্ধতি:** শশাঙ্কের সময় বাংলার সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গো বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে নিখুঁত যুক্তি-তর্কের অবতারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য মূল্যায়ন প্রভৃতি পদক্ষেপ অনুসরণ করে শিক্ষাদানকার্য পরিচালনা করবেন।
4. **গল্প বলা-পদ্ধতি:** শিক্ষক/শিক্ষিকা হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণের বিভিন্ন কাহিনি গল্পের আকারে উপস্থাপন করে তদানীন্তন সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করবেন। শশাঙ্ককে হিউয়েন সাঙ-এর 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবেন।

5. **নাটকীয় পদ্ধতি:** মালব, কনৌজ, থানেশ্বর, কামরূপ ও গৌড় প্রভৃতি আঞ্চলিক শক্তির দ্বন্দ্ব ও মৈত্রীর ঘটনা নাটকীয় ছলে উপস্থাপন করে সেগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পরিবেশন করা হবে।
6. **আবিষ্কার পদ্ধতি:** শশাঙ্কের সময় 'গৌড়তন্ত্র' ও শশাঙ্কের পরবর্তী সময় 'মাৎস্যন্যায়ের' যুগ এই ধারণা ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বর্তমান শাসনব্যবস্থার রূপরেখা কী হওয়া উচিত তার গতি-প্রকৃতি আবিষ্কারে উদবুদ্ধ করা হবে।

উপকরণের ব্যবহার

উপরোক্ত শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি অনুসরণকালে শিক্ষক-শিক্ষিকা শশাঙ্কের মুদ্রার মডেল, শশাঙ্কের মডেল বা চিত্র, শশাঙ্কের শাসনকালের সময়রেখা, তাঁর আমলের মানচিত্র, বিভিন্ন ঘটনার চার্ট ব্যবহার করবেন। এই শিখন প্রদীপনগুলি ব্যবহারের ফলে পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, কৌতূহল, আগ্রহ ও প্রেষণা বৃদ্ধি পাবে।

কৃষ্ণফলকের ব্যবহার (Use of Blackboard)

শিক্ষক/শিক্ষিকা শশাঙ্কের রাজধানীর নাম, তাঁর বিজিত রাজ্যগুলির নাম, তাঁর সময় ভারতে আগত চিনা পর্যটকের নাম ও বিবরণী (সি-ই-উকি) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের লিখে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর একক ও যৌথ সক্রিয়তা

শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশমতো শিক্ষার্থীরা একক ও যৌথভাবে শশাঙ্কের উপর পাঠের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের জন্য আলাদাভাবে ছোটো ছোটো প্রশ্ন তৈরি করবে। নিজেরা সক্রিয় হয়ে সেই প্রশ্নের সমাধান করবে ও প্রয়োজনমতো শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য গ্রহণ করবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ অনুসরণ করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণে আগ্রহী করে তুলবেন।

সফট্‌ওয়্যারের ব্যবহার

শিক্ষক/শিক্ষিকা শশাঙ্কের রাজনৈতিক কৃতিত্ব, তাঁর ধর্মীয় চেতনা, শাসনব্যবস্থা, কৃষি ও বাণিজ্যের সংস্কার ও তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা তথা উত্তর ভারতে রাজনৈতিক সংকট (মাৎস্যন্যায়) প্রভৃতি তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পরিবেশন করবেন। Power point presentation-এর আয়োজন করবেন। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে শশাঙ্কের উপর নির্মিত বিভিন্ন স্লাইড উপস্থাপন করবেন।

কাজের পাতা

শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীদের সমাধানের জন্য দেবেন এবং তাদের শ্রেণিপাঠের অগ্রগতি বিচার করবেন।

1. শশাঙ্ক কোথায় রাজত্ব করতেন?
2. শশাঙ্কের সমসাময়িক দুজন রাজার নাম করো।
3. কোন্ কোন্ অঞ্চলের সঙ্গো শশাঙ্কের সময় ব্যাবসা বাণিজ্য চলত?
4. পুষ্যভূতি বংশের কোন্ শাসকের সঙ্গো তাঁর দ্বন্দ্ব বাধে?

অনুসন্ধানী প্রশ্ন: শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের চিন্তা উদ্রেককারী কিছু প্রশ্নের উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরদানে সমর্থ করে তুলবেন।

1. কেন হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলেছেন?

উত্তর: কারণ তিনি বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করেছিলেন। বৌদ্ধদের পবিত্র স্মারক (বোধিবৃক্ষ) ধ্বংস করেছিলেন।

2. শশাঙ্কের শাসনকালকে 'গৌড়তন্ত্র' বলা হয় কেন?

উত্তর: কারণ শশাঙ্কের পরিচালনায় গৌড়ে রাজ্যের কর্মচারী ও আমলাদের নেতৃত্বে এক বিশেষ ধরনের কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ (Examples to Illustrate Content of the Concept)**

ধারণা (Concept)	উদাহরণ (Examples)
1. 'গৌড়তন্ত্র'	1. গৌড়তন্ত্রকে বোঝাতে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে অভিজাতদের বিশেষ শাসনব্যবস্থা বা অভিজাততন্ত্রের কথা তুলে ধরা হবে।
2. 'মাৎস্যন্যায়'	2. 'মাৎস্যন্যায়' ব্যাখ্যা করার সময় চরম অরাজক অবস্থা বোঝাতে এবং উঁচু শ্রেণির প্রভাব বোঝাতে পুকুরে বড়ো মাছেদের দ্বারা ছোটো মাছেদের খেয়ে ফেলার কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হবে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্রের রূপরেখা (Table of Specification)

উপএকক	প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর	শতকরা হার
বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন	অতিসংক্ষিপ্ত	(1)1				1	5%
	সংক্ষিপ্ত		(2)2			4	20%
	রচনাধর্মী			(4) 2		8	40%
	মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ				(7)1	7	35%
	মোট নম্বর	1	4	8	7	20	
	শতকরা হার	5%	20%	40%	35%		100%

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র

বিষয়: ইতিহাস — পূর্ণমান: 20

শ্রেণি: সপ্তম — সময়: 30 মিনিট

1. কর্ণসুবর্ণ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় অবস্থিত? (অতিসংক্ষিপ্ত/জ্ঞানমূলক) 1
2. কেন শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলা হয়েছে? (সংক্ষিপ্ত—বোধমূলক) 2
3. কেন শশাঙ্কের পর বাংলায় 'মাৎস্যন্যায়' বা চরম অরাজকতার যুগ শুরু হয়েছিল? 2
4. শশাঙ্কের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। (রচনাধর্মী/প্রয়োগমূলক) 4
5. শশাঙ্কের ও হর্ষবর্দ্ধনের ধর্ম বিশ্বাস ও তৎকালীন সময়ে এঁদের আমলে ধর্মীয় দিকের উপর তুলনামূলক আলোচনা করো। (রচনাধর্মী/প্রয়োগমূলক) 4
6. নিম্নের নির্দেশমতো দক্ষতামূলক প্রশ্নের সমাধান করো। (দক্ষতামূলক) 7
   (ক) ভারতীয় মানচিত্রে শশাঙ্কের বিজিত রাজ্যগুলিকে চিহ্নিত করো।
   (খ) শশাঙ্কের শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কারগুলিকে একটি চার্টে প্রকাশ করো।
   (গ) শশাঙ্কের শাসনকালের একটি সময়রেখা তৈরি করো।

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ—নমুনা-3

বিষয়: ইতিহাস শ্রেণি: সপ্তম

এককের উপ-এককে বিভাজন

একক (Unit)	উপএকক (Sub-unit)	পিরিয়ড সংখ্যা (No. of Periods)
ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	1. ভারতের অর্থনীতি 7ম থেকে 12দশ শতক 2. ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা 3. দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি *4. পাল ও সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি *5. বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি (7ম শতক-12দশ শতক)	 1 1 1
	মোট পিরিয়ড	3

* চিহ্নিত উপ-এককদুটি বিশ্লেষণ করা হল।

- **পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য**
  1. শিক্ষার্থীরা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলা তথা উত্তর ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। (জ্ঞানমূলক)
  2. গুপ্তযুগে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারে।—বোধমূলক।
  3. ভারতের সামন্ততন্ত্র ও ইউরোপের সামন্তব্যবস্থা এবং গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারে।

আচরণগত শিখন উদ্দেশ্য (Behavioural Learning Objectives)

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

- **জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য**
  1. পাল ও সেন যুগে বাংলায় কী কী ফসলের চাষাবাদ হত শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
  2. এই সময় ভূমিদান ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  3. কী কী ফলের চাষ হত সেগুলির নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য**
  1. শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  2. চর্যাপদের মধ্যে গ্রাম বাংলার যে সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে তা শিক্ষার্থীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  3. বাংলার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য: বিশ্লেষণমূলক (Analysis)**
  1. শিক্ষার্থীরা পাল ও সেন যুগের বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতির তুলনামূলক ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  2. পাল ও সেন যুগে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অগ্রগতির তুলনামূলক ইতিহাস শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

- **সংশ্লেষণমূলক (Synthesis)**
  শিক্ষার্থীরা রামচরিতের মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরতে পারবে।

- **মূল্যায়নধর্মী (Evaluation)**
  বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নে পাল ও সেন রাজাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবে।

- **অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য**
  শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলার সনাতন শিক্ষা সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে উঠবে।

- **দক্ষতামূলক**
  1. শিক্ষার্থীরা পাল ও সেন রাজাদের নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে।
  2. তারা সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে বাংলায় কৃষি অর্থনীতিতে যে সমস্ত শস্য, ফল চাষ করা হত তার চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
  3. 'রামচরিত' ও 'চর্যাপদ'-এর মডেল তৈরি করতে পারবে।
  3. পাল ও সেন রাজাদের সময়কাল সময়রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরোক্ত উপ-এককগুলি পাঠদানের সময় (Inter-disciplinary Approach, Holistic Approach, Constructive Approach অনুসরণ করে 'Multi Media' ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ কৌশলের মধ্যে নবায়ন (Innovative Teaching) আনার চেষ্টা করবেন।

1. **বক্তৃতা পদ্ধতি:** শিক্ষক/শিক্ষিকা বক্তৃতার মাধ্যমে বাংলার কৃষি অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করবেন।
2. **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি:** পাল ও সেন যুগে মানুষের খাদ্যাভ্যাস পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠদানের সময় ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন দিকের ধারণা (concept) তুলে ধরবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তরদানে সমর্থ করে তাদের শিখনের অগ্রগতি ও পারদর্শিতা সুনিশ্চিত করবেন।
3. **আলোচনা পদ্ধতি:** চর্যাপদে ও রামচরিতে উল্লিখিত বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চিত্র বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষক/শিক্ষিকা আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশন করবেন। এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্যানেল আলোচনা, দলীয় আলোচনা, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক সভার আয়োজন করতে পারেন।
4. **গল্প বলা পদ্ধতি:** শিক্ষক/শিক্ষিকা মানুষের জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতকের বিভিন্ন গল্প উপস্থাপন করবেন। সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক আলোচনার সময় বাস্তব উদাহরণ গল্পের আকারে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সুনিশ্চিত করবেন।
5. **আবিষ্কার পদ্ধতি:** বাংলা ভাষার অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাগধী-অর্ধমাগধী, মাগধী অপভ্রংশের গৌড় বঙ্গীয় রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহলী মনোভাব ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবেন।
6. **নাটকীয় পদ্ধতি:** শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ, মনোযোগ ও কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য ও শিক্ষার্থীদের অধিক কৌতূহলী করে তোলার জন্য নাটকীয়তার ছলে পাঠের বিভিন্ন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন।

উপকরণের ব্যবহার:

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করার সময় নিম্নলিখিত বিভিন্ন শিখন প্রদীপনগুলি ব্যবহার করা হবে।

টেবিল চার্ট, ফ্লো-চার্ট, ট্রি চার্ট মডেল, সময়রেখা, মানচিত্র, কৃষ্ণফলক, বিভিন্ন দৃশ্য, শ্রুতি ও দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা Multimedia-র ব্যবহার করবেন। Power Point Presentation-এর জন্য LED Projector-এর ব্যবহার করবেন।

হোয়াইট বোর্ড, স্মার্ট বোর্ড ও কৃষ্ণফলক ব্যবহার করে পাল ও সেন যুগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করবেন।

শিক্ষক/শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা:

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি আলোচনার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের অধিক সক্রিয় করে তুলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই Self-Learning কিংবা Auto Learning-এ সমর্থ হবে।

আধুনিক প্রযুক্তির/সফট্‌ওয়্যারের ব্যবহার:

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক MultiMedia-র মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। Plasma TV, LED Projector এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক Software-এর ব্যবহার করা হবে।

কাজের পাতা:

শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতি ও শিখন পারদর্শিতা সুনিশ্চিত করার জন্য কাজের পাতা (work-sheet) পরিবেশন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলির সমাধান করবে।

1. পালযুগের প্রতিষ্ঠাতা কে?
2. 'রামচরিত' কে রচনা করেন?
3. 'চর্যাপদ' প্রথম কে রচনা করেন?
3. 'অগ্রহার' কী?

অনুসন্ধানী প্রশ্ন:

1. **কীভাবে বাংলা ভাষার বিকাশ হয়েছিল?**

উত্তর: বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা (লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, ভুসুকুপাদ) চর্যাপদে যে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতেন তা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

2. **কৈবর্ত্য বিদ্রোহ কীভাবে পাল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল?**

উত্তর: সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে পাল সম্রাট রামপালের সময় দিব্যকের নেতৃত্বের উত্তর-পুর্ব ভারতে কৈবর্ত্য নামে এক জেলে/চাষি সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে সংকটাপন্ন পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ

ধারণা (Concept)	উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা (Examples)
1. চর্যাপদের পুথি	1. পুথির ধারণা পরিষ্কার করে তোলার জন্য আর্কাইভে রাখা পুরাণ, বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন পুথির কথা তুলে ধরা হবে।
2. পালযুগের কৈবর্ত্য বিদ্রোহ	2. কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের কথা তুলে ধরার সময় বাংলার জেলে সম্প্রদায় যারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরা হবে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্রের রূপরেখা (Table of Specification)

উপ-একক	প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর	শতকরা হার
1. পাল ও সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি 2. বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি (7ম শতক-12দশ শতক)	অতি সংক্ষিপ্ত	(1)1				1	5%
	সংক্ষিপ্ত		(2)2			4	20%
	রচনাধর্মী			(4) 2		8	40%
	মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ/চার্ট/সময় রেখা তৈরি				(7)1	7	35%
	মোট নম্বর	1	4	8	7	20	
	শতকরা হার	5%	20%	40%	35%		100%

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র

পূর্ণমান: 20

বিষয়: ইতিহাস — সময়: 30 মিনিট

শ্রেণি: সপ্তম

1. পাল যুগের প্রতিষ্ঠাতা কে? 1
2. চর্যাপদে কীভাবে বাংলার সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে? 2
3. সে যুগের ফসলের মধ্যে কোন্ কোন্ ফসল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়? 2
4. 7ম-12দশ শতকে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রগতির মূল্যায়ন করো। 4
5. পাল ও সেনযুগে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলনামূলক আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক) 4
6. নির্দেশমতো দক্ষতামূলক নিম্নলিখিত প্রশ্নের সমাধান করো। (দক্ষতামূলক)7
   (ক) পালযুগে ও সেনযুগে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য, ফলের চিত্রসহ নাম উল্লেখ করো।
   (খ) পাল ও সেন রাজাদের তালিকা প্রস্তুত করো।
   (গ) পাল ও সেনযুগের একটি সময়রেখা অঙ্কন করো।

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ—নমুনা-4

বিষয়: ইতিহাস — শ্রেণি: অষ্টম

এককের উপ-এককে বিভাজন

একক (Unit)	উপ একক (Sub-unit)	পিরিয়ড সংখ্যা (No. of Periods)
শিল্প বিপ্লব	*1. শিল্প বিপ্লবের পটভূমি	1
	*2. ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব সংগঠনের কারণ	1
	*3. শিল্পবিপ্লবের ফলাফল ও নতুন আবিষ্কারের প্রভাব	1
	মোট পিরিয়ড (Total no of periods)	3

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of the Concept) আধুনিকতার ভিত্তি রচনা করে শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসি বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিভিন্ন অভিনব যন্ত্রের আবিষ্কার, লোহা ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার এবং কলকারখানা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতির ফলে ইউরোপে শিল্পের ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তাই শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের প্রাচুর্য শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই বিপ্লব প্রথম ঘটেছিল ইংল্যান্ড এবং বস্ত্রশিল্পে।

- **পূর্বার্জিত জ্ঞান (Previous Knowledge)**
  1. প্রথম শিল্পবিপ্লব কোথায় হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। (জ্ঞানমূলক)
  2. শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার কতটা প্রয়োজনীয় তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারে। (বোধমূলক)
  3. কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রদ্বারা কলকারখানায় অধিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে যে শিল্পবিপ্লব বলে শিক্ষার্থীরা তা বিশ্লেষণ করতে পারে। (প্রয়োগমূলক)
  4. মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের একটা তালিকা তৈরি করতে পারে। (দক্ষতামূলক)

- **শিক্ষণ উদ্দেশ্য (Teaching Objectives)**

  বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)
  1. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায় তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে। (জ্ঞানমূলক)
  2. কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিল্পবিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। (বোধমূলক)
  3. অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে শিল্পবিপ্লব কীরকম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল শিক্ষার্থীরা তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। (প্রয়োগমূলক)

- **অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)**

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিপ্লবের কথা জানতে আগ্রহী হবে এবং ইতিহাস পাঠে তারা উৎসাহবোধ করবে।

- **সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)**

দক্ষতামূলক:

ইউরোপ মহাদেশের কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে এই বিপ্লব ঘটেছিল তা শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাতে পারবে। অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপী যুগান্তকারী যেসব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল তার একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা বা চার্ট শিক্ষার্থীরা তৈরি করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

শিক্ষণ পদ্ধতি (Broad Method of Teaching)

1. **বক্তৃতাদান পদ্ধতি:** আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারে তার জন্য সহজ সরল ভাষায় শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতাদান পদ্ধতির সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করবেন ও প্রয়োজনীয় কৌশল ব্যবহর করবেন।
2. **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি:** প্রশ্নকরণ ও উত্তরগ্রহণ পদ্ধতিতে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কারণ আলোচনা করা হবে। যেমন— (a) শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? (b) কোন্ দেশে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল? (c) বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার সর্বপ্রথম কে করেন?
3. **প্রতিপাদন পদ্ধতি:** ইংলন্ডের কোথায় কোথায় শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল তা শিক্ষার্থীদের মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করানো হবে।
4. **গল্প বলা পদ্ধতি:** শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গল্প বলা হবে।
5. **নাটকীয় পদ্ধতি:** নাটকীয় পদ্ধতিতে শিল্পবিপ্লবের সহায়তাকারী বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে।

শিক্ষণ উপকরণ (Equipments)

1. সময় সারণির প্রদীপন পত্র ব্যবহার করা হবে।
2. ইংলন্ডে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার কারণ সংক্রান্ত চার্ট ব্যবহার করা হবে।
3. বিশ্ব মানচিত্র ব্যবহার করা হবে। ইংল্যান্ড কোথায় অবস্থিত এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল তা চিহ্নিত করে দেখানো হবে।

সফট্ওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use)

শিল্পবিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ড সংগঠিত হওয়ার কারণ আলোচনার সময় Software ব্যবহার করা হবে এবং তাতে ইউরোপের মানচিত্র, শিল্পবিপ্লবের বিভিন্ন আবিষ্কারের ছবি ইত্যাদি দেখানো হবে।

চক ও বোর্ডের ব্যবহার (Use of Chalk and Board)

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে শিল্পবিপ্লব সংক্রান্ত সাল, তারিখ, স্থান, নাম, বিভিন্ন অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি বোর্ডে লিখে দেবেন। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পবিপ্লবের কারণ ও মূল্য তথ্য বিষয় বোর্ডে চকের সাহায্যে লিখে দেবেন।

অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Probing Question)

1. বিপ্লব কাকে বলে?
2. শিল্পবিপ্লব ঘটায় ইংল্যান্ডে কী ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল?
3. শিল্পবিপ্লব ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতিতে কতখানি সহায়ক হয়েছিল?

কাজের পাতা (Work Sheet)

1. কোন্ দেশে প্রথম শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়?
2. শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?
3. শিল্পবিপ্লবের যুগে আবিষ্কৃত কয়েকটি যন্ত্রের নাম লেখো।
4. ইংল্যান্ডের কয়েকটি উপনিবেশের নাম লেখো।
5. কোন্ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল?

- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ (Examples to Illustrate Content of the Concept)**

প্রসঙ্গ (Concept)	উদাহরণ (Examples)
1. ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব প্রসঙ্গে	1. প্রথমে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হলেও ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবের কথা বলা যেতে পারে।
2. প্রথম সংগঠিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে	2. ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব প্রথম সূত্রপাত ঘটার কারণ উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তেমনি জার্মানীর শিল্পবিপ্লবের গতিকে দ্রুততর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সেই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথের প্রসার

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

শ্রেণি: অষ্টম বিষয়: ইতিহাস প্রশ্নসংখ্যা: 6 পূর্ণমান: 20

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর	শতকরা হার
অতিসংক্ষিপ্ত	(1,2)1				2	10%
সংক্ষিপ্ত		(3)2			2	10%
রচনাধর্মী			(4,4) 4,6		10	50%
মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ				(6)6	6	30%
মোট নম্বর	2	2	10	6	20	
শতকরা হার	10%	10%	50%	30%		100%

বি.দ্র.: বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান ও ভিতরে প্রশ্নের দাগ বা ক্রমিক সংখ্যা

অভিক্ষাপত্র (Test Items)

বিষয়: ইতিহাস পূর্ণমান: 20

শ্রেণি: অষ্টম সময়: 40 মিনিট

1. পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে? (জ্ঞানমূলক) 1
2. 'নিরাপত্তা বাতি' কে আবিষ্কার করেন? (জ্ঞানমূলক) 1
3. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? (বোধমূলক) 2
4. সমগ্র ইউরোপবাসীর জীবন শিল্পবিপ্লবের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। (প্রয়োগমূলক) 4
5. ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক) 6
6. পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল মানচিত্রে দেখাও। (দক্ষতামূলক) 6

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নমুনা-5

শ্রেণি : নবম বিষয় : ইতিহাস

একক : শেরশাহ তারিখ :

[A] এককের উপ-এককে বিশ্লেষণ:

ক্রমিক নং	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1.	**শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার** শেরশাহের প্রথম নাম ছিল ফরিদ খাঁ। 1486 খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। বাবরের বিহার আক্রমণকালে শের খাঁ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।	1
2.	**শেরশাহের শাসনব্যবস্থা** শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। শেরশাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রচলন করেন।	1
3.	**শেরশাহের কৃতিত্ব** মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শেরশাহ ছিলেন অন্যতম। 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' শেরশাহের এক কীর্তি।	1
4.	মূল্যায়ন	1
	সর্বমোট	4

[B] উপ-এককের বিশ্লেষণ:

[I] বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা:

বিষয়বস্তু: শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার

ধারণা	সংক্ষিপ্তসার
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	শেরশাহের প্রথম নাম ছিল ফরিদ খাঁ। 1486 খ্রিস্টাব্দে হিসার ফিরোজা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হাসান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার। বাবরের বিহার আক্রমণকালে শের খাঁ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। 1530 খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করলে শের খাঁ মৌখিকভাবে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এরপর 1539 খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ করে শের খাঁ নিজেকে বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তিনি গোয়ালিয়র, সারংপুর ও উজ্জয়িনী দখল করে মালব জয় সম্পন্ন করেন (1542 খ্রিস্টাব্দ)। শেরশাহের শেষ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত কালিঞ্জর রাজ্যের বিরুদ্ধে।

[II] পূর্বার্জিত জ্ঞান:

- সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবকের কথা শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- শিক্ষার্থীরা সুলতানা রাজিয়ার রাজ্যশাসন সম্পর্কে ইতিপুর্বে জেনেছে।
- আলাউদ্দিন খলজির শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে জেনেছে।
- পাগলা রাজা মোহম্মদ বিন তুঘলকের সম্বন্ধে জেনেছে।
- মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাহিরুদ্দিন মোহম্মদ বাবরের কথা শিক্ষার্থীরা পূর্বে জেনেছে।

[III] কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

[A] স্মরণমূলক:

1. শেরশাহের পূর্বনাম কী ছিল তা শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে পারবে।
2. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

[B] বোধমূলক:

1. শেরশাহের রাজপুত নীতি শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
2. চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন ও শেরশাহের কৃতিত্বের তুলনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।

[C] প্রয়োগমূলক:

1. 1540 খ্রিস্টাব্দে যে বিলগ্রামের যুদ্ধ হয়েছিল তা শেরশাহের রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে।
2. শেরশাহের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি পরবর্তী মোগল সম্রাটদের রাজ্যবিস্তার নীতির ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী ছিল তা শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে।

[D] বিশ্লেষণমূলক:

1. শিক্ষার্থীরা শেরশাহের বাল্যজীবনের বিশ্লেষণ করতে পারবে।
2. শিক্ষার্থীরা কনৌজের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।

[E] মূল্যায়নমূলক:

1. বাবরের প্রতি শেরশাহের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
2. রাজ্যবিস্তারে শেরশাহের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীরা বিচার করতে পারবে।

[F] সৃজনমূলক:

1. চৌসার যুদ্ধ ও কনৌজ যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় আলোচনা করতে পারবে।
2. যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে শেরশাহ কতটা সফলতা অর্জন করেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারবে।

[IV] শিক্ষণের সাধারণ কৌশল:

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের কাজ
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	(ক) বক্তৃতা দান পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতা দান পদ্ধতিতে শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে পাঠদান করবেন। শেরশাহের প্রথম নাম ছিল ফরিদ খাঁ। 1486 খ্রিঃ তাঁর জন্ম। তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে বাহার খাঁ তাঁকে 'শের খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 1530 খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করলে শের খাঁ মৌখিক ভাবে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষক মহাশয়ের পড়া শুনবে।	শেরশাহের পূর্বনাম ফরিদ খাঁ।
	(খ) আলোচনা পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান করবেন। 1539 খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের চৌসার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটে। শের খাঁ নিজেকে বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন। 1540 খ্রিস্টাব্দে পুনরায় হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাঁধে যা কনৌজের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে হিন্দুস্থানের সার্বভৌম ক্ষমতা শেরশাহের করায়ত্ত হয়। এবার বলো তো চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল?	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং মূল পয়েন্ট গুলি খাতায় লিখে নেবে। 1. চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়। 2. 1540 খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধ হয়। প্র: চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল? উ: 1539 খ্রিস্টাব্দে।	কনৌজের যুদ্ধ 1540 খ্রিস্টাব্দ।
	(গ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে পাঠদান করবেন। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন—	শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দেবে।	শেরশাহের পিতার নাম হাসান।

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের কাজ
		1. শেরশাহ কোন্ বংশীয় ব্যক্তি ছিলেন? 2. ভারতবর্ষে শেরশাহের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন? 3. কোন্ যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহর কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন? 4. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল? 5. শেরশাহের পিতার নাম কী?	1. আফগান বংশীয়। 2. হুমায়ুন। 3. কনৌজের যুদ্ধে (1540 খ্রিস্টাব্দে) 4. 1539 খ্রিস্টাব্দে। 5. হাসান।	

শেরশাহ ও তাঁর রাজ্যবিস্তার

[V] শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার ব্যবহার:

বিষয়বস্তু	উপকরণ	ব্যবহার
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	শেরশাহের চিত্র, শেরশাহের সাম্রাজ্যের মানচিত্র	আজকের পাঠদান কালে শেরশাহের বাল্য-জীবন পড়ানোর সময় শেরশাহের চিত্র এবং রাজ্য বিস্তার পড়ানোর সময় মানচিত্র ব্যবহার করা হবে।

[VI] অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও তার উত্তর:

প্রশ্ন	উত্তর
শেরশাহ রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কেন আলাউদ্দিন খলজিকে অনুসরণ করেছিলেন?	শেরশাহ রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজিকে অনুসরণ করেছিলেন। কারণ আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। তিনি বিন্ধ্য-র দক্ষিণ-পশ্চিমে যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাস্ত করে দেবগিরি দখল করেন। শেরশাহ ও হুমায়ুনকে চৌসার ও কনৌজের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন।

[VII] বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাদানের জন্য উদাহরণ:

ধারণা	উদাহরণ	
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যাদানের জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেবেন।	
	শেরশাহ	**আকবর**
	1. শেরশাহ রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। 2. শেরশাহ উদার ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন।	1. আকবরও রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। 2. আকবরও উদার ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন।

[VIII] একক অভীক্ষাপত্রের মূল্যায়ন:

ধারণা	প্রশ্নের উদ্দেশ্য	প্রশ্নের সংখ্যা ও প্রশ্নের মান	শতকরা %
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	স্মরণমূলক	1 (2)	16·6 (8)
	বোধমূলক	1 (3)	16·6 (12)
	প্রয়োগমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	বিশ্লেষণমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	মূল্যায়নমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	সৃজনমূলক	1 (5)	16·6 (20)

বন্ধনীর () বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা ও বন্ধনীর () ভিতরে প্রশ্নের মান।

শ্রেণি : নবম
বিষয় : ইতিহাস

নম্বর : 25
সময় :

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নাবলি (সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

1. শেরশাহের পূর্বনাম কী ছিল ? (স্মরণমূলক)
2. শেরশাহের রাজপুত নীতি ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক)
3. বিলগ্রামের যুদ্ধ শেরশাহের রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছিল? (প্রয়োগমূলক)
4. কনৌজের যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। (বিশ্লেষণ)
5. রাজ্যবিস্তারে শেরশাহের কৃতিত্ব বিচার করো। (মূল্যায়নমূলক)
6. চৌসার যুদ্ধ সম্পর্কে যা জানো নিজের ভাষায় আলোচনা করো। (সৃজনমূলক)

[IX] শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সক্রিয়তা:

[A] ***শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা:*** শিক্ষক মহাশয় পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

1. শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
2. কনৌজের যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন?
3. শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ অধিকার করেন?
4. কোন্ যুদ্ধ জয়ের পর শের খাঁ শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন?
5. শেরশাহের শেষ সামরিক অভিযান কোন্ রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল?

[B] ***কাজের পত্র:***

শ্রেণি : নবম
বিষয় : ইতিহাস

নম্বর : 10
সময় : 10 মিনিট

(a) ***সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো:***

(i) শেরশাহকে শের খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন— (জালাল খাঁ/বাহার খাঁ/হুমায়ুন)।

(ii) চৌসার যুদ্ধ হয় শেরশাহের সঙ্গে—(বাবরের/আকবরের/হুমায়ুনের)।

(iii) শেরশাহের পিতার নাম—(হাসান/কালাম/মুবারক)।

(b) ***শূন্যস্থান পূরণ করো:***

(i) শেরশাহ-কে সাসারামের জায়গির অর্পণ করেন________।

(ii) শেরশাহের পূর্বনাম ছিল________।

[B] উপ-এককের বিশ্লেষণ:

[I] বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা:

বিষয়বস্তু : শেরশাহের শাসনব্যবস্থা।

ধারণা	সংক্ষিপ্তসার
শেরশাহের শাসনব্যবস্থা	শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে শেরশাহ ছিলেন একজন সৈনিক মাত্র। শেরশাহ স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও তাঁর শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রজাকল্যাণমূলক। কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। শেরশাহের আমলে প্রাদেশিক শাসন প্রণালী সম্পর্কে মতভেদ আছে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে 47টি সরকার বা ভাগে বিভক্ত করেন। শেরশাহ রাজস্ব নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। শেরশাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রচলন করেন। মুদ্রা নীতির সংস্কার শেরশাহের অন্যতম কৃতিত্ব।

[II] পূর্বার্জিত জ্ঞান:

- শেরশাহের জন্ম এবং বাল্যজীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- চৌসার যুদ্ধ এবং কনৌজের যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- শিক্ষার্থীরা জেনেছে ফরিদ খাঁ কীভাবে শেরশাহ হয়ে উঠলেন।
- শেরশাহর রাজপুত নীতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।

[III] কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

[A] স্মরণমূলক :

1. শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে পারবে।
2. 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' কে প্রচলন করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

[B] বোধমূলক :

1. শেরশাহের অন্যতম কৃতিত্ব মুদ্রানীতির সংস্কার শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
2. শেরশাহের ধর্মনীতি কেমন ছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

[C] প্রয়োগমূলক :

1. শেরশাহ যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার তুলনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
2. শেরশাহ শাসনব্যবস্থাকে যে দুটি প্রশাসনিক স্তরে বিভক্ত করেছিলেন তা বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য তা শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে।

[D] বিশ্লেষণমূলক:

1. শেরশাহের শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
2. প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে শেরশাহ কতটা সফল ছিলেন তা শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

[E] মূল্যায়নমূলক:

1. শিক্ষার্থীরা শেরশাহের প্রজাকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে পারবে।
2. শেরশাহ কর্তৃক প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা বিচার করতে পারবে।

[F] সৃজনমূলক:

1. শেরশাহ সুশাসক ছিলেন কিনা তা শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় আলোচনা করতে পারবে।
2. শেরশাহের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারবে।

[IV] শিক্ষণের সাধারণ কৌশল:

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের কাজ
শেরশাহের শাসনব্যবস্থা	(ক) বক্তৃতা দান পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শেরশাহের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠদান করবেন। শেরশাহ শুধু যে এক মহান বিজেতা ছিলেন এমন নয়, রাজ্যশাসনের ব্যাপারেও তিনি মহৎ প্রাণের পরিচয় দেন। শেরশাহের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই শেরশাহ ভারতীয় জীবন, চরিত্র ও প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষক মহাশয়ের পড়া শুনবে।	রাজ্যশাসন-এর ব্যাপারে শেরশাহ মহৎপ্রাণের পরিচয় দেন।

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের কাজ
	(খ) আলোচনা পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শেরশাহের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করবেন। শেরশাহ স্বেচ্ছাতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাকল্যাণমূলক। কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে 47টি সরকার বা ভাগে বিভক্ত করেন। শেরশাহ 'দাম' নামে এক প্রকার নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। আচ্ছা এবার বলো তো— **প্রঃ** শেরশাহ কোন্ নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন?	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে পড়া শুনবে এবং মূল পয়েন্টগুলি খাতায় লিখে নেবে। 1. শেরশাহের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাকল্যাণমূলক। 2. শেরশাহ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে 47টি ভাগে ভাগ করেছিলেন। **প্র:** শেরশাহ কোন্ নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন? **উ:** দাম।	সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান।
	(গ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন। 1. শেরশাহর আমলে গ্রামের শাসনভার কার উপর ন্যস্ত ছিল? 2. শেরশাহ কীরকম বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? 3. শেরশাহ নির্মিত একটি সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তার নাম বলো। 4. গুপ্তচর বিভাগের অনুচরকে কী বলা হত? 5. অপরাধীদের দমন করার জন্য শেরশাহ কোন্ নীতি গ্রহণ করেছিলেন?	শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দেবে। 1. স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপর। 2. নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। 3. গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড। 4. দারোগায়ে-ডাকচৌকি। 5. স্থানীয় দায়িত্ব নীতি।	গুপ্তচর বিভাগের অনুচরকে বলা হত দারোগায়ে-ডাকচৌকি।

[V] শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার ব্যবহার:

বিষয়বস্তু	উপকরণ	ব্যবহার
শেরশাহের শাসনব্যবস্থা	শেরশাহের কেন্দ্রীয় শাসন সংক্রান্ত চার্ট।	আজকের পাঠদান কালে শেরশাহের কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে আলোচনার সময় শেরশাহের কেন্দ্রীয় শাসন সংক্রান্ত চার্ট ব্যবহার করা হবে।

[VI] অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও তার উত্তর:

প্রশ্ন	উত্তর
শেরশাহকে সুশাসক বলা হয় কেন?	ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সমস্ত শাসক নানা দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক লক্ষ করে ঐতিহাসিক ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁকে 'আকবরের চেয়েও মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন শাসক ও সংগঠক' বলে অভিহিত করেছেন। তাই বলা যেতে পারে যে শেরশাহ সুশাসক ছিলেন।

[VII] বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাদানের জন্য উদাহরণ:

ধারণা	উদাহরণ	
শেরশাহের শাসনব্যবস্থা	শেরশাহের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা দানের জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেবেন।	
	আলাউদ্দিন খলজি	**শেরশাহ**
	1. আলাউদ্দিন খলজি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন।	1. শেরশাহ ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন।
	2. আলাউদ্দিন খলজি 'দাম' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।	2. শেরশাহ 'দাম' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করেন।
	3. আলাউদ্দিন খলজি স্থায়ী সেনাবাহিনী স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।	3. শেরশাহও স্থায়ী সেনাবাহিনী স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

[VIII] একক অভীক্ষাপত্রের মূল্যায়ন:

ধারণা	প্রশ্নের উদ্দেশ্য	প্রশ্নের সংখ্যা ও প্রশ্নের মান	শতকরা %
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	স্মরণমূলক	1 (2)	16·6 (8)
	বোধমূলক	1 (3)	16·6 (12)
	প্রয়োগমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	বিশ্লেষণমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	মূল্যায়নমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	সৃজনমূলক	1 (5)	16·6 (20)

বন্ধনীর () বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা ও বন্ধনীর () ভিতরে প্রশ্নের মান।

শ্রেণি : নবম **নম্বর** : 25
বিষয় : ইতিহাস **সময়** :

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নাবলি (সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)।

1. 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' কে প্রচলন করেছিলেন? (স্মরণমূলক)
2. শেরশাহের অন্যতম কৃতিত্ব মুদ্রানীতির সংস্কার ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক)
3. শেরশাহ শাসনব্যবস্থাকে যে দুটি প্রশাসনিক স্তরে বিভক্ত করেছিলেন তা বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য তা নির্ণয় করো। (প্রয়োগমূলক)
4. শেরশাহের শাসনব্যবস্থার বিশ্লেষণ করো। (বিশ্লেষণমূলক)
5. শেরশাহ কর্তৃক প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বিচার করো। (মূল্যায়নমূলক)
6. শেরশাহের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি সম্পর্কে যা জানো আলোচনা করো। (সৃজনমূলক)

[IX] শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সক্রিয়তা:

[A] শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা: শিক্ষক মহাশয় পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

1. শাসনকার্য পরিচালনার জন্য শেরশাহ ক-জন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন?
2. শিকদারের দায়িত্ব কী ছিল?
3. কেন্দ্রীয় শাসন তথা সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে কে ছিলেন?
4. শেরশাহ-এর অন্যতম এক সেনাধ্যক্ষের নাম লেখো।
5. 'গ্র্যান্ড-ট্রাংক রোড' কে নির্মাণ করেন?

[B] কাজের পাতা:

শ্রেণি : নবম　　　　নম্বর : 10

বিষয় : ইতিহাস　　　　সময় : 10 মিনিট

(a) এককথায় উত্তর দাও:

1. কবুলিয়ত কী?
2. পাট্টা কে প্রবর্তন করেন?
3. 'আমিন' নামক কর্মচারীদের কার্যের তত্ত্বাবধান কে করতেন?

(b) শূন্যস্থান পূরণ করো:

1. শেরশাহ অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ছিলেন ________।
2. উৎপন্ন শস্যের ________ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হত।

[B] উপ-এককের বিশ্লেষণ:

[I] বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা:

বিষয়বস্তু : শেরশাহের কৃতিত্ব।

ধারণা	সংক্ষিপ্তসার
শেরশাহের কৃতিত্ব	মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শেরশাহ ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্য স্রষ্টা। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সুচতুর এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। রাজকর্তব্য সম্পর্কে শেরশাহের ধারণা ছিল উচ্চ। তাঁর মতে প্রজাবর্গের কল্যাণসাধনই শাসনের মূল উদ্দেশ্য। শেরশাহ ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন সামরিক নেতা। কিন্তু যোদ্ধা অপেক্ষা শাসকরূপেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও শেরশাহের অবদান অবিস্মরণীয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য তিনি ঝিলাম নদীর তীরে রোহটাসগড় দুর্গ নির্মাণ করেন। 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' শেরশাহের অপর এক কীর্তি। বিহারের অন্তর্গত সাসারামে শেরশাহের সমাধিমন্দির তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি বলে চিহ্নিত হয়েছে।

[II] পূর্বার্জিত জ্ঞান:

- শেরশাহের বাল্যজীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- শেরশাহের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- শেরশাহের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে শিক্ষার্থীরা জেনেছে।
- শিক্ষার্থীরা জেনেছে শেরশাহের মুদ্রা-সংস্করণ ও ধর্মনীতি সম্পর্কে।

[III] কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

[A] স্মরণমূলক:

1. 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' কে নির্মাণ করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে পারবে।
2. বিহারের কোথায় শেরশাহের সমাধিমন্দির আছে তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

[B] বোধমূলক:

1. শেরশাহ কতটা প্রজাহিতৈষী সম্রাট ছিলেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
2. স্থাপত্যের ক্ষেত্রে শেরশাহের অবদান শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

[C] প্রয়োগমূলক:

1. শেরশাহ যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য তা শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে।
2. শেরশাহ যোগাযোগ ও ডাকব্যবস্থার উন্নতিতে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে তা প্রয়োগ করতে পারবে।

[D] বিশ্লেষণমূলক:

1. শেরশাহ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন করতে কতটা সফল হয়েছিলেন তা শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
2. শেরশাহ কীভাবে সুশাসিত সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হন তা শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

[E] মূল্যায়নমূলক:

1. শেরশাহের কৃতিত্বের বিচার শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
2. শাসক হিসাবে শেরশাহ কতটা কৃতিত্বের অধিকারী তার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।

[F] সৃজনমূলক:

1. বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শেরশাহের মুদ্রা ব্যবস্থা বর্তমানে কতটা উন্নতির পথ দেখিয়েছে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় আলোচনা করতে পারবে।
2. শেরশাহ একজন সুন্নি মুসলমান হয়েও কেন গোঁড়া মৌলবাদী উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারবে।

[IV] শিক্ষণের সাধারণ কৌশল:

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের কাজ
শেরশাহের কৃতিত্ব	(ক) বক্তৃতা দান পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতাদান পদ্ধতির মাধ্যমে শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে পাঠদান করবেন। শেরশাহের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডক্টর কানুনগো লিখেছেন---'হিন্দু ও মুসলমানের সৃষ্ট নতুন ভারতের প্রতীক হিসেবে শেরশাহ মধ্যযুগের শাসকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।' শেরশাহ ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী। হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সামরিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থাপত্য শিল্পেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।	শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষক মহাশয়ের পড়া শুনবে।	শেরশাহ ছিলেন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী।
	(খ) আলোচনা পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয় আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শেরশাহের কৃতিত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করবেন। ভারতের রাজনৈতিক গগনে শেরশাহ ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। সামান্য এক সৈনিক থেকে তিনি ভারতের সম্রাট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বাবরের মতো শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একটি সুশাসিত সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হন। দুর্গের মধ্যে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন যা ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়েছে। এবার বলো তো, শেরশাহ কত বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন?	মনোযোগ সহকারে পড়া শুনবে এবং মূল পয়েন্টগুলি খাতায় লিখে নেবে। 1. শেরশাহ সামান্য এক সৈনিক ছিলেন। 2. শেরশাহ একটি সুশাসিত সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। প্র: শেরশাহ কত বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন? উ: পাঁচ বছর।	ভারতের রাজনৈতিক গগনে শেরশাহ ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ধারণা	পদ্ধতি	শিক্ষক মহাশয়ের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	বোর্ডের
		শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দেবে।	
		1. শেরশাহ কীরকম সম্রাট ছিলেন?	1. প্রজাহিতৈষী, স্বৈরাচারী।	
		2. ঝিলাম নদীর তীরে শেরশাহ কোন্ দুর্গ নির্মাণ করেন?	2. রোহটাস দুর্গ।	
		3. 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' কে নির্মাণ করেন?	3. শেরশাহ।	
		4. ডক্টর কানুনগো শেরশাহের সমাধি মন্দিরকে কী বলে বর্ণনা করেছেন?	4. দয়াপ্রবণ অন্তরের প্লাবন।	
		5. কত খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যু হয়?	5. 1545 খ্রিস্টাব্দে।	

[V] শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার ব্যবহার:

বিষয়বস্তু	উপকরণ	ব্যবহার
শেরশাহের কৃতিত্ব	শেরশাহ নির্মিত স্থাপত্যের চিত্র ও চার্ট।	শিক্ষক মহাশয় শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে পাঠদানের সময় শেরশাহের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা কালে শেরশাহ নির্মিত স্থাপত্যের চিত্র ও চার্ট ব্যবহার করবেন।

[VI] অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও তার উত্তর:

প্রশ্ন	উত্তর
শেরশাহ কবুলিয়ত ও পাট্টা চালু করেছিলেন কেন?	উৎপাদিকতা শক্তির অনুপাতে জমিগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অথবা শস্যের মূল্যের এক -তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হয়। প্রজারা শস্য অথবা নগদ অর্থ দিয়ে রাজস্ব দিতে পারত। শেরশাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথার প্রচলন করেন। এই দুই শর্তপত্রে সরকার ও কৃষকদের দেনা-পাওনার কথা সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকত। কৃষকদের রক্ষার ব্যাপারে শেরশাহ সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কৃষককুলের উন্নতির উপরই রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

[VII] বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাদানের জন্য উদাহরণ :

ধারণা	উদাহরণ	
শেরশাহের কৃতিত্ব	শেরশাহের কৃতিত্ব সম্বন্ধে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যাদানের জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেবেন—	
	শেরশাহ	**শাহজাহান**
	1. 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' নির্মাণ শেরশাহের অন্যতম কীর্তি। 2. বিহারের অন্তর্গত সাসারামে শেরশাহের সমাধিমন্দির তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি বলে চিহ্নিত হয়েছে।	1. 'জামা মসজিদ' নির্মাণ শাজাহানের অন্যতম কীর্তি। 2. আগ্রায় যমুনার তীরে মমতাজের সমাধিমন্দির তাজমহল শাজাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি বলে চিহ্নিত হয়েছে।

[VIII] একক অভীক্ষাপত্রের মূল্যায়ন:

ধারণা	প্রশ্নের উদ্দেশ্য	প্রশ্নের সংখ্যা ও প্রশ্নের মান	শতকরা %
শেরশাহের বাল্যজীবন ও রাজ্যবিস্তার	স্মরণমূলক	1 (2)	16·6 (8)
	বোধমূলক	1 (3)	16·6 (12)
	প্রয়োগমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	বিশ্লেষণমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	মূল্যায়নমূলক	1 (5)	16·6 (20)
	সৃজনমূলক	1 (5)	16·6 (20)

বন্ধনীর () বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা ও বন্ধনীর () ভিতরে প্রশ্নের মান।

শ্রেণি : নবম
বিষয় : ইতিহাস

নম্বর : 25
সময় :

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নাবলি (সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)।

1. 'দিল্লির পুরানা কেল্লা' কে নির্মাণ করেছিলেন? (স্মরণমূলক)
2. স্থাপত্যের ক্ষেত্রে শেরশাহের অবদান ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক)
3. শেরশাহ যে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য নির্ণয় করো। (প্রয়োগমূলক)

4. শেরশাহ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন করতে কতটা সফল হয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করো। (বিশ্লেষণমূলক)
5. শেরশাহের কৃতিত্বের বিচার করো। (মূল্যায়নমূলক)
6. বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শেরশাহের মুদ্রা ব্যবস্থা বর্তমানে কতটা উন্নতির পথ দেখিয়েছে সে সম্বন্ধে নিজের ভাষায় আলোচনা করো। (সৃজনমূলক)

[IX] শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সক্রিয়তা :

[A] ***শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা :*** শিক্ষক মহাশয় পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন।

1. শেরশাহ কীভাবে আকবরের আমলে কেন্দ্রীয়করণের পথ প্রশস্ত করেন?
2. শেরশাহের সামরিক কৃতিত্ব কোথায়?
3. রোহটাসগড় দুর্গ কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
4. স্থাপত্য শিল্পে শেরশাহের এক কীর্তির উল্লেখ করো।
5. ডাক ব্যবস্থার উন্নতিতে শেরশাহ কোন্ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন?

[B] কাজের পাতা:

শ্রেণি : নবম
বিষয় : ইতিহাস

নম্বর : 10
সময় : 10 মিনিট

(a) শূন্যস্থান পূরণ করো:

1. ভারতের রাজনৈতিক গগনে তিনি ________ আবির্ভূত হয়েছিলেন।
2. যোদ্ধা অপেক্ষা ________ শেরশাহের কৃতিত্ব বেশি।
3. শেরশাহ ভারতে ________ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপন করতে যত্নবান হয়েছিলেন।

(b) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

1. শেরশাহ মৃৎ নির্মিত সরাইগুলি ভেঙে (পাথর নির্মিত/ইট নির্মিত/সিমেন্ট নির্মিত) সরাই নির্মাণ করেন।
2. (বিলাসব্যসন/আত্মমর্যাদা/রাজকর্তব্য) সম্পর্কে শেরশাহের ধারণা ছিল উচ্চ।

[X] উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অভীক্ষাপত্রের খসড়া

ধারণা	বৌদ্ধিক মাত্রা	প্রজ্ঞামূলক মাত্রা																								মোট	শতকরা%
		স্মরণমূলক (R)				বোধমূলক (U)				প্রয়োগমূলক (AP)				বিশ্লেষণমূলক (An)				মূল্যায়নমূলক (E)				সৃজনমূলক (C)					
		E	SA	VSA	O	E	SA	VSA	O	E	SA	VSA	O	E	SA	VSA	O	E	SA	VSA	O	E	SA	VSA	O		
শেরশাহ	তথ্যগত জ্ঞান (F.K)			B-ii (1) B-iv (1)	A-I i-iv (4) A-II i-ii (2)														C-I i(2)							10	20
	ধারণাগত জ্ঞান (C.K)		C-I iv(2)	B ii-iii (2)	A-II iii-iv (2)		C-I ii (2) C-II i (5) C-II ii-(5)																			18	36
	পদ্ধতিগত জ্ঞান (P.K)													D-i (10)												10	20
	অধিজ্ঞান (M.C.K)										C-I iii (2)												D-ii (10)			12	24
	মোট	14				12				2				10				2				10				50	
	শতকরা%	28				24				4				20				4				20					100

...ধনীর () বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা ও বন্ধনীর () ভিতরে প্রশ্নের মান।

অভীক্ষা পত্র

শ্রেণি : নবম — পূর্ণমান : 50

বিষয় : ইতিহাস — সময় : 1 ঘণ্টা 30 মিনিট

একক : শেরশাহ

[A] নৈর্ব্যক্তিকধর্মী প্রশ্ন :

[I] সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: 1×4=4

1. শেরশাহের পূর্বনাম ছিল (বিরাম খাঁ/ফরিদ খাঁ/জালাল খাঁ)। (F.K.R)
2. শেরশাহ জন্মগ্রহণ করেন (হিসার ফিরোজা/বারাণসী/চিতোর) নামক স্থানে। (F.K.R)
3. শেরশাহ জাতিতে ছিলেন (মোগল/আফগান/পারসি) (F.K.R)
4. শেরশাহ হলেন (শূর সাম্রাজ্য/গুপ্ত সাম্রাজ্য/সুলতানি সাম্রাজ্য)-এর প্রতিষ্ঠাতা। (F.K.R)

[II] শূন্যস্থান পূরণ করো: 1×4=4

1. _______ বিহার আক্রমণ কালে শের খাঁ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। (F.K.R)
2. _______ জয়লাভ করে শের খাঁ শেরশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। (F.K.R)
3. শেরশাহ মাড়ওয়ার জয় করেন _______ খ্রিস্টাব্দে। (C.K.R)
4. শাসনকার্যের সুবিধার জন্য শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে _______ টি ভাগে ভাগ করেন। (C.K.R)

[B] অতি সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন: 1×4=4

একবাক্যে উত্তর দাও:

1. কত খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যু হয়? (C.K.R)
2. ভারতবর্ষে শেরশাহের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন? (F.K.R)
3. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল? (C.K.R)
4. কোন্ যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন? (F.K.R)

[C] সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন : 4×2=8

[I] দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও:

1. বিলগ্রামের যুদ্ধের ফলাফল বিচার করো। (F.K.R)
2. কবলিয়ত ও পাট্টা কী তা ব্যাখ্যা করো। (C.K.R)

3. শেরশাহ যে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড নির্মাণ করেছিলেন তা বর্তমান কালে কতটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ণয় করো। (M.C.K.Ap)
4. শাসনকার্য পরিচালনার জন্য শেরশাহ কত জন মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন? তাঁরা কারা? (C.K.R)

[II] টীকা লেখো: **5×2=10**

1. চৌসার যুদ্ধ (C.K.R)
2. রাজপুত নীতি (C.K.R)

[D] রচনাধর্মী প্রশ্ন:

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ***10×2=20***

1. শাসক হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব নিজস্ব মতামতসহ বিশ্লেষণ করো। (P.K.An)
2. শেরশাহ যে রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছিলেন তা বর্তমান সমাজে কতটা ফলপ্রসূ তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো। (M.C.K.C)

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নমুনা-6

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

অধ্যায় : ভারতে ব্রিটিশশাসনের প্রথম শতকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ।

একক : 1. বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ।
2. উপজাতি বিদ্রোহ।
3. ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন।
4. 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।*

নির্বাচিত একক : 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ	*1. 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণ। 2. মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি।	1
	3. মহাবিদ্রোহের গুরুত্ব ও ফলাফল। 4. ব্যর্থতার কারণ	1
	মোট পিরিয়ড সংখ্যা =	2

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

নির্বাচিত একক: 1857 খ্রিস্টাব্দের **মহাবিদ্রোহের কারণ**।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary)

1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পশ্চাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ ছিল।

রাজনৈতিক : ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি, রাজ্যগ্রাস নীতি ও সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধনীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের অসন্তোষের কারণ হয়।

সামাজিক : সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুসংস্কার দমনে ইংরেজদের চেষ্টা রক্ষণশীল সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক: কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন, সম্পদের লুন্ঠন (Economic Plunder), কৃষক-শ্রমিক শোষণ ছিল অর্থনৈতিক অসন্তোষের কারণ।

ধর্মীয়: গঙ্গায় সেচব্যবস্থা, কবরস্থানে ও শ্মশানে রেলপথ বিস্তার, খ্রিস্টধর্ম প্রচার, কালাপানি পার করে ভারতীয়দের ব্রহ্মদেশে প্রেরণ, ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ ধর্মীয় অসন্তোষের কারণ ছিল।

সামাজিক: ভারতীয় সিপাহিদের স্বল্প বেতন, পদোন্নতির অভাব, নীচু মানের খাদ্য সরবরাহ, স্থানান্তরকরণ, গালিগালাজ ও দুর্ব্যবহার সিপাহিদের অসন্তুষ্ট করে।

প্রত্যক্ষ: এনফিল্ড রাইফেলের বিতর্কিত টোটার ব্যবহার।

- **পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য (Previous Knowledge of Learning)**

1. 1857 খ্রিস্টাব্দের আগে কৃষক শোষণের ফলে এদেশে যে সমস্ত কৃষক বিদ্রোহ যেমন—সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, সন্দীপ বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, পলিগার বিদ্রোহের কথা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। (জ্ঞানমূলক)
2. কেন কোল, ভীল ও সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হয় তার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারে। (বোধমূলক)
3. মুসলিম কৃষকদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপের ফলে সংঘটিত ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা এবং বারাসাত বিদ্রোহের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। (প্রয়োগমূলক)

শিক্ষণ উদ্দেশ্য (Teaching Objectives)

- **বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের বিকাশ (Cognitive Domain)**

জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য: পাঠদান গ্রহণকার্য (Teaching learning Process) সমাপনের পর শিক্ষার্থীরা—

1. কত খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সূচনা ঘটেছিল তা বলতে পারবে (To state)।
2. কার নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার নামোল্লেখ করতে (To name) পারবে।
3. দেশীয় রাজন্যবর্গের অসন্তোষের কারণ নির্ধারণ/নির্ণয় (To define) করতে পারবে।

বোধমূলক উদ্দেশ্য:

1. কেন ভারতীয় রাজন্যবর্গ সিপাহি বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা (To illustrate) করতে পারবে।
2. কীভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের কৃষি ও শিল্পের অবক্ষয় ঘটিয়েছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করতে (To explain) পারবে।
3. কেন রক্ষণশীল সমাজ এই বিদ্রোহ সমর্থন করেছিল তা শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন (To represent) করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:

1. মহাবিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরতে পারবে (To find out similarities & dissimilarities)।
2. অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে মহাবিদ্রোহের কারণের তুলনামূলক আলোচনা (To compare) করতে পারবে।

3. মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের সমালোচনামূলক আলোচনা (To criticise or critically analyse) করতে পারবে।
   (a) **বিশ্লেষণমূলক:** শিক্ষার্থীরা মহাবিদ্রোহের সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব ও সেগুলির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে (To analyse) পারবে।
   (b) **সংশ্লেষণমূলক:** শিক্ষার্থীরা মহাবিদ্রোহের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণগুলির সম্পর্ক নির্ণয় করে সরকারের আসল উদ্দেশ্যের সংশ্লেষ বা সংক্ষিপ্তকরণ (To summarise) করতে পারবে।
   (c) **মূল্যায়ন:** শিক্ষার্থীরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে (To evaluate) পারবে।

- **আনুভূতিক ক্ষেত্রের বিকাশ (Affective Domain)**

অভিব্যক্তিমূলক উদ্দেশ্য (Expressive): শিক্ষার্থীরা মহাবিদ্রোহের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ জানতে গিয়ে এদেশের চিরন্তন সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হবে। তাদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় গঠনমূলক আদর্শগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগ্রত হবে। এদেশের অর্থনৈতিক উপাদানগুলি যেমন—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত হবে। বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময়ে স্বদেশের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতিকে জানার আগ্রহ, রুচি, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।

- **সঞ্চালনমূলক স্তরের বিকাশ (Psychomotor Domain)**

দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:

1. শিক্ষার্থীরা মহাবিদ্রোহের কারণগুলির একটি ফ্লো চার্ট অথবা ট্রি চার্ট তৈরি করতে সমর্থ হবে।
2. স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি যে সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকার করেছিলেন সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে পারবে।
3. ভারতের মানচিত্রে মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান দেখাতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)

শিক্ষণ পদ্ধতি: একই সঙ্গে পাঠদানকালে বিভিন্ন পদ্ধতির সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে পাঠদান কার্য অগ্রসর করানো হবে।

বক্তৃতা পদ্ধতি: মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষক সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বক্তৃতার মাধ্যমে দেশীয় রাজন্যবর্গের অসন্তোষের কথা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করে ছোটো ছোটো প্রশ্নের মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ও উন্নতি-অবনতির কারণ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন ও উত্তর গ্রহণ করবেন। এইভাবে বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আলোচনা পদ্ধতি: উপ-এককটি পাঠদানকালে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী আলোচনার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণে নিখুঁত যুক্তিতর্কের অবতারণা ও আলোচনার শেষে মূল্যায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠদান কার্য অগ্রসর হবে।

গল্প বলা পদ্ধতি: বিদ্রোহের সামাজিক কারণ ও প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনার সময়ে অনুরূপ উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করে ধারণা সুস্পষ্ট করা হবে।

নাটকীয় পদ্ধতি: লর্ড ডালহৌসি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, নানাসাহেব, কুনওয়ার সিংহ, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্ধারণ করে রাজনৈতিক অসন্তোষ তুলে ধরা হবে।

উপকরণের ব্যবহার: পদ্ধতিগুলি অনুসরণকালে শিক্ষক/শিক্ষিকা মহাবিদ্রোহের কারণের চার্ট, ভারতের মানচিত্র, বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের ছবি, সময়রেখা, তারিখ রেখা ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।

কৃষ্ণফলকের ব্যবহার: শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালে নিম্নলিখিত বিষয় কৃষ্ণফলকে লিখে দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীর একক ও যৌথ সক্রিয়তা

শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। যেমন—

1. মহাবিদ্রোহ কবে শুরু হয়?
2. কার নেতৃত্বে প্রথম বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে?
3. স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন?
4. বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?

শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে আগ্রহী হবে ও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

সফট্‌ওয়্যার ও তার ব্যবহার (Use of Software): কম্পিউটার বা টিভির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে মহাবিদ্রোহের ঘটনাপ্রবাহ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় অসন্তোষের চিত্র তুলে ধরা হবে। এক্ষেত্রে সিডি, ডিভিডি ব্যবহার করা হবে। প্রোজেক্টারে কারণের চার্ট দেখানো হবে।

কাজের পাতা (Work Sheet): কাজের পাতার কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করা হবে ও বিকাশের দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে।

1. মহাবিদ্রোহের সামাজিক অসন্তোষের কারণ কী ছিল?
2. স্বত্ববিলোপ নীতি কোন্ কোন্ রাজ্যে প্রয়োগ করা হয়?
3. কে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন?
4. মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?

অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Thought Provoking or Probing Questions)

Q.1. কেন অযোধ্যার নবাব বিদ্রোহী হয়েছিলেন?

Ans. ইংরেজ কর্মচারীরা অযোধ্যার নবাব ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের রাজপ্রাসাদ থেকে বলপূর্বক বের করে নির্বিচারে রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে। এবং কলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে সেইসব জিনিস বিক্রি করা হয়। তাই নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

Q.2. কীভাবে সিপাহিরা এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহার করত?

Ans. সিপাহিরা এনফিল্ড রাইফেলের টোটা দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরে নিত। গুজব রটে যে সেই টোটা গোরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হত। তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সিপাহি টোটার ব্যবহারে অসম্মতি দেখায়।

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ

(Examples to Illustrate Concepts)

ধারণা (Concepts)	উদাহরণ (Examples)
1. লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রসঙ্গে।	1. লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি—অধীনতামূলক নীতির কথা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হবে।
2. সিপাহি বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ ও কৃষক শোষণ অত্যাচারের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে।	2. আদিবাসী বিদ্রোহের সময় আদিবাসী কৃষকদের শোষণ, রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি থেকে উচ্ছেদ ও মহাজনদের শোষণের কথা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হবে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্রের রূপরেখা (Table of Specification)

উপ-একক	প্রশ্নের ধরন	জ্ঞান মূলক	বোধ মূলক	প্রয়োগ মূলক	দক্ষতা মূলক	মোট নম্বর	আনুপাতিক হার
মহাবিদ্রোহের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ	অতি সংক্ষিপ্ত	1(1)				1	5%
	সংক্ষিপ্ত		2(2)			4	20%
	রচনাধর্মী			4(2)		8	40%
	মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ চার্ট/সময়রেখা তৈরি				7(1)	7	35%
মোট নম্বর		1	4	8	7	20	100%
আনুপাতিক হার		5%	20%	40%	35%	100%	

বি.দ্র./ বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নসংখ্যা ও বাইরে প্রতি প্রশ্নের প্রদত্ত নম্বর।

উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র

বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : দশম

সময় : 30 মিনিট
পূর্ণমান : 20

1. কবে মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়? (জ্ঞানমূলক 1)
2. কেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে যোগ দেন? (বোধমূলক 2)
3. কীভাবে অযোধ্যা রাজ্যটি গ্রাস করা হয়? (বোধমূলক 2)
4. মহাবিদ্রোহে সামাজিক ও ধর্মীয় অসন্তোষের সাদৃশ্য ও গুরুত্ব বিচার করো। (প্রয়োগমূলক4)
5. এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও মন্তব্য দাও। (প্রয়োগমূলক4)
6. ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান দেখাও। (দক্ষতা 7)

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ—নমুনা-7

বিষয়: ইতিহাস
শ্রেণি: দ্বাদশ

একক (Unit)	উপ একক (Sub-unit)	পিরিয়ড সংখ্যা (No of Periods)
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	1. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ	1
	2. প্রকৃতি	1
	3. ফলাফল	1
	মোট পিরিয়ড সংখ্যা	3

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of the Concept)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিপর্যয়কারী ঘটনাগুলির মধ্যে মানব বিধ্বংসকারী মর্মান্তিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল অন্যতম। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। 1871-1913 খ্রি. পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সময় ইউরোপের ইতিহাসে ছিল 'সশস্ত্র শান্তির যুগ', তাই একটি তাৎক্ষণিক কারণে নয়, নানা কারণ ও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এই যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঔপনিবেশিক বাজার দখল। অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন দেশের সমরসজ্জা, সংবাদপত্রের ভূমিকা, পরস্পর বিরোধী জোট, আন্তর্জাতিক সংকট, সেরাজোভো হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কারণ।

- **পূর্বার্জিত জ্ঞান (Previous Knowledge)**
  1. জার্মানির ঐক্য কবে সম্পন্ন হয় তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। (জ্ঞানমূলক)
  2. যুদ্ধ কী তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারে। (বোধমূলক)
  3. পূর্ববর্তী ইটালি ও জার্মানির ঐক্যের একাধিক কারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারে। (প্রয়োগমূলক)
  4. ইটালি ও জার্মানি কোন্ মহাদেশে অবস্থিত মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তা চিহ্নিত করতে পারে। (দক্ষতামূলক)

- **শিক্ষণ উদ্দেশ্য (Teaching Objectives)**

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

1. **জ্ঞানমূলক:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
2. **বোধমূলক:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে সংগঠিত হয় শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
3. **প্রয়োগমূলক:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একাধিক কারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

যুদ্ধ কীভাবে এড়ানো যায় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটবে। উগ্রজাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক বাজার দখল, পরস্পর বিরোধী জোট ইত্যাদি কীভাবে যুদ্ধকে প্রভাবিত করে তা শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

দক্ষতামূলক:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ বোঝাতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয় চার্ট, মানচিত্র, রাষ্ট্রনায়কদের ছবি ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির অবস্থান দেখাতে পারবে। শিক্ষার্থীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল নির্ণয় করতে পারবে।

- **শিক্ষণ কৌশল (Teaching Strategies)**

শিক্ষণ পদ্ধতি (Broad Method of Teaching)

1. **বক্তৃতাদান পদ্ধতি:** বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। শিক্ষার্থীদের Feed Back নেওয়া হবে।
2. **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি:** প্রশ্নকরণ ও উত্তর গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করা হবে।
3. **প্রতিপাদন পদ্ধতি:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ কোন্ দেশ অংশগ্রহণ করেছিল তা শিক্ষার্থীদের মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করানো হবে।
4. **গল্প বলা পদ্ধতি:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন যুদ্ধের গল্প বলা হবে।
5. **নাটকীয় পদ্ধতি:** নাটকীয় পদ্ধতির প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির ভূমিকা শিক্ষার্থীদের সামনে পরিবেশন করা হবে।

শিক্ষণ উপকরণ (Equipments):

1. চার্ট, মানচিত্র, রাষ্ট্রনায়কদের ছবি ব্যবহার করা হবে। উপকরণ হিসেবে প্রয়োজনে সহায়ক গ্রন্থ ব্যবহার করা হবে।
2. আজকের পাঠের নানা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তোলা হবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে।

সফট্ওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন কারণ আলোচনা করার সময় LCD projector/DVD/CD/Computer ব্যবহার করা হবে। এখানে বিশ্বমানচিত্র ব্যবহার করা হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ সংবলিত চার্ট ব্যবহার করা হবে।

চক ও কৃষ্ণফলকের ব্যবহার (Use of Chalk and Board)

শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ সংক্রান্ত সাল, তারিখ ও স্থানের নাম কৃষ্ণফলকে চকের সাহায্যে লিখে দেবেন। এ ছাড়াও প্রয়োজনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ, মূল বিষয়বস্তু কৃষ্ণফলকে লিখবেন।

অনুসন্ধানী প্রশ্ন (Probing Question)

1. কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল?
2. ইউরোপের দুটি পরস্পর বিরোধী সামরিক শিবির কীভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি নির্মাণ করেছিল?

কাজের পাতা (Work Sheet)

1. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ করে হয়েছিল?
2. ইউরোপের দুটি শক্তিজোটের নাম কী ছিল?
3. কোন্ জোটে কোন্ কোন্ রাষ্ট্র ছিল?
4. ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কীভাবে ত্বরান্বিত করেছিল?
5. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করো।

- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ (Examples to Illustrate Content of the Concept)**

ধারণা (Concept)	উদাহরণ (Examples)
1. 1914 খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল। মরোক্কো সংকট এবং বলকান জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ছিল অন্যতম কারণ।	1. ভারতীয়দের প্রবল জাতীয়তাবাদী স্পৃহা ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রধান কারণ।
2. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যা ছিল যুদ্ধের অনিবার্য কারণ।	2. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।
3. জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম যে আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল।	3. অ্যাডলফ হিটলারের প্রবল দাম্ভিকতা এবং বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী নীতি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

Criterion Referenced Test
অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

শ্রেণি: দ্বাদশ   বিষয়: ইতিহাস   প্রশ্নসংখ্যা: 6   পূর্ণমান: 20

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট নম্বর	শতকরা হার
অতি সংক্ষিপ্ত	(1,2)1				2	10%
সংক্ষিপ্ত		(3)2			2	10%
রচনাধর্মী			(4,5) 4,6		10	50%
মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ				(6)6	6	30%
মোট নম্বর	2	2	10	6	20	
শতকরা হার	10%	10%	50%	30%		100%

বি.দ্র.: বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান ও ভিতরে প্রশ্নের দাগ বা ক্রমিক সংখ্যা

অভীক্ষাপত্র (Test Items)

বিষয়: ইতিহাস   পূর্ণমান: 20
শ্রেণি: দ্বাদশ   সময়: 40 মিনিট
একক: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

1. কত তারিখে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে? (জ্ঞানমূলক) 1
2. ত্রিশক্তি চুক্তি কাদের নিয়ে গঠিত হয়? (জ্ঞানমূলক) 1
3. ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতটা দায়ী ছিল? (বোধমূলক) 2
4. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণের সঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণের সাদৃশ্য বর্ণনা করো। (প্রয়োগমূলক) 4
5. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বিশদভাবে আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক) 6
6. নিম্নলিখিত দেশগুলি পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত করো। (দক্ষতামূলক) 6
   ইংল্যান্ড ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, ইটালি।

2 শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ (Teaching Skills)

অণুশিক্ষণ (Micro-Teaching)

শিক্ষণ (Teaching) একটি দক্ষতামূলক কাজ। শিক্ষণ বা পাঠদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। আণবিক শিক্ষণ (Micro Teaching) বা অণুপাঠটীকা এই রকম একটি শিক্ষণ কৌশল। আণবিক শিক্ষণের জনক বলা হয় **কিথ অ্যাচিসন *(Keath Acheson)*** নামে একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদকে। তিনি ভিডিয়ো টেপরেকর্ডারকে শিক্ষণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং প্রস্তাব করেন যে, এই ধরনের যান্ত্রিক কৌশলের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিকভাবে (Objectively) শিক্ষণ দক্ষতার (Teaching-Skill) বিকাশ ঘটানো সম্ভব। অ্যাচিসনের এই প্রারম্ভিক প্রস্তাব পরবর্তীকালে নতুন শিক্ষণ কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শিক্ষণ কৌশলকে বলা হয় আণবিক শিক্ষণ বা অণুপাঠদান।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কালে শিক্ষককে নানাবিধ উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective based) আচার-আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। কখনও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উত্তর গ্রহণের জন্য প্রশ্নের অবতারণা করেন। কখনও উত্তর গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন, কখনও শিক্ষার্থীর মধ্যে জানার আগ্রহ বা প্রেষণা সৃষ্টি করেন, আবার কখনও শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহার করে বিষয়বস্তুর বিশদীকরণ করে থাকেন। এই সমস্ত আচরণ বা Component-গুলির সাফল্য নির্ভর করে দক্ষতা (Skill) বা পটুত্বের উপর।

Dr. Allen এবং ***K. Ryan*** 14 টি দক্ষতার কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(i) Stimulus variation
(ii) Set Induction
(iii) Closure

(iv) Silence and non-verbal cues
(v) Reinforcement of student participation
(vi) Fluency in asking questions
(vii) Probing questions
(viii) Higher-order questions
(ix) Divergent questions
(x) Recognising attending behaviour
(xi) Illustration and use of examples
(xii) Lecturing
(xiii) Planned repetition
(xiv) Completeness of communication.

Dr. Passi 13টি Skill বা পটুত্বের কথা বলেছেন, এগুলি হল—

(i) Writing instructional objectives
(ii) Introducing a lesson
(iii) Fluency in questions
(iv) Probing questions
(v) Explaining
(vi) Illustrating with examples
(vii) Stimulus variation
(viii) Silence and non-verbal cues
(ix) Reinforcement
(x) Increasing Pupil Participation
(xi) Using Blackboard
(xii) Achieving Closure
(xiii) Recognising Attending Behaviour.

উপরোক্ত বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের জন্য Trainee Teacher-দের অণুশিক্ষণের আয়োজন করতে হয়। 'Simulation'-এর আভিধানিক অর্থ হল 'imitation'। 'Simulated lesson is a micro-lesson which is taken up for teaching in a make-belief class-room situation.'

অণুশিক্ষণের সংজ্ঞা (Definition of Micro Teaching)

অণুশিক্ষণের সর্বজনগ্রাহ্য একক কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ একে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষাবিদ বুশ ***(Bush)*** বলেছেন, "অণুশিক্ষণ হল এমন এক ধরনের শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কৌশল, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির মধ্যে চর্চার সুযোগ পান।" শিক্ষাবিদ ***ডি ডবলু অ্যালেন (D W Allen)*** অণুপাঠটীকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সময় ও শ্রেণি আয়তনের দিক থেকে সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ হল আণবিক শিক্ষণ।" আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ অণুশিক্ষণের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—"শিক্ষণ-সংক্রান্ত একক দক্ষতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সরল পরিবেশে স্বল্প সময়ের চর্চার জন্য যে শিক্ষণ, তাই হল আণবিক শিক্ষণ।"

অণুশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Micro Teaching)

অণুশিক্ষণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হল—

1. ***স্বাভাবিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া:*** অণুশিক্ষণ কোনো যান্ত্রিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি স্বাভাবিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া।
2. ***শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণের উন্নতি:*** অণুশিক্ষণ শিক্ষকের আচরণের উন্নতি ঘটায় এবং শিক্ষকের শ্রেণি-শিক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
3. ***বিশ্লেষণাত্মক:*** অণুশিক্ষণ বিশ্লেষণাত্মক। এখানে শিক্ষণ পরিস্থিতির বিশ্লিষ্ট একটি অংশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
4. ***অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষণ:*** অণুশিক্ষণে শ্রেণিতে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয়।
5. ***স্বল্পস্থায়ী শিক্ষণ:*** অণুশিক্ষণে সাধারণ শিক্ষণের মতো দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় না। সাধারণত একটি দক্ষতা চর্চা করার জন্য পাঁচ থেকে দশ মিনিট ব্যয় করা হয়।
6. ***তাৎক্ষণিক সংস্কারমূলক শিক্ষণ:*** অণুশিক্ষণে তাৎক্ষণিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই শিক্ষণে Feedback তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া অণুশিক্ষণ সংস্কারমূলক এবং এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া ছয়টি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই পর্যায়গুলি হল—

(ক) পর্যবেক্ষণ, (খ) বিশ্লেষণ, (গ) প্রস্তুতি, (ঘ) অনুশীলন, (ঙ) মূল্যায়ন ও (চ) সঞ্চালন।

ব্যাপ্তশিক্ষণ ও অণুশিক্ষণের তুলনা
(Difference between Macro and Micro Teaching)

সাধারণ শিক্ষণ (Teaching) বা ব্যাপ্তশিক্ষণের সঙ্গে অণুশিক্ষণের পার্থক্যগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

সাধারণ শিক্ষণ/ব্যাপ্তশিক্ষণ (Macro Teaching)	অণুশিক্ষণ (Micro Teaching)
1. সাধারণ শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করা।	1. অণুশিক্ষণ একান্তভাবে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয় তার পারদর্শিতা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য।
2. সাধারণ শিক্ষণ সংশ্লেষণধর্মী।	2. অণুশিক্ষণ বিশ্লেষণধর্মী।
3. শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি।	3. শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম।
4. শ্রেণিতে অধ্যয়নরতরাই শিক্ষার্থী।	4. শিক্ষার্থীরাই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী।
5. শ্রেণি পরিস্থিতি বাস্তব ও স্বাভাবিক।	5. শ্রেণি পরিস্থিতি কিছু কিছু সময় কৃত্রিম হয়।
6. সময়কাল সাধারণত 40-45 মিনিট।	6. সময়কাল 5-6 মিনিট।
7. ফিডব্যাক পেতে সময় লাগে।	7. সঙ্গে সঙ্গে ফিডব্যাক পাওয়া যায়।
8. ব্যাপ্তপাঠদান করলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক তার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারেন।	8. অণুশিক্ষণে শিক্ষার্থী-শিক্ষক তার ত্রুটি সম্পর্কে তার সহপাঠীদের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেন।
9. ব্যাপ্তপাঠদান পরিকল্পনা—উপস্থাপন —প্রয়োগ—মূল্যায়ন এই চারটি স্তরে সীমাবদ্ধ।	9. অণুপাঠটীকা—পর্যবেক্ষণ—বিশ্লেষণ —প্রকৃতি—অনুশীলন—মূল্যায়ন—কৌশল এই ছয়টি স্তরে ক্রমপর্যায়ে আবর্তিত হয়।

অণুশিক্ষণ চক্র (Micro Teaching Cycle)

অণুশিক্ষণ হল দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম। শিক্ষার্থী-শিক্ষক এই শিক্ষণ দক্ষতার দ্বারা পাঠদান করার সর্বোচ্চ কৌশল আয়ত্ত করে। অণুশিক্ষণের দক্ষতাগুলি অর্জন করতে হলে বিভিন্ন ধাপের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। এই ধাপগুলি স্তর অনুযায়ী ভাগ করে আলোচনা করলে দুটি স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা—প্রস্তুতি স্তর (Orientation Phase) ও অনুশীলন স্তর (Practice Phase)।

(i) *প্রস্তুতি স্তর (Orientation Phase)*: প্রস্তুতি স্তরে বিদ্যার্থী শিক্ষক যা শিখবে তা হল—অণুশিক্ষণ কৌশল, শিক্ষণ-দক্ষতা, ফিডব্যাক প্রক্রিয়া, পাঠ পর্যবেক্ষণ, পাঠটীকা প্রস্তুতি এবং অণুশিক্ষার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ। এই পর্যায়টি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক তার কী করা উচিত বা কীভাবে অণুশিক্ষণ আয়ত্ত করবে তা রপ্ত করতে বা বুঝতে পারবে না।

(ii) *অনুশীলন স্তর (Practice Phase)*: অণুশিক্ষণ-এর প্রধান স্তর হল অনুশীলন। শিক্ষার্থী-শিক্ষক যত অনুশীলন করবে তত সে বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারবে। ছয়টি স্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুশীলন স্তরটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অণুশিক্ষণ চক্র
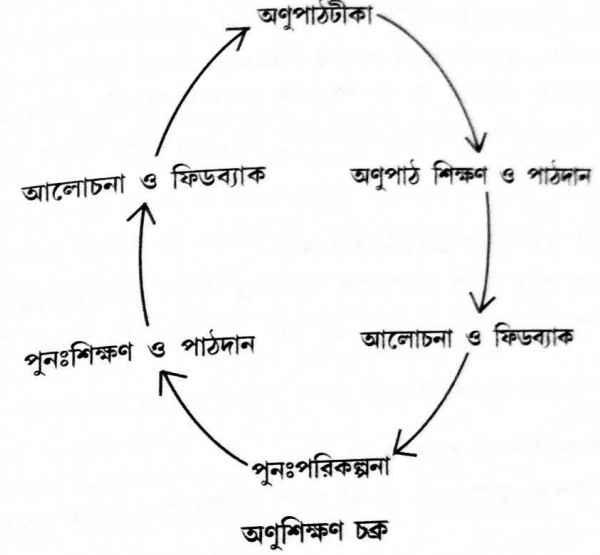
- **প্রথম স্তর:** প্রথম স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অণুপাঠটীকা পরিকল্পনা করবে যে দক্ষতা (Skill)টি সে উন্নত করতে চায় তার ভিত্তিতে।
- **দ্বিতীয় স্তর:** এরপর ওই শিক্ষার্থী-শিক্ষক পাঠটীকা অনুযায়ী পূর্বনির্ধারিত স্বল্প শিক্ষার্থীদের সামনে দক্ষতাটি পরিবেশন করবে। এই পর্যায়টি ভিডিয়ো টেপ বা অডিয়ো টেপ দ্বারা সংরক্ষণ করতে পারলে ভালো হয়।
- **তৃতীয় স্তর:** তৃতীয় স্তর হল আলোচনা ও ফিডব্যাক স্তর। এই স্তরে পরিবেশিত দক্ষতাটি শিক্ষার্থী-শিক্ষক সঠিকভাবে করতে পারছে কিনা, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সঠিক করলে প্রশংসা, ভুল করলে কীভাবে এ ভুল দূর করতে পারবে তার পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সুপারভাইজার বা উপস্থিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **চতুর্থ স্তর:** তৃতীয় স্তরের আলোচনা ও ফিডব্যাকের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকতার পরিকল্পনা পুনর্নবীকরণ করবে।
- **পঞ্চম স্তর:** এই স্তরে পুনরায় শিক্ষার্থী-শিক্ষক সংশোধিত পাঠটীকাটি স্বল্প সদস্যসহ আর-একটি শিক্ষার্থী দলের উপর শিক্ষণ দেবে।

• **ষষ্ঠ স্তর:** ষষ্ঠ স্তরে পুনরায় পাঠদানের আলোচনা ও ফিডব্যাক গ্রহণ করা হবে।

এইভাবে, 'শিক্ষণ পুনঃশিক্ষণ' চক্রের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকবে যতক্ষণ না শিক্ষার্থী-শিক্ষক তার প্রত্যাশিত মান অর্জন করবে।

অণুশিক্ষণ পাঠ-পরিকল্পনার পর্যায় বা ধাপ (Steps in Micro-teaching Lesson Plan)

অণুশিক্ষণ পাঠটীকার সোপান বা ধাপসমূহকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। এগুলি হল—(i) প্রাক্-সক্রিয় স্তর, (ii) অন্তর সক্রিয় স্তর, (iii) উত্তর সক্রিয় স্তর।

1. প্রাক্-সক্রিয় স্তর (Pre-active Phase):

অণুশিক্ষণ প্রক্রিয়া শুরুর আগে শ্রেণিকক্ষে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাছে অণুশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এই স্তরে যেগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়, তা হল—

• **প্রথম ধাপ:**

(a) অণুশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দান।

(b) অণুশিক্ষণ ব্যবহারের জন্য কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে ধারণা দান।

(c) অণুশিক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা।

(d) অণুশিক্ষণের কৌশল প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা দান।

(e) অণুশিক্ষণের গুণাগুণ আলোচনা করা।

(f) শিক্ষার্থী-শিক্ষকের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে যথাযথ উত্তর দেওয়া।

• **দ্বিতীয় ধাপ:** দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কাছে শিক্ষণ দক্ষতাগুলির ধারণা ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে তার জ্ঞান ও উপলব্ধি সুগম হয়।

• **তৃতীয় ধাপ:** কোনো বিশেষ দক্ষতা (skill) নির্বাচন করতে হবে তৃতীয় ধাপে। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো সময়ে একটি বিশেষ দক্ষতা নিয়ে অণুশিক্ষণ চলে।

• **চতুর্থ ধাপ:** চতুর্থ ধাপে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের কাছে মডেল পাঠ উপস্থাপন করা হয় পূর্ব নির্ধারিত দক্ষতা অনুযায়ী। এর উদ্দেশ্য হল ওই বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আচরণগুলির প্রদর্শন, যাতে শিক্ষার্থীরা দেখে শেখে বা অনুকরণ করতে পারে।

মডেল পাঠ নানাভাবে করা যেতে পারে—

(a) হ্যান্ডবুক, সহায়িকা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা।

(b) ভিডিয়ো টেপ এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা।

(c) অডিয়ো টেপ শুনিয়ে ব্যাখ্যা করা এবং

(d) সজীব মডেল প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে, যেমন কোনো বিশেষজ্ঞ শিক্ষক প্রদর্শনী পাঠ (Demonstration Lesson) করে।

• **পঞ্চম ধাপ:** পঞ্চম ধাপে মডেল পাঠ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই ধাপে যা পড়ানো হয়, দেখা শোনা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয় সেইগুলি শিক্ষার্থীরা বিচার বিশ্লেষণ করে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের একটি মডেল পাঠের নকশা দেওয়া হয়।

2. অন্তর সক্রিয় স্তর (Interactive Phase)

• **ষষ্ঠ ধাপ:** ষষ্ঠ ধাপে শিক্ষার্থীরা একটি মডেল অণুপাঠটীকা প্রস্তুত করবে। অণুপাঠটীকাটি ঠিক হল কিনা তা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এই পাঠটীকাটি দেখে সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করে আদর্শ অণুপাঠটীকা তৈরিতে সাহায্য করবেন।

• **সপ্তম ধাপ:** এই স্তরে শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ-দক্ষতা অনুশীলনের উপযুক্ত সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য উপযুক্ত শর্তপূরণ করতে হবে।

NCERT অণুশিক্ষণ মডেল বিকাশ করার জন্য কতকগুলি আয়োজন করার কথা সুপারিশ করেছে। এগুলি হল—

(a) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 5 জন থেকে 10 জন হবে।

(b) শ্রেণিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরাই শিক্ষার্থী হবে, তবে সমবয়সি শিক্ষার্থীরা নিজেরা বন্ধু-দল বেছে নিতে পারবে।

(c) সময়কাল 6 মিনিট হবে।

(d) সুপারভাইজ করবে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং সমবয়সি বন্ধুর দল।

• **অষ্টম ধাপ:** অষ্টম ধাপে শিক্ষার্থীরা 6 মিনিট ধরে প্রস্তুত করা পাঠটীকা অনুযায়ী 5-10 জন বাস্তব ছাত্র বা সমবয়সি দলকে (শিক্ষার্থী-শিক্ষক দল) শিক্ষণ (Teaching) দেয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও সমবয়সি বন্ধুর দল এই শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে। রেকর্ডভুক্ত হয়। যা রেকর্ড করা হয় তা হল—সময়মতো পাঠদান হল কিনা, আচরণাঙ্গার ঠিক ব্যবহার হল কিনা, উপকরণ ব্যবহার হল কিনা ইত্যাদি।

• **নবম ধাপ:** নবম ধাপে শিক্ষার্থী-শিক্ষক যে শিক্ষণ প্রদর্শন করে তার আলোচনা, বিশ্লেষণ করা, তৎক্ষণাৎ ফিডব্যাক দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক তা শুনে নোট নেয়।

• **দশম ধাপ:** প্রাপ্ত ফিডব্যাকের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক তার পরিকল্পনা পরিমার্জন বা পুনর্নবীকরণ করে নেয়।

• **একাদশ ধাপ:** শিক্ষার্থী-শিক্ষক পুনরায় অণুশিক্ষণ প্রদর্শন করে পরিমার্জিত পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই সময় শিক্ষার্থী-শিক্ষক পুনরায় নতুন সেটিং করে নিতে পারেন।

• **দ্বাদশ ধাপ:** পুনরায় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বা সমবয়সি বন্ধুর দল শিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ফিডব্যাক দেবে।

এইভাবে অণুশিক্ষণ পর্যায় পরিচালিত হতে থাকে।
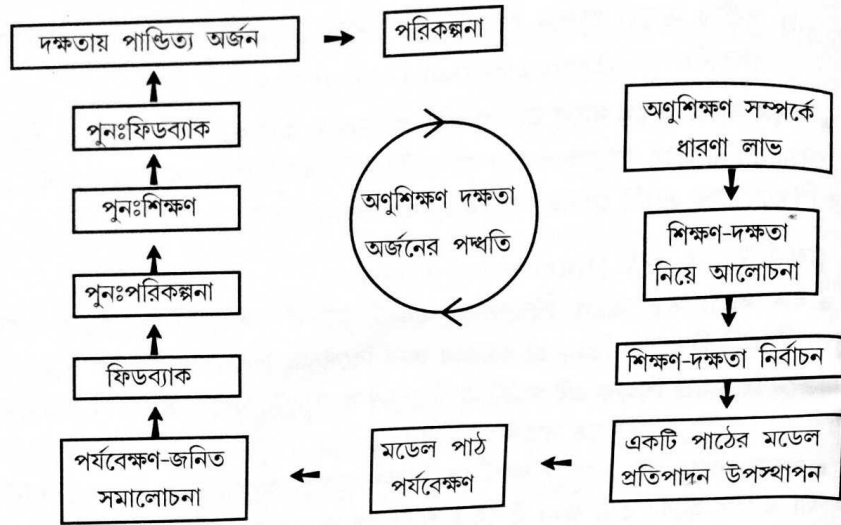
অণুশিক্ষণ দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি

3. উত্তর-সক্রিয় স্তর (Post-active Phase)

অণুশিক্ষণের উত্তর-সক্রিয় স্তরকে সঞ্চালন স্তর বলা হয়। এই স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক দক্ষতায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পর দক্ষতাকে উচ্চ শ্রেণিকক্ষে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারে। যে শিক্ষণ পরিস্থিতিতে যে ধরনের দক্ষতা নির্বাচন, ব্যবহার করা প্রয়োজন শিক্ষার্থী-শিক্ষক তা করতে পারে। এই শিক্ষণ-দক্ষতা নির্বাচনের সময় প্রাধান্য দেওয়া হয় শিক্ষণমূলক উদ্দেশ্যগুলিকে। শিক্ষণদক্ষতা শিক্ষার্থী-শিক্ষককে অণুশিক্ষণ পরিস্থিতি থেকে বাস্তব শিক্ষণ পরিস্থিতিতে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

অণুশিক্ষণে সুপারভাইজারের ভূমিকা (Role of the Supervisor in Micro Teaching)

অণুশিক্ষণে সুপারভাইজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত, সুপারভাইজারের নেতৃত্বেই অণুশিক্ষণ পরিচালিত হয় শ্রেণিকক্ষে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকই হল সুপারভাইজার। তিনি শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সঙ্গে অবিরাম আলোচনা করেন যাতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা শেখা দক্ষতাকে বাস্তব পরিস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারে। প্রথমে সুপারভাইজার কোনো নির্দিষ্ট দক্ষতা নিয়ে পাঠটীকা তৈরি করে শিক্ষণ (Teaching) দেন। তিনি নিজের পাঠদান প্রদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের তা প্রদর্শন করতে বলেন। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরূপ পাঠটীকা তৈরি এবং পাঠদান প্রদর্শন করতে বলেন। এই সময় তিনি অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে অর্পিত কাজ করার জন্য

নির্দেশ দেন। এক-একজন শিক্ষার্থী-শিক্ষক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর অন্য শিক্ষার্থীদের বা শিক্ষার্থীদলের সঙ্গে আলোচনা করেন নির্ধারিত পাঠপ্রদর্শন নিয়ে। এরপর সুপারভাইজার তাঁর মূল্যায়নের তালিকা পেশ করেন এবং শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক সরবরাহ করেন। এই প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। সাধারণত নির্ধারিত দক্ষতা শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত সুপারভাইজারকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়।
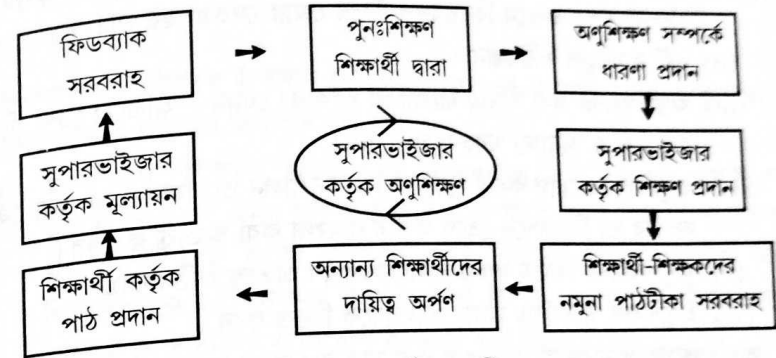
সুপারভাইজার কর্তৃক অণুশিক্ষণ চক্র

অণুশিক্ষণের সুবিধা (Merits of Micro Teaching)

অণুশিক্ষণের অনেক সুবিধা বা গুণাবলি আছে—

(i) অণুশিক্ষণ শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিক্ষণ-কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

(ii) অণুশিক্ষণ ব্যাপ্তশিক্ষণের অংশ। ব্যাপ্তশিক্ষণ সঠিক করতে হলে অণুশিক্ষণ রপ্ত করতে হবে।

(iii) শিক্ষণের জটিল টাস্ককে বিশেষ ক্লাসরুম আচরণের ছোটো ছোটো অনেকগুলি সরল দক্ষতার সমাহার হিসেবে দেখা হয়। শিক্ষণ পদ্ধতির অর্থ ও ধারণা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

(iv) বিশেষ পর্যবেক্ষণ তালিকা অনুসারে অণুশিক্ষণ প্রণালীবদ্ধভাবে ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(v) অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণ-দক্ষতা অর্জিত হয়। অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বার বার অনুশীলন করে সঠিকভাবে শিক্ষণ-দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। শিক্ষণের পরীক্ষাগারের মূল প্রতিপাদ্য হল অণুশিক্ষণ।

(vi) অণুশিক্ষণ কোনো বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে সহায়তা করে।

(vii) অণুশিক্ষণে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক দেওয়া যায়।

(viii) শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর নজর দেওয়া এবং তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া যায় অণুশিক্ষণের দ্বারা।

(ix) অণুশিক্ষণের ফোকাস হল শিক্ষক আচরণের সংশোধন, পরিমার্জন এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াতে মিথস্ক্রিয়ার উন্নতি করা।

অণুশিক্ষণের ত্রুটি (Demerits of Micro Teaching):

অণুশিক্ষণের কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি আছে—

(i) অণুশিক্ষণ দক্ষতাভিত্তিক অর্থাৎ শিক্ষকের নির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে বিষয়বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয় না।

(ii) এটি ব্যয়বহুল পরিকল্পনা।

(iii) অণুশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দরকার। যেমন—অডিয়ো টেপ, ভিডিয়ো ক্যামেরা ও অন্যান্য খরচবহুল মাধ্যম।

(iv) অণুশিক্ষণ প্রয়োগ করার পূর্বে পর্যাপ্ত অনুশীলন প্রয়োজন। এর জন্য যে সময় দরকার তা বিদ্যালয়ে শ্রেণি-ঘণ্টায় ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কষ্টকর।

(v) অণুশিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতার সংহতিকরণ অত্যন্ত কঠিন কাজ।

(vi) অণুশিক্ষণ স্বাভাবিক সময় তালিকাকে বিব্রত করে।

অণুশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। তবুও বর্তমানে অণুশিক্ষণ ব্যবস্থা সারা পৃথিবীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বা করছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে অণুশিক্ষণ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

অণুশিক্ষণের উদ্দেশ্য (Objectives of Micro Teaching)

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যাতে বিশেষ কোনো দক্ষতা অতি সহজে ও অল্প সময়ে রপ্ত করতে পারেন সেই কারণে এই ধরনের পাঠের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক নিজের মধ্যে যাতে শিক্ষাদানের উপযোগী বিভিন্ন পটুত্ব বিকাশ ঘটাতে পারেন সেদিকে গুরুত্বদান করাই অনুকৃতি পাঠের উদ্দেশ্য।

বর্তমানে নিম্নলিখিত 5 ধরনের পটুত্ব অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

1. পাঠ উপস্থাপনার পটুত্ব বা দক্ষতা (Skill of introducing a lesson)।
2. ব্যাখ্যাকরণের পটুত্ব (Skill of explaining)।
3. প্রশ্নকরণের পটুত্ব (Skill of questioning)।
4. ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারের পটুত্ব (Skill of using blackboard)।
5. পাঠ সমাপ্তিকরণের পটুত্ব (Skill of closure)।

1. পাঠ উপস্থাপনার পটুত্ব (Skill of Introducing a Lesson):

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য শুরু করার আগে শিক্ষককে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পাঠ উপস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের

পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার স্তর বৃদ্ধি ও অনুধাবনের মাধ্যমে পাঠ অবতারণা কার্যের সূচনা করতে হয়। তাই একজন শিক্ষককে নিজের পাঠ উপস্থাপনের দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। শিক্ষককে এক্ষেত্রে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া যাতে 'জানা থেকে অজানা' (From known to unknown) বিষয়ে অগ্রসর হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এইভাবে পাঠ উপস্থাপন করলে পাঠদান কার্য ফলপ্রসূ ও কার্যকারী হয়।

পাঠ উপস্থাপনার পটুত্বের উপাদান (Components of Introducing a lesson):

পাঠ উপস্থাপনার পটুত্বের উপাদানগুলি হল—

(i) ***মনোযোগ আকর্ষণ (Securing Attention):*** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনাকালে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী পাঠের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের মডেল দেখিয়ে কিংবা শিক্ষাসহায়ক প্রদীপনসমূহ ব্যবহার করে কিংবা প্রেষণা উদ্রেককারী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

(ii) ***প্রেষণার স্তর অনুধাবন (Assessing Motivational Level):*** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ (eager to known) প্রবল হলে প্রেষণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত হয়। প্রেষণার স্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে পাঠ উপস্থাপনের কথা ঘোষণা করতে হয়।

(iii) ***পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন (Linking with Previous Learning):*** শিক্ষাদান কার্য শুরু করার আগে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করতে হয়। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান পাঠের সংযোগ (Link) প্রতিষ্ঠা করে পাঠ ঘোষণা করতে হয়।

(iv) ***প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ (Specifying the Points to be taken for Teaching):*** শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ, তাদের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি ও আগ্রহের চূড়ান্ত স্তর অনুধাবন এবং পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্যবিষয়ের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে হয়।

(v) ***পাঠসহায়ক উপকরণের ব্যবহার:*** পাঠ্য বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মডেল, চার্ট, রঙিন চক ও চিত্র, মানচিত্র ব্যবহার করতে হয়।

দক্ষতার নাম : পাঠ অবতারণা

তারিখ :

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
একক : নীল বিদ্রোহ **উপএকক :** 1. নীল বিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি 2. বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিদ্রোহে ভূমিকা 3. নীল-বিদ্রোহের ফলাফল **আজকের পাঠ :** সমগ্র একক	**1. *নীল চাষের সূচনা :*** ভারতে নীল চাষ অতি প্রাচীন। ইংরেজ বণিক কার্ল ব্ল্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন। **2. *নীলচাষের পদ্ধতি :*** নীলকর সাহেবরা যখন নিজের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হত এলাকা চাষ। আর চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীল চাষ করাকে বলা হত বে-এলাকা চাষ। **3. *নীলকরদের অত্যাচার :*** নীলচাষে বাধ্য করা বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য কুঠিয়াল সাহেবরা দরিদ্র চাষির উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। **4. *নীলচাষিদের সমর্থনে শিক্ষিত সমাজ :*** 1860 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়	মনোযোগ আকর্ষণ ও প্রেষণার স্তর অনুধাবন	শিক্ষিকা মহাশয়া শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জানতে চাইবেন— ● 200 বছর ধরে ভারতবর্ষে কারা শাসন করেছিল তা শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। ● ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন কালে যে কৃষকবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে। ● কয়েকটি আদিবাসী বা কৃষক বিদ্রোহের নাম শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। ● ভারতবর্ষে নীলচাষকে কেন্দ্র করে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল শিক্ষার্থীদের সেই বিদ্রোহের নাম বলতে বলা হবে। ● শিক্ষার্থীদের দীনবন্ধু মিত্রের ছবি দেখিয়ে জানতে চাওয়া হবে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে নীল-বিদ্রোহের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
	5. *কারণ ও ফলাফল:* বিভিন্ন কারণে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। 1868 খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা নীলচাষ রদ করা হয়।	পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন	● নীলবিদ্রোহের পূর্বে ভারতে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তার নাম শিক্ষার্থীদের বলতে বলা হবে। ● সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কাল শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। ● সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণগুলি কী ছিল তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলা হবে। ● সাঁওতাল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম জানতে চাওয়া হবে।
		মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ	আজকে আমরা 'নীল বিদ্রোহ'—এর যে মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে জানব তা হল— (ক) নীলবিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি। (খ) এই বিদ্রোহে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকা। (গ) নীলবিদ্রোহের ফলাফল।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
মনোযোগ আকর্ষণ	✓						
প্রেষণার স্তর অনুধাবন		✓					
পূর্বজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন			✓				
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ		✓					
উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবহার		✓					

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

স্বাক্ষর :

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
মনোযোগ আকর্ষণ	✓						
প্রেষণার স্তর অনুধাবন		✓					
পূর্বজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন	✓						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ		✓					
উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবহার		✓					

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

স্বাক্ষর :

2. ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব (Skill of Explaining)

শিক্ষার্থীর সামনে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার দক্ষতা হল ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব। ব্যাখ্যাকরণ পাঠদানের মূল কাজ। ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীর পরিণমনের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্য বিষয় সহজসরলভাবে উপস্থাপন করবেন। ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়।

(i) ব্যাখ্যাকরণ সুন্দর হলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর মর্মার্থ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।
(ii) ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব ভালোমতো অনুসরণ করা হলে ভাষাজ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করে।
(iii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তির উন্মেষ ঘটে।
(iv) পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত তত্ত্বাদির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে সমর্থ হন।
(v) পঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয় ও পাঠে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ব্যাখ্যাকরণ পটুত্বের উপাদানসমূহ (Components of skill of explaining)

(i) *উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা (Objective of each unit Specified)*: ব্যাখ্যাকরণের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিটি উপএককের উদ্দেশ্য নিজে নিজে স্থির করবেন। তারপর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই উদ্দেশ্য অনুসারী আচরণগত পরিবর্তন (behavioural changes) সাধনের জন্য পাঠ-ব্যাখ্যায় অগ্রসর হবেন। জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে সচেতন হতে হবে। পাঠদান কালে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যাকরণের ফলে পাঠদান সফল ও কার্যকারী হবে।

(ii) *ভাষার স্পষ্টতা (Components of skill of explaining)*: ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে ভাষার যথাযথ স্পষ্টতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রেখে ব্যাখ্যাদান কার্য অনুসরণ করতে হয়। সুন্দর সহজসরল ভাষা চয়ন করে উচ্চারণের স্পষ্টতা অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে ব্যাখ্যাদান কার্য ফলপ্রসূ হয়।

(iii) *আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা (Continuity and relevance of discussion)*: ইতিহাস শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি যত্নশীল হতে হয়। এই পটুত্ব অর্জন না করলে ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যাখ্যাকরণের সময় যাতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এককের প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়।

(iv) ***উদাহরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান (Using of examples and illustrations):*** পাঠদান কার্য চলাকালে অর্থাৎ ব্যাখ্যার সময় উপযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশদীকরণ করতে পারলে পাঠকে যেমন আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তেমনি কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তাই ব্যাখ্যাকরণ পটুত্বের ক্ষেত্রে উদাহরণ সহযোগে বিশদীকরণ অত্যন্ত জরুরি।

(v) ***উদ্দীপকের বৈচিত্র্য (Stimulus variation):*** ব্যাখ্যাকরণের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন উদ্দীপকের বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, হাঁটাচলা এবং উদ্দেশ্যাভিমুখী সমস্ত কাজই এইসব উদ্দীপকের আওতায় আসে। তাই এই সমস্ত উদ্দীপক পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হন। উদ্দীপকের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ বলে পাঠগ্রহণের একঘেয়েমি দূরীভূত হয়।

দক্ষতার নাম : ব্যাখ্যাকরণ

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

তারিখ :

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
একক : নীল বিদ্রোহ **উপএকক :** 1. নীল বিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি 2. বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিদ্রোহে ভূমিকা 3. নীল-বিদ্রোহের ফলাফল **আজকের পাঠ :** সমগ্র একক	**1. *নীল চাষের সূচনা :*** ভারতে নীল চাষ অতি প্রাচীন। ইংরেজ বণিক কার্ল ব্ল্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন। **2. *নীলচাষের পদ্ধতি :*** নীলকর সাহেবরা যখন নিজের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হত এলাকা চাষ। আর চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীল চাষ করাকে বলা হত বে-এলাকা চাষ। **3. *নীলকরদের অত্যাচার :*** নীলচাষে বাধ্য করা বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য কুঠিয়াল সাহেবরা দরিদ্র চাষির উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। **4. *নীলচাষিদের সমর্থনে শিক্ষিত সমাজ :*** 1860 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। **5. *কারণ ও ফলাফল :*** বিভিন্ন কারণে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। 1868 খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা নীলচাষ রদ করা হয়।	উদ্দেশ্য সমূহের নির্দিষ্টকরণ	**1. নীল বিদ্রোহের কারণ :** 1859 খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কৃষ্ণনগরের কাছে চৌগাছা গ্রামে বিদ্রোহ শুরু হয়। নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজ ধর্মযাজক রেভারেন্ড জেমস লঙ্-এর মতে— (i) জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, (ii) শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি, (iii) সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি সঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং (iv) কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহানুভূতিই ছিল নীল বিদ্রোহের কারণ। **2. ফলাফল :** সংগঠন ও শক্তির সাহায্যে বাংলার বুক থেকে এক নৃশংস দস্যুবৃত্তির অবসান ঘটে। নীলকরদের পতনের ফলে নিম্নবঙ্গের কর্তৃত্ব সুদখোর মহাজনদের হাতে চলে যায়।

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
			3. প্রকৃতি ও গুরুত্ব : গ্রাম বাংলায় নীলকরদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙালি জমিদারদের স্বার্থে আঘাত লাগে এবং তাদের নির্দেশেই কৃষকরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই বিপ্লবের গুরুত্ব কোনোদিক থেকে নিকৃষ্ট বলা চলে না।
		ভাষার স্বচ্ছতা ও আলোচনার ধারাবাহিকতা	উপএককগুলি পাঠদানের সময় ভাষার সরলতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে পাঠদান করা হবে এবং আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে— ● 1859-60 খ্রিস্টাব্দে নীলবিদ্রোহ হয়েছিল। ● বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। ● বাংলার সর্বত্র এই বিদ্রোহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। ● মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল।
		উদাহরণ	আজকের পাঠদানকালে শিক্ষক মহাশয় নীল বিদ্রোহের সম্বন্ধে যে উদাহরণগুলি দেবেন তা হল—

নীল বিদ্রোহ	সাঁওতাল বিদ্রোহ
1. উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সংগঠিত।	1. উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সংগঠিত।
2. এটি কৃষক বিদ্রোহ	2. এটিও কৃষক বিদ্রোহ
3. বিদ্রোহের কারণ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার	3. বিদ্রোহের কারণ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
পাঠের উদ্দেশ্য	✓						
ভাষার ব্যবহার		✓					
আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা	✓						
উদাহরণ প্রদান	✓						
উদ্দীপকের বৈচিত্র্য	✓						

স্বাক্ষর:

মন্তব্য :

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
পাঠের উদ্দেশ্য	✓						
ভাষার ব্যবহার	✓						
আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা		✓					
উদাহরণ প্রদান	✓						
উদ্দীপকের বৈচিত্র্য		✓					

স্বাক্ষর :

মন্তব্য :

3. প্রশ্নকরণের পটুত্ব (Skill of questioning):

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যকে সার্থক সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে শিক্ষককে নানাধরনের কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। প্রশ্নকরণ এই রকম পদক্ষেপের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-learning process) সার্থক হয়ে ওঠে। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলা যায়। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচারক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ-সরল। শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী এবং একক উপএককের ধারাবাহিকতা লক্ষ করে প্রশ্নের অবতারণা করা উচিত। প্রশ্নকরণ পটুত্বের উপাদানসমূহ (Components of skill of questioning)। প্রশ্নকরণের পটুত্ব অর্জন করতে হলে শিক্ষক / শিক্ষিকাকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সাহায্য নিতে হয়।

(i) ***ভাষায় স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা (Clarity and Precision of language):*** শিক্ষার্থীরা যাতে প্রশ্নগুলি বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ-সরল। প্রশ্নের লক্ষ্যের স্পষ্টতা থাকবে। উপযুক্ত স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা বজায় রেখে প্রশ্ন করলে পাঠদানের যথাযথ উদ্দেশ্য বজায় থাকে। জটিলতা বর্জন করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(ii) ***শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপন (Link with specific objective):*** শিখনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নকরণ সবসময় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে অর্থাৎ প্রশ্নের ভাষার পরিবর্তন করতে হয়। প্রক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন সর্বদা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

(iii) ***পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ (Refocussing and Redirecting):*** কোনো প্রশ্নের পর কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পেলে প্রশ্নের ভাষা সহজ-সরল করে, অন্যভাবে পরিবর্তিত প্রশ্ন উপস্থাপিত করতে হয়। অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো বিশেষ প্রশ্ন করার সময় নমনীয়তা অনুসরণ করতে হয়। আবার পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার প্রশ্নকরণের সময় কোনো পরিচিত প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে হয়। প্রশ্নকরণের সময় পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে মনোযোগী হয়।

(iv) ***শিক্ষার্থীদের উত্তরসূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন (Using students' responses for further questioning):*** শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তরদান কালে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিকভাবে তার জ্ঞান বা বোধের বিকাশ হয়েছে কিনা তা জানার জন্য পূর্ববর্তী প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি এক্ষেত্রে প্রয়োজন। উত্তরের প্রকৃতি অনুসারে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা করে পাঠের অগ্রগতি ঘটাতে হবে। উত্তরসূত্র অনুযায়ী পরবর্তী প্রশ্ন সর্বদা পূর্ববর্তী প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(v) ***শিক্ষার্থীদের উত্তরদানে সহায়ক সূত্র (Prompting):*** শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর গ্রহণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অধিক সক্রিয় হতে হয়। কিছু সূত্র (Clue) প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষককে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস বাড়ে। উত্তরদানের ভীতি নষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা ... প্রেরণা পায়।

দক্ষতার নাম : প্রশ্নকরণ

তারিখ :

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
একক : নীল বিদ্রোহ **উপএকক :** 1. নীল বিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি 2. বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিদ্রোহে ভূমিকা 3. নীল-বিদ্রোহের ফলাফল **আজকের পাঠ :** সমগ্র একক	**1. *নীল চাষের সূচনা :*** ভারতে নীল চাষ অতি প্রাচীন। ইংরেজ বণিক কার্ল ব্র্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন। **2. *নীলচাষের পদ্ধতি:*** নীলকর সাহেবরা যখন নিজের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হত এলাকা চাষ। আর চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীল চাষ করাকে বলা হত বে-এলাকা চাষ। **3. *নীলকরদের অত্যাচার :*** নীলচাষে বাধ্য করা বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য কুঠিয়াল সাহেবরা দরিদ্র চাষির উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। **4. *নীলচাষিদের সমর্থনে শিক্ষিত সমাজ :*** 1860 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।	শিখনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের সপক্ষে পরবর্তী প্রশ্ন	আজকের পাঠের প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবে— 1. বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস কে ছিলেন? (জ্ঞান) 2. নীল বিদ্রোহের মূল কারণ কী ছিল তা ব্যাখ্যা করো। (বোধ) 3. নীল বিদ্রোহের ফলাফল বিশ্লেষণ করো। (বিশ্লেষণ) 4. কৃষক বিদ্রোহে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব কতটা তা নিজের ভাষায় লেখো। (সৃজন) 1. দীনবন্ধু মিত্র রচিত একটি নাটকের নাম বলো। উ: নীলদর্পণ। 2. নীলদর্পণ নাটকের প্রেক্ষাপট কী? উ: নীল বিদ্রোহ। 3. নীল বিদ্রোহ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল? উ: 1860 খ্রিস্টাব্দে। 4. 1860 খ্রিস্টাব্দের পর আর কী হয়েছিল? উ: সরকার বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করে। শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন এবং তাদের উত্তরদানের জন্য উৎসাহিত (বাঃ! খুব ভালো। একটু ভাবো, যা জানো বলো ইত্যাদি বলে) করবেন।

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
	5. *কারণ ও ফলাফল :* বিভিন্ন কারণে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। 1868 খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা নীলচাষ রদ করা হয়।	উৎসাহদান	শিক্ষিকা : নীল বিদ্রোহের দমন করার উদ্দেশ্যে নীলকর সাহেবরা কোন আইন প্রণয়ন করেন? দশম শ্রেণির পরবর্তী শ্রেণির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। শিক্ষার্থী-'একাদশ আইন'। শিক্ষিকা : বাঃ! খুব ভালো হয়েছে। (ইতিবাচক উৎসাহদান) শিক্ষিকা : অক্ষয়কুমার দত্ত কোন পত্রিকায় নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন? শিক্ষার্থী : দিদি, পারছি না। শিক্ষিকা : বলার চেষ্টা করো, একটু ভাবো, আরও ভালো ভাবে অনুশীলন করো। (নেতিবাচক উৎসাহদান)

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
ভাষার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা	✓						
শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।		✓					
পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ।	✓						
শিক্ষার্থীদের উত্তর সূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন	✓						
উত্তরদানের সহায়ক তথ্য।	✓						

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর:

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
ভাষার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা	✓						
শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।		✓					
পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ।	✓						
শিক্ষার্থীদের উত্তর সূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন	✓						
উত্তরদানের সহায়ক তথ্য।	✓						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

4. ব্ল্যাকবোর্ড (কৃষ্ণফলক) ব্যবহারের পটুত্ব (Skill of using Blackboard): শ্রেণিকক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড একটি সহজপ্রাপ্য অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষাসহায়ক প্রদীপন। পাঠদানের সময় শিক্ষককে পাঠের মূল বিষয়, উৎস ও পাঠের উল্লেখযোগ্য ধারণা কৃষ্ণফলকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বোর্ডে লিপিবদ্ধ করলে তা সমস্ত শিক্ষার্থীর দৃষ্টিগোচর হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে নানাধরনের চিত্র, Sketch, লেখচিত্র, মানচিত্র অঙ্কন করে পাঠ্যবিষয়ের বহু দুর্বোধ্য অংশ সহজবোধ্য করে তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষোপকরণে ব্যবহৃত তথ্যাদি যাতে ব্ল্যাকবোর্ডে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে শিক্ষক /শিক্ষিকাকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার পটুত্বের উপাদানসমূহ (Components of skill of using Blackboard):

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারে পাঁচটি উপাদান আছে। যথা—

(i) ***উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা:*** শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরবেন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন সেগুলির উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক বিকাশের অনুসারী কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করেই তবে কৃষ্ণফলকের কাজে অগ্রসর হতে হবে।

(ii) ***লেখার ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও বোধ্যতা:*** ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত তথ্য, চিত্র, চার্ট যেন সুন্দর ও নমনীয় হয়। হস্তাক্ষর যেন সুস্পষ্ট ও নির্ভুল বানান যুক্ত হয়।

(iii) ***পঙ্‌ক্তি, ফাঁক ও সময়:*** বোর্ডে লেখার সময় যেন দুটি শব্দ, লাইনের মধ্যে ফাঁক থাকে। একটি অনুচ্ছেদ থেকে অপর একটি অনুচ্ছেদ বা পঙ্‌ক্তি যেন আলাদা হয়।

(iv) ***উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার:*** ব্ল্যাকবোর্ডের কাজকে সহজ করে তোলার জন্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনে স্কেল, কম্পাস, রঙিন চক ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।

(v) ***শিক্ষার্থীদের উত্তর ব্যবহার:*** শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের চাহিদাকে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা লাভ করে।

দক্ষতার নাম : ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার

তারিখ :

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
একক : নীল বিদ্রোহ **উপএকক :** 1. নীল বিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি 2. বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিদ্রোহে ভূমিকা 3. নীল-বিদ্রোহের ফলাফল **আজকের পাঠ :** সমগ্র একক	***1. নীল চাষের সূচনা :*** ভারতে নীল চাষ অতি প্রাচীন। ইংরেজ বণিক কার্ল ব্ল্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন। ***2. নীলচাষের পদ্ধতি:*** নীলকর সাহেবরা যখন নিজের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হত এলাকা চাষ। আর চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীল চাষ করাকে বলা হত বে-এলাকা চাষ। ***3. নীলকরদের অত্যাচার:*** নীলচাষে বাধ্য করা বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য কুঠিয়াল সাহেবরা দরিদ্র চাষির উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত।	উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা	পাঠদানের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখে এবং শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষেত্র, অনুভূতি ক্ষেত্র ও সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রের বিকাশের দিক বিবেচনা করে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর গ্রহণের পর কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন। 1. তিন কাঠিয়া ব্যবস্থা কী? (জ্ঞান) উ: প্রতি তিন কাঠায় এক কাঠা জায়গায় বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ। 2. কেন নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? (বোধ) উ: নীলকর সাহেবদের শোষণ-নিপীড়নের ফলশ্রুতি স্বরূপ নীল বিদ্রোহ হয়। 3. নীল বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল উল্লেখ করো (প্রয়োগ) উ: 1868 খ্রিস্টাব্দের অষ্টম আইনের মাধ্যমে নীলচাষ রদ ঘোষণা। (দক্ষতা) 4. 'চৌগাছা' কোন্ জেলায় অবস্থিত মানচিত্রে দেখাও। (দক্ষতা) উ: নদিয়া জেলায়।
	4. নীলচাষিদের সমর্থনে শিক্ষিত সমাজ : 1860 খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।	হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ের সহজ-বোধ্যতা।	স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষর ও নির্ভুল বানান বজায় রেখে বোর্ডের কাজ এই উপাদানের অঙ্গ। পেছনের বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীরা যাতে দূর থেকে দেখতে পায় সে জন্য বড়ো বড়ো হরফে লিখতে হবে।

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
	5. কারণ ও ফলাফল : বিভিন্ন কারণে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। 1868 খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা নীলচাষ রদ করা হয়।	সরলরেখা, সময়, শব্দ	বোর্ডে লেখা প্রতিটি শব্দ, পঙক্তি ও অনুচ্ছেদ যেন সরলরেখা বরাবর হয়, প্রতিটি শব্দের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান থাকে। নীল বিদ্রোহের কার, বিস্তার, ফলাফল ও গুরুত্বের আলাদা আলাদা পয়েন্ট চিহ্নিত করা প্রয়োজন।
		উপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার।	শিক্ষক/শিক্ষিকা নীলবিদ্রোহ পড়ানোর সময় যখন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করবেন তখন রঙিন চক, স্কেল, কম্পাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন।
		শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ	শিক্ষক/শিক্ষিকা নীলবিদ্রোহ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন ও শিক্ষার্থীর উত্তর কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন। যেমন— 1. কারা নীলবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল? উ: বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। 2. নীল কী কাজে ব্যবহৃত হয়? উ: রঙের কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা	✓						
হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ে সহজবোধ্যতা		✓					
সরল রেখা, সময়, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির ব্যবহার	✓						
উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার।	✓						
শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ।	✓						

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। **স্বাক্ষর :**

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা	✓						
হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ে সহজবোধ্যতা	✓						
সরল রেখা, সময়, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির ব্যবহার		✓					
উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার।		✓					
শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ।	✓						

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। **স্বাক্ষর :**

5. পাঠ সমাপ্তিকরণ পটুত্ব (Skill of Closure):

শ্রেণিকক্ষে একটি বৃহৎ বিষয় (Content) পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর সামনে সমস্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করে সমগ্র পাঠটির কার্যকারী সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

এইভাবে পাঠ সমাপ্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং ভবিষ্যৎ পাঠদানের ইঙ্গিত (Future lesson task) দিয়ে সমাপ্তিকরণ পর্বের ইতি টানতে হয়।

পাঠ সমাপ্তিকরণের উপাদানসমূহ (Components of skill of closure):

(i) ***সংক্ষিপ্তকরণ:*** পাঠদান কার্যের শেষ পর্বে উপসংহারে শিক্ষক/শিক্ষিকা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রধান বক্তব্যগুলি চিহ্নিত করবেন।

(ii) ***ভবিষ্যৎ পাঠের সঙ্গে সংযোগসাধন:*** শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠের মূল বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠ সমাপন ও ভবিষ্যৎ পাঠের কী আলোচনা হবে তা ঘোষণা করবেন।

(iii) ***প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ :*** পাঠের অবতারণার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করেছিলেন তার প্রধান অংশগুলি পুনরায় সমাপ্তিকরণ পর্বে তুলে ধরতে হবে।

(iv) ***মূল্যায়নের সঙ্গে সংযোগসাধন:*** পাঠদানের শেষে বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা কয়েকটি প্রশ্ন সমাপ্তিকরণ পর্বে উপস্থাপন করবেন এবং উপযুক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জেনে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

(v) ***উপযুক্ত গৃহকার্য বা দক্ষতা নির্ধারণ:*** শিক্ষক/শিক্ষিকা উপযুক্ত গৃহকাজ নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীরা কলম/পেনসিলের সাহায্যে স্বহস্তে কিছু করার দক্ষতা অর্জন করবেন।

দক্ষতার নাম : পাঠ সমাপনের দক্ষতা

তারিখ :

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : দশম

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
একক : নীল বিদ্রোহ **উপএকক :** 1. নীল বিদ্রোহের কারণ, গুরুত্ব ও প্রকৃতি 2. বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই বিদ্রোহে ভূমিকা 3. নীল-বিদ্রোহের ফলাফল **আজকের পাঠ :** সমগ্র একক	**1. *নীল চাষের সূচনা :*** ভারতে নীল চাষ অতি প্রাচীন। ইংরেজ বণিক কার্ল ব্ল্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন। **2. *নীলচাষের পদ্ধতি :*** নীলকর সাহেবরা যখন নিজের জমিতে নীল চাষ করত তাকে বলা হত এলাকা চাষ। আর চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীল চাষ করাকে বলা হত বে-এলাকা চাষ। **3. *নীলকরদের অত্যাচার :*** নীলচাষে বাধ্য করা বা উপযুক্ত পরিমাণে নীল আদায়ের জন্য কুঠিয়াল সাহেবরা দরিদ্র চাষির উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। **4. *নীলচাষিদের সমর্থনে শিক্ষিত সমাজ :*** 1860 খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়।	বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার	নীল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। নীল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে নীলকর সাহেবদের কৃষক শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের ফল। অষ্টম আইনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সরকার নীলচাষ রদ করলে কৃষক শোষণ বন্ধ হয়।
		প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ,	নীল বিদ্রোহের মূল কারণ, বিভিন্ন অঞ্চলের নাম ও বিদ্রোহের বিস্তার, গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ও কৃষক শোষণের অবসান কয়েকটি মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি কৃষ্ণফলকে চিহ্নিত করা হবে।
		ভবিষ্যৎ পাঠের সঙ্গে সংযোগসাধন।	নীলবিদ্রোহের সঙ্গে 1875 খ্রিস্টাব্দের দাক্ষিণাত্যে হাঙ্গামার সম্পর্ক স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কৃষক বিদ্রোহের রূপরেখার যথার্থতা তুলে ধরবেন।
		পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ।	নীল বিদ্রোহের একক—উপএককের পাঠসমাপনের পর উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হবে। উদাহরণ— 1. নীল বিদ্রোহ কত খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়? 2. কারা বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত? 3. কোন্ আদর্শে নীল চাষ রদ করা হয়? 4. নীল বিদ্রোহ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একক/ উপএকক	বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা	উপাদান	পদ্ধতিগত বিস্তার সাধন
	5. *কারণ ও ফলাফল :* বিভিন্ন কারণে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। 1868 খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আইন দ্বারা নীলচাষ রদ করা হয়।	মূল্যায়ন	নীল বিদ্রোহ পাঠসমাপনের পর শিক্ষার্থীদের যথাযথ দক্ষতার বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নীল বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিস্তার তুলে ধরার জন্য অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান চিহ্নিত করো। যেমন, চৌগাছা, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার	✔						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিত-করণ ও সংযোগ স্থাপন		✔					
পরবর্তী পাঠের সঙ্গে সংযোগ বিধান	✔						
মূল্যায়ন	✔						
পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ	✔						

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার	✔						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিত-করণ ও সংযোগ স্থাপন		✔					
পরবর্তী পাঠের সঙ্গে সংযোগ বিধান		✔					
মূল্যায়ন	✔						
পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ	✔						

মন্তব্য: শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর:

সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনা (Mini Teaching)

শিক্ষণ হল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক সংযোগ ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। শিক্ষণকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা হল একটি বহুমুখী (Multiple) প্রক্রিয়া। *Bernard* এবং *Bearnay* 'The Engineering of Consent'-এর নীতি অনুসারে শিক্ষণের নীতি নির্ধারণ করেছেন। বিভিন্ন মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য 'System Analysis'-এর পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষণকে আবার একটি সৃজনধর্মী প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। তাই বিজ্ঞানধর্মীতার পাশাপাশি কলাধর্মিতা—উভয়ই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিখন প্রচেষ্টাকে যথাযোগ্য নির্দেশনাদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়। সমবেদনা ও সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ রচনা করে যে-কোনো পরিস্থিতিতে শিখন কার্যবলি করে তোলা হয়। আদর্শ শিক্ষণ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা (Social environment), শিক্ষার্থীর স্বাধীন অনুভবন, স্ব-চিন্তা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখনে (Auto Learning)-সহায়তা করাই শিক্ষণ নয়। (It does not mean, performing the operations which the teachers perform).

কৃষ্ণায়া *(Krishnayya)* আদর্শ শিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "The fundamental distinction between successful and unsuccessful teaching lies in the amount and value of learning that is stimulated in the pupil"-যথার্থ শিক্ষণের জন্য শিক্ষণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, উপযুক্ত পরিকল্পন, পরিচালন, মূল্যায়ন ও সংশোধন—এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করা হয়।

Mini Teaching–এ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ঘটমান আত্মসংশোধনমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ।

শিক্ষক
প্রেরক
গ্রাহক
বিষয়বস্তু নির্বাচন সাংকেতিকরণ ও সঞ্চালন
বিষয়বস্তু তথ্য
মাধ্যম
শিক্ষক
প্রেরক
গ্রাহক
সংকেতযুক্তিকরণ ও তাৎপর্য নির্ণয় সিদ্ধান্তগ্রহণ
মাধ্যম
অভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়া
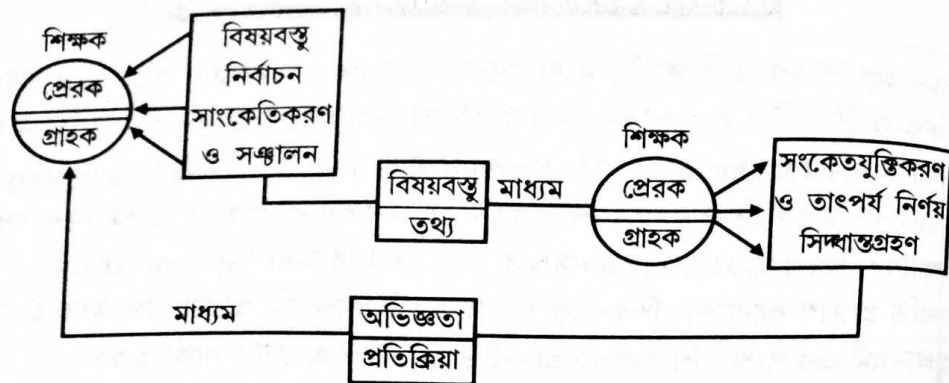
Mini Teaching–এ ICON MODEL–কে অনুসরণ করে যে পাঠদানের পরিকল্পনা করা হয় তাতে পাঠ্য বিষয়ের পাঠদানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ, (Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating) এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্যবেক্ষণ (Observation) পূর্বসূত্র থেকে প্রাসঙ্গিকতা (Contextualization)। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান গঠনের প্রক্রিয়া (Cognitive Apprenticeship) সমন্বয় এবং সংযোগ (Combination ও Co-ordination) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা, নির্মাণ সংগঠন (Interpretation, Construction), বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ (Multiple Interpretation), বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি (Multi manifestation) এবং সবশেষে প্রতিফলন ও ফিড্‌ব্যাক প্রভৃতি দিকগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলা হয়।

Subject : ইতিহাস Class - IX Date -

Topic /Unit : গৌতম বুদ্ধ

Sub-Unit :
1. গৌতম বুদ্ধের বাল্যজীবন এবং গৃহত্যাগ
2. বৌদ্ধ ধর্মমত ও ধর্মগ্রন্থ
3. বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব

OBJECTIVES

Remembering : বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন তা শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে ও লিখতে পারবে। (F/R)

Understanding : বৌদ্ধ ধর্মমতের গুরুত্বের ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে। (C/U)

Applying : বুদ্ধদেব যে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তা বর্তমান সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা শিক্ষার্থীরা নির্ণয় করতে পারবে। (M.C.K/AP)

Analyzing : শিক্ষার্থীরা আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিশ্লেষণ করতে পারবে। (C/An)

Evaluating : শিক্ষার্থীরা তথাগত নামের যথার্থতা বিচার করতে পারবে। (F/E)

Creating : মধ্যপন্থা কী তা শিক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় আলোচনা করতে পারবে। (M.C.K./C)

CONTENT OUTLINE	SCHEME OF THE LESSON		
	PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের কপিলাবস্তু নামক রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ হলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন ও মাতা মায়াদেবী।	(1) OBSERVATION	● শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কিত ঘটনা, ছবি, রেখাচিত্র প্রভৃতি চার্টের মাধ্যমে দেখবে। ● শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত বিভিন্ন ঘটনা, দৃশ্য, রেখাচিত্র প্রভৃতি শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুমানলব্ধ জ্ঞান দ্বারা শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে।	শিক্ষিকা মহাশয়া এখানে বিভিন্ন ধর্মের ঘটনা, গল্প শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও অতীত অভিজ্ঞতাকে সক্রিয় করবেন।

CONTENT OUTLINE	SCHEME OF THE LESSON		
	PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
তাঁর জন্মকাল 563 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। জীব-জগতের মুক্তির উদ্দেশ্যে 29 বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি 'বোধি' বা দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। তাই তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে— 1. জগৎ দুঃখময়। 2. কামনা, বাসনা ও আসক্তিই হল দুঃখের কারণ। 3. দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। 4. এই কারণগুলির ধ্বংসেরও উপায় আছে। এই চারটি সত্যকে আর্যসত্য বলা হয়। মানুষের আসক্তি বিনাশের জন্য তিনি আটটি পথের কথা বলেছেন।		● এই সমস্ত প্রাথমিক পূর্বসূত্র থেকে শিক্ষার্থীরা গৌতম বুদ্ধের জন্ম পরিচয়, বাল্যজীবন, গৃহত্যাগ ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় প্রবেশ করবে।	
	2. CONTEXT UALIZATION	● শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত এককটির সাযুজ্যায়ন করবে। যেমন— বৌদ্ধধর্মের দু-একটি ঘটনা শোনানো এবং কয়েকটি চিত্র দেখানোর মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, উদ্ভাবনী চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে।	শিক্ষিকা এক্ষেত্রে সাযুজ্যায়নকে সহায়তা করার জন্য দু-একটি প্রশ্ন করবেন এবং পূর্বজ্ঞান ও ধারণাগুলি বর্তমানে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন।
	3. COGNITIVE APPRENTICESHIP	● এক্ষেত্রে শিক্ষিকা চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে গৌতম বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধে ধারণা পাবে। ● শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, হাতেকলমে উদ্ভাবনী কাজ, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব এবং বর্তমানে ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কতটা সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুধাবন করবে।	এক্ষেত্রে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কতকগুলি Peer Group-এ ভাগ করে বিষয়টি ভাবতে ও বুঝতে সাহায্য করবেন। শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য সরবরাহ করবেন।

CONTENT OUTLINE	SCHEME OF THE LESSON		
	PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
1. সৎ বাক্য, 2. সৎ কার্য, 3. সৎ জীবন, 4. সৎ চেষ্টা, 5. সৎ চিন্তা, 6. সৎ সংকল্প, 7. সৎ দৃষ্টি ও 8. সৎ সমাধি। এগুলিকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। পালি ভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক' (সুত্তপিটক, বিনয়-পিটক, অভিধর্ম-পিটক) বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ভারত ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল সুদূর প্রসারী।	4. COLLABORATION	● শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে Peer Group-এ বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক PEER GROUP -এর অন্তর্গত সদস্যদের সঙ্গে অর্জিত মতামত, যুক্তি আদানপ্রদান করবে এবং নির্বাচিত এককটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোধমূলক, প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনমূলক ধারণাগুলির সমন্বয় ঘটবে এবং পাঠ্য এককটির পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি হবে।	শিক্ষিকা মহাশয়া এক্ষেত্রে প্রতিটি Peer Group-এর উপর নজর রাখবেন এবং নির্বাচিত উপএককটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে নজর রাখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
	5. INTERPRETATION CONSTRUCTION	● পূর্বালোচিত পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ধারণার আহরণ ও আত্তীকরণ ঘটবে। তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক বা বর্তমান সময়ের বৌদ্ধধর্ম ও তার প্রসার কীভাবে ঘটবে তা করতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে বা ঘটনাবলির যৌক্তিকতা বিচারে সক্ষম হবে।	এক্ষেত্রে শিক্ষিকা ইতিবাচক মনোভাবের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করবেন।

CONTENT OUTLINE	SCHEME OF THE LESSON		
	PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
	6. MULTIPLE INTERPRETATION	● এই স্তরে প্রতিটি Peer Group নির্বাচিত এককটি ছোটো ছোটো ফ্রেমে ভাগ করে নেবে। ● এরপর প্রতিটি গ্রুপ ফ্রেম wise এককটির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তথ্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণ ও পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং তুলনা করবে। ● এরপর পর্যাপ্ত Feedback-এর সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্মমত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।	এক্ষেত্রে শিক্ষিকা একই তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক মতামত গ্রহণযোগ্য না হলে বা বিতর্ক বাধলে দুই ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যাপ্রদানের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে নব চিন্তনের সুযোগ করে দেবেন।
	7. MULTIPLE MANIFESTATION	● এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রাসঙ্গিকতা, সমন্বয়, বিশ্লেষণ ও নির্মাণ এই সামগ্রিক ধাপগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উক্ত এককের জ্ঞান, বোধ, ধারণা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটবে। গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবে।	শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম হলে শিক্ষিকা মহাশয়া নির্বাচিত পাঠ এককের সূত্র ধরে পরবর্তী পাঠ একক 'রাজনৈতিক ইতিহাস'-এ প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

REFLECTION AND FEEDBACK

1. *A SUMMARY OF WHAT WAS DONE:*

'গৌতম বুদ্ধ' এককটি 'ICON' মডেলে পাঠদানের ক্ষেত্রে OBSERVATION প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্র, ঘটনা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও পূর্বজ্ঞানকে উজ্জীবিত করা হয়েছে। তারপর CONTEXTUALISATION প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞানকে ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এবার COGNITIVE APPRENTCESHIP প্রক্রিয়ার দ্বারা পাঠএককের ধারণা গঠন, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবনী কাজ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে চার্টের মাধ্যমে অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেখানোর মাধ্যমে। তারপর COLLABORATION প্রক্রিয়ায় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা Peer Group ভিত্তিক যে ধারণা বা জ্ঞান বা তথ্য লাভ করেছিল তা একত্রিত করতে পেরেছে। এবার INTERPRETATION CONSTRUCTION প্রক্রিয়ায় একত্রিত লব্ধ ধারণা শিক্ষার্থীরা বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। পরিশেষে MULTIPLE INTERPRETATION এবং MULTIPLE MANIFESTATION প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীরা Group wise পাঠ্য বিষয়ের পর্যবেক্ষণ মূল ধারণা আদান প্রদানের মাধ্যমে ঘটনার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বোধ, ধারণা, দক্ষতার পরিবর্তন ঘটবে।

2. *WHAT DID I LEARN ?*

Mini Teaching প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি এককের বিষয়বস্তুকে 15 মিনিটে ICON Model-এর মাধ্যমে কত সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় তা শিখলাম। আর শিখলাম Constructive Process-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সক্রিয় জ্ঞান নির্বাচনে সক্ষম। জানলাম Chart/Model/Pictureগুলি কীভাবে পাঠদানকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Child-centred) করে তোলে।

3. *HOW CAN I IMPROVE ?*

এই Mini Teaching প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী ও ফলপ্রদ করার জন্য আরও বেশি Teaching aids, Computer slide, Internet Access ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে সম্ভব হবে। Peer Group-এর মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হলে ধারণার আদানপ্রদান বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে এবং Knowledge Construct করতে সহায়তা করবে।

Subject : ইতিহাস Class - IX Date -

Topic /Unit : প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান।

Sub-Unit : 1. উপাদান কাকে বলে?
2. ইতিহাসের উপাদান কী?
3. ইতিহাসের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ।
4. উপাদান হিসাবে সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব।

OBJECTIVES

Remembering : ইতিহাসের উপাদান কাকে বলে, উপাদানের শ্রেণিবিভাগ, সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি কী কী এবং তার সময়কাল, কোন্ কোন্ রচয়িতা কোন্ শাসনকালের সঙ্গো যুক্ত ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে ও লিখতে পারবে। (Factual)

Understanding : প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি কীভাবে সাহায্য করে তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা দিতে পারবে। (Conceptual)

Applying : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি থেকে কীভাবে ইতিহাস বা তথ্য জানা যায় তা জেনে বাস্তবে তারা কোন্ ঐতিহাসিক উপাদান থেকে ইতিহাস বা তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে। (Metaknowledge)

Analyzing : প্রাচীন ভারতের উপাদানগুলি শ্রেণিবিভাগ ও কার্যাবলি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে। (Concepted)

Evaluating : সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে 'অর্থশাস্ত্র', 'রাজতরঙ্গিণী' এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে 'মুদ্রা' 'লিপির' সত্যতা বা যথার্থতা বিচার করতে পারবে। (Conceptual)

Creating : ইতিহাসের উপাদানগুলি শ্রেণিবিন্যাস চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেখাতে পারবে। (Factual)

Content Outline :

যে সমস্ত প্রত্নসামগ্রিক উপাদান থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় তাকে ইতিহাসের উপাদান বলে। প্রাচীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা হয়নি বা পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। সেইসব অংশগুলিকে একত্রিত করে ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপরেখা দিয়েছেন। ইতিহাসের উপাদানগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়—(i) সাহিত্যিক উপাদান (ii) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে ধর্মীয় সাহিত্য

জীবনচরিত, আঞ্চলিক সাহিত্য ও বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ প্রভৃতি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যেগুলি থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য বা উৎস পাওয়া যায়। এগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়। তবে উপাদানগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গো ব্যবহার করতে হয়।

PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
(1) OBSERVATION	● শিক্ষার্থীদের সামনে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, ছবি, রেখাচিত্র প্রভৃতি OHP বা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হবে। ● শিক্ষার্থীরা উপস্থিতি বিভিন্ন ঘটনা দৃশ্য, রেখাচিত্র প্রভৃতি দর্শনের মাধ্যমে ও শ্রবণের মাধ্যমে পূর্ব অভিজ্ঞতা, অনুমান লব্ধ জ্ঞান দ্বারা শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গো আলোচনা করবে। ● এই সমস্ত প্রাথমিক পূর্বসূত্র থেকে ক্রমশ শিক্ষার্থীরা ইতিহাস কাকে বলে, ইতিহাসের বিষয়, ইতিহাস কীভাবে রচিত হয় ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় প্রবেশ করবে।	শিক্ষক মহাশয় এখানে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা গল্প, ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা ও অতীত অভিজ্ঞতাকে সক্রিয় করবেন।
2. CONTEXT UALIZATION	● শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণের সঙ্গো সঙ্গো নির্বাচিত এককটির সাযুজ্যায়ন করবে। যেমন— শিক্ষক প্রাচীন ইতিহাসের দু-একটি ঘটনা শোনানো এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখানোর মাধ্যমে ইতিহাস ও তার উপাদান কী তা শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, উদ্ভাবনী চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে।	শিক্ষক এক্ষেত্রে সাযুজ্যায়নকে সহায়তা করার জন্য দু-একটি প্রশ্ন করবেন এবং পূর্বজ্ঞান ও ধারণাগুলি বর্তমান বিষয়ের সঙ্গো যুক্ত করে দেবেন।
3. COGNITIVE APPRENTICESHIP	● এক্ষেত্রে শিক্ষক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান যেমন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি OHP/ Powerpoint এবং চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে ইতিহাসের উপাদানগুলির ধারণা দেওয়া হবে। ● শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, হাতেকলমে উদ্ভাবনী কাজ, তথ্যসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে ইতিহাসের উপাদান এবং সেখান থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও ইতিহাস রচনা করা হয় সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুধাবন হবে।	● এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কতকগুলি Peer Group-এ ভাগ করে বিষয়টি ভাবতে ও বুঝতে সাহায্য করবেন। ● শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য সরবরাহ করবেন।

PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
4. COLLABORATION	• শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে Peer Group-এ বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক Peer Group-এর অন্তর্গত সদস্যদের সঙ্গে অর্জিত মতামত, যুক্তি আদানপ্রদান করবে এবং নির্বাচিত এককটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোধমূলক, প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনমূলক ধারণাগুলির সমন্বয় ঘটবে এবং পাঠ্য এককটির পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি হবে।	• শিক্ষক মহাশয় এক্ষেত্রে প্রতিটি Peer Group-এর উপর নজর রাখবেন এবং নির্বাচিত এককটির উপর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে নজর রাখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
5. INTERPRETATION CONSTRUCTION	• পূর্বালোচিত পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান ও তার গুরুত্ব বিষয়ে ধারণার আহরণ ও আত্তীকরণ ঘটবে। তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক বা বর্তমান সময়ের ইতিহাসের উপাদান চিহ্নিত এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে কীভাবে ইতিহাস রচনা বা ইতিহাসের ধারণা পাওয়া যাবে তা করতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে বা ঘটনাবলির যৌক্তিকতা বিচারে সক্ষম হবে।	• এক্ষেত্রে শিক্ষক ইতিবাচক মনোভাবের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করবেন।
6. MULTIPLE INTERPRETATION	• এই স্তরে প্রতিটি Peer Group নির্বাচিত এককটি ছোটো ছোটো ফ্রেমে ভাগ করে নেবে। • এরপর প্রতিটি গ্রুপ ফ্রেম Wise একটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তথ্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণ ও পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তুলনা করবে। • এরপর পর্যাপ্ত ফিডব্যাক (Feedback)-এর সাহায্যে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদানগুলির সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনাবলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।	এক্ষেত্রে শিক্ষক একই তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক মতামত গ্রহণ যোগ্য না হলে বা বিতর্ক বাধলে দুই ক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে নব চিন্তনের সুযোগ করে দেবেন।
7. MULTIPLE MANIFESTATION	• এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রাসঙ্গিকতা, সমন্বয়, বিশ্লেষণ ও নির্মাণ-এই সামগ্রিক ধাপগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উক্ত এককের জ্ঞান, বোধ, ধারণা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটবে। ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবে।	শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম হলে শিক্ষক মহাশয় নির্বাচিত পাঠ এককের সূত্র ধরে পরবর্তী পাঠ একক ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন-এ প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

REFLECTION AND FEEDBACK

1. *A SUMMARY OF WHAT WAS DONE:*

'প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান' এককটি 'ICON' মডেলে পাঠদানের ক্ষেত্রে Observation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্র, ঘটনা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও পূর্বজ্ঞানকে উল্লিখিত করা হয়েছে। তারপর Contextualization প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞানকে ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । এবার Cognitive Apprenticeship প্রক্রিয়ার দ্বারা পাঠ এককের ধারণা গঠন, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবনী কাজ ইত্যাদি দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে OHP এর সাহায্যে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দেখানোর মাধ্যমে। তারপর Collaboration প্রক্রিয়ায় বিষয়/একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা Peer Group ভিত্তিক যে ধারণা বা জ্ঞান বা তথ্য লাভ করেছিল তা একত্রিত করতে পেরেছে। এবার Interpretation construction প্রক্রিয়ায় একত্রিত লব্ধ ধারণা শিক্ষার্থীরা বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে Multiple interpretation এবং Multiple manifestation ক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীরা Group Wise পাঠ্য বিষয়ের পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা আদানপ্রদানের মাধ্যমে ঘটনার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বোধ, ধারণা, দক্ষতার পরিবর্তন ঘটবে।

2. *WHAT DID I LEARN ?*

Mini Teaching প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি একক/উপ-এককের বিষয়বস্তুকে 15 মিনিটে ICON Model-এর মাধ্যমে কত সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় তা শিখলাম। আর শিখলাম Constructive process-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সক্রিয় জ্ঞান নির্মাণে সক্ষম। জানলাম Chart/Model/Picture/OHP Slide গুলি কীভাবে পাঠদানকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Child-centred) করে তোলে।

3. *HOW CAN I IMPROVE ?*

এই Mini Teaching প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী ও ফলপ্রদ করার জন্য আরও বেশি Teaching Aids, Computer Slide, Internet Access ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে সম্ভব হবে। Peer Group-এর মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হলে ধারণার আদানপ্রদান বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে এবং Knowledge Construct করতে সহায়তা করবে।

প্রকল্প (Project)

Date :

Subject : History

Topic : প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব।

Class : IX

Selection of the Topic / Unit: প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব।

Sub Unit : 1. প্রাকৃতিক বিভাগ
2. হিমালয়ের প্রভাব
3. বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব
4. নদ-নদী, সমুদ্র ও মরুভুমির প্রভাব

Elaboration of Content :

যে সমস্ত প্রত্নসামগ্রী বা উপাদান থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় তাকে ইতিহাসের উপাদান বলে। প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক উপাদানের থেকে প্রাচীন ভারতের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদানকে প্রাকৃতিক বিচারে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল—

(i) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল,
(ii) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল অঞ্চল,
(iii) মধ্যভারতের মালভূমি,
(iv) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি
(v) সুদূর দাক্ষিণাত্য।

এগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক সীমানা সম্পদকে জানা যায়। এগুলি থেকে প্রাচীন ভারতে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে, তাদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়। তবে উপাদানগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

Objectives of the practical work done:

General Objectives:

- প্রাকৃতিক বিভাগগুলি কী কী ছিল, হিমালয়, বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব, নদ-নদী-সমুদ্র ও মরুভুমির প্রভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে ও লিখতে পারবে।

- ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কীভাবে সাহায্য করে তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদানগুলি থেকে কীভাবে সীমানা নির্ধারণ করা হয় তা জেনে বাস্তবে তারা কোনো সীমানা সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে পারবে।

Special Objectives :

- ভারতের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক উপাদানগুলির শ্রেণিবিভাগ ও কার্যাবলি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে হিমালয়, বিন্ধ্য পর্বত, নদ-নদী-সমুদ্র-মরুভূমির যথার্থতা শিক্ষার্থীরা বিচার করতে পারবে।
- ভারতের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক উপাদানগুলির শ্রেণিবিন্যাস চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেখাতে পারবে।

Equipment Required :

'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব'-এর উপর প্রোজেক্ট তৈরি করতে গিয়ে চার্ট, মডেল, ইন্টারনেট, বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহার করা হবে।

PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
1. OBSERVATION	● শিক্ষার্থীদের সামনে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ভৌগোলিক উপাদানের যে বিভিন্ন ঘটনা, ছবি, রেখাচিত্র প্রভৃতি OHP বা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হবে তা তারা দেখবে। ● শিক্ষার্থীরা উপস্থাপিত বিভিন্ন ঘটনা, দৃশ্য, রেখাচিত্র প্রভৃতি দর্শনের মাধ্যমে ও শ্রবণের মাধ্যমে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুমানলব্ধ জ্ঞান দ্বারা শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে। ● এই সমস্ত প্রাথমিক পূর্বসূত্র থেকে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক আয়তন কত ছিল, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভৌগোলিক উপাদানকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ইত্যাদি পাঠ্যবিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় প্রবেশ করবে।	● শিক্ষিকা মহাশয়া এখানে ভারত ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদানের বিভিন্ন ঘটনা, গল্প, ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও অতীত অভিজ্ঞতাকে সক্রিয় করবেন।

PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
2. CONTEXTUALIZATION	• শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত এককটির সাযুজ্যায়ন করবে। যেমন —শিক্ষিকা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ভৌগোলিক জায়গা দেখানো এবং কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান উল্লেখ করার মাধ্যমে ভৌগোলিক উপাদান কী তা শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, উদ্ভাবনী চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে।	• শিক্ষিকা এক্ষেত্রে সাযুজ্যায়নকে সহায়তা করার জন্য দু-একটি প্রশ্ন করবেন এবং পূর্বজ্ঞান ও ধারণাগুলি বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেবেন। • এক্ষেত্রে শিক্ষিকা শিক্ষার্থী-দের কতকগুলি Peer Group-এ ভাগ করে বিষয়টি ভাবতে ও বুঝতে সাহায্য করা হবে।
3. COGNITIVE APPRENTICESHIP	• এক্ষেত্রে শিক্ষিকা ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান যেমন— উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যভারতের মালভূমি, সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি উপাদানগুলি OHP / Powerpoint এবং চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-দের কাছে ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদানগুলির ধারণা দেওয়া হবে। • শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান হাতেকলমে উদ্ভাবনী কাজ, তথ্যসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে ভৌগোলিক উপাদান এবং সেখান থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও রচনা করা হয় সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ সম্বন্ধে অনুধাবন হবে।	• শিক্ষিকা মহাশয়া প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য সরবরাহ করবেন।
4. COLLABORATION	• শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে Peer Group-এ বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক Peer Guoup-এর অন্তর্গত সদস্যদের সঙ্গে অর্জিত মতামত, যুক্তি আদানপ্রদান করবে এবং নির্বাচিত এককটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোধমূলক, প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণধর্মী ও সৃজনমূলক ধারণাগুলির সমন্বয় ঘটবে এবং পাঠ্য এককটির পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি হবে।	• শিক্ষিকা এক্ষেত্রে প্রতিটি Peer Guoup-এর উপর নজর রাখবেন এবং নির্বাচিত উপএককটির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি যাতে প্রতিফলিত হয় সেদিকে নজর রাখবেন প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

PROCESS	CONDITION	ROLE OF THE TEACHER
5. INTERPRETATION CONSTRUCTION	• পূর্বালোচিত পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার গুরুত্ব বিষয়ে ধারণার আহরণ ও আত্তীকরণ ঘটবে। তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক বা বর্তমান সময়ের ভারতের ভৌগোলিক উপাদান চিহ্নিত এবং সেগুলি ব্যবহার করে কীভাবে ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করা যাবে তা করতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে বা ঘটনাবলির যৌক্তিকতা বিচারে সক্ষম হবে।	• এক্ষেত্রে শিক্ষিকা ইতিবাচক মনোভাবের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করবেন।
6. MULTIPLE INTERPRETATION	• এই স্তরে প্রতিটি Peer Group নির্বাচিত এককটি ছোটো ছোটো ফ্রেমে ভাগ করে নেবে। • এরপর প্রতিটি গ্রুপ ফ্রেম Wise এককটির উদ্দেশ্য ভিত্তিক তথ্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণ ও পর্যাপ্ত উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তুলনা করবে। • এরপর পর্যাপ্ত Feedback-এর সাহায্যে ভারতে ভৌগোলিক উপাদানগুলির বিভিন্ন ঘটনাবলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• এক্ষেত্রে শিক্ষিকা একই তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক মতামত গ্রহণযোগ্য না হলে বা বিতর্ক বাধলে দুই ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষার্থীদের নব চিন্তনের সুযোগ করে দেবেন।
7. MULTIPLE MANIFESTATION	• এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রাসঙ্গিকতা সমন্বয়, বিশ্লেষণ ও নির্মাণ এই সামগ্রিক ধাপগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উক্ত এককের স্মরণ, বোধ, ধারণা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মাবে।	• শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম হলে শিক্ষিকা নির্বাচিত পাঠএকক -এর সূত্র ধরে পরবর্তী পাঠএকক ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়িকার ভূমিকা পালন করবেন।

REFLECTION AND FEEDBACK

1. *A SUMMARY OF WHAT WAS DONE:*

'প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান' এককটি 'ICON' মডেলে পাঠদানের ক্ষেত্রে OBSERVATION প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্র ঘটনা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা ও পূর্বজ্ঞানকে উজ্জীবিত করা হয়েছে। তারপর Contextualization প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞানকে ও প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীকে আজকের পাঠের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এবার Cognitive Apprenticeship প্রক্রিয়ার দ্বারা পাঠএককের ধারণা গঠন, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ উদ্ভাবনী কাজ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। OHP-এর সাহায্যে ভারতের ইতিহাসের ভৌগোলিক উপাদান দেখানোর মাধ্যমে। তারপর Collaboration প্রক্রিয়ায় বিষয়/একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীর Peer Group ভিত্তিক সে ধারণা বা জ্ঞান বা তথ্য লাভ করেছিল তা একত্রিত করতে পেরেছে। এবার Interpretation Construction প্রক্রিয়ায় একত্রিত লব্ধ ধারণা শিক্ষার্থীরা বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

পরিশেষে Multiple Interpretation এবং Multiple Manifestation প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীরা Groupwise পাঠ্য বিষয়ের পর্যবেক্ষণের মূল ধারণা আদানপ্রদানের মাধ্যমে ঘটনার উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের বোধ, ধারণা, দক্ষতার পরিবর্তন ঘটবে।

2. *WHAT DID I LEARN ?*

Mini Teaching প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি একক/উপএককের বিষয়বস্তুকে 15 মিনিটে ICON Model-এর মাধ্যমে কত সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় তা শিখলাম। আর শিখলাম Constructive Process-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সক্রিয় জ্ঞান শিক্ষণে সক্ষম। জানলাম Chart/Model/Picture-গুলি কীভাবে পাঠদানকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Child-centred) করে তোলে।

3. *HOW CAN I IMPROVE ?*

এই Project প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী ও ফলপ্রদ করার জন্য আরও বেশি Teaching Aids, Computer Slide, Internet Access ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে সম্ভব হবে। Peer Group-এর মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হলে ধারণার আদানপ্রদান বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে এবং Knowledge Construct করতে সহায়তা করবে।

অনুকৃতি শিক্ষণ (Simulated-Teaching)

ভূমিকা:

আভিধানিক অর্থে 'Simulation' বলতে কোনো কিছুর নকল বা অনুকরণ করাকে বোঝানো হয়। Simulated Lesson হল এমন অণুশিক্ষণ (Micro teaching) যা একটি শ্রেণিকক্ষে অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের (Trainee teacher) সামনে তুলে ধরে তাদের কোনো বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দক্ষ বা Skilled করে তোলার চেষ্টা করা হয়। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকেন্দ্রিকতা স্বীকার করা হলেও শিক্ষকদের দক্ষতা ও পটুত্বের উপর শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। কেননা এখনও ধরে নেওয়া হয় যে, "The teacher is the corner stone of the arch of Education."

অনুকৃতি পাঠ (Simulated Lesson):

'Simulation' শব্দ থেকে 'Simulated lesson'-এর ধারণা বিবর্তিত হয়েছে। এটি হল এক ধরনের অণুশিক্ষণ যা একটি পরিকল্পিত পরিবেশে ও নির্মিত শ্রেণিকক্ষে কৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা হয়। 'Simulated lesson is a micro lesson which is taken up for teaching in a make-belief classroom situation.' এটি এক ধরনের **Mock teaching** বা কৃত্রিম শিক্ষণ।

অনুকৃতি পাঠের পটুত্ব (Skills of Simulated Lesson):

অনুকৃতি পাঠের কয়েকটি পটুত্ব হল—

(i) পাঠ উপস্থাপনার পটুত্ব বা দক্ষতা।
(ii) ব্যাখ্যাকরণের দক্ষতা।
(iii) প্রশ্নকরণের দক্ষতা।
(iv) ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা।
(v) উৎসাহদানের দক্ষতা।
(vi) পাঠ সমাপ্তিকরণের দক্ষতা।

অনুকৃতি পাঠের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of simulated Lesson):

অনুকৃতি পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) অণুশিক্ষণ একটি কাল্পনিক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে আয়োজন করা হয়।
(ii) শিক্ষকের পাঠদান কার্যে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের এই ধরনের অনুকৃতি পাঠের আয়োজন প্রয়োজন।
(iii) শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে নির্ধারণ করা হয়।

(iv) পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত পৃথক পৃথক আচরণের অনুশীলন এই রকম কার্য... শিখনে রপ্ত হয়।

(v) অনুশিক্ষা একটি বিশেষ মুক্ত প্রক্রিয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা কাল্পনিক পরি... পটুত্ব অর্জন করেন।

(vi) শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পর্যায়ক্রমে নি... করা হয়।

অনুকৃতি পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives of Simulated Lesson) :

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক যাতে বিশেষ কোনো দক্ষতা অতি সহজে ও অল্প সময়ে অ... করতে পারেন সেই কারণে এই ধরনের পাঠের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক নিজের মা... যাতে শিক্ষাদানের উপযোগী বিভিন্ন পটুত্ব বিকাশ ঘটাতে পারেন সেদিকে গুরুত্ব... করাই অনুকৃতি পাঠের উদ্দেশ্য।

বর্তমানে নিম্নলিখিত 5 ধরনের পটুত্ব অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

1. পাঠ উপস্থাপনার পটুত্ব বা দক্ষতা (Skill of introducing a lesson)।
2. ব্যাখ্যাকরণের পটুত্ব (Skill of explaining)।
3. প্রশ্নকরণের পটুত্ব (Skill of questioning)।
4. ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারের পটুত্ব (Skill of using blackboard)।
5. পাঠ সমাপ্তিকরণের পটুত্ব (Skill of closure)।

1. পাঠ উপস্থাপনার পটুত্ব (Skill of Introducing a lesson):

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য শুরু করার আগে শিক্ষককে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পাঠ উপস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার স্তর বৃদ্ধি ও অনুধাবনের মাধ্যমে পাঠ অবতারণা কার্যের সূচনা করতে হয়। তাই একজন শিক্ষককে নিজের পাঠ উপস্থাপনের দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। শিক্ষককে এক্ষেত্রে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া যাতে **'জানা থেকে অজানা'** (From known to unknown) বিষয়ে অগ্রসর হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এইভাবে পাঠ উপস্থাপন করলে পাঠদান কার্য ফলপ্রসূ ও কার্যকারী হয়।

পাঠ উপস্থাপনার পটুত্বের উপাদান:

পাঠ উপস্থাপনার পটুত্বের উপাদানগুলি হল—

(i) ***মনোযোগ আকর্ষণ (Securing Attention):*** শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনা কালে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী পাঠের প্রতি

মনোযোগী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের মডেল দেখিয়ে কিংবা শিক্ষাসহায়ক প্রদীপন সমূহ ব্যবহার করে কিংবা প্রেষণা উদ্রেককারী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

(ii) ***প্রেষণার স্তর অনুধাবন (Assessing Motivational level):*** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার আগ্রহ (eager to known) প্রবল হলে প্রেষণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ (motivational level) একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত হয় প্রেষণার স্তর চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে পাঠ উপস্থাপনের কথা ঘোষণা করতে হয়।

(iii) ***পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন (Linking with Previous Learning):*** শিক্ষাদান কার্য শুরু করার আগে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করতে হয়। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান পাঠের সংযোগ (Link) প্রতিষ্ঠা করে পাঠ ঘোষণা করতে হয়।

(iv) ***প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ (Specifying the points to be taken for teaching):*** শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ, তাদের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি ও আগ্রহের চূড়ান্ত স্তর অনুধাবন এবং পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠ্যবিষয়ের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে হয়।

(v) ***পাঠসহায়ক উপকরণের ব্যবহার:*** পাঠ্য বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মডেল, চার্ট, রঙিন চক ও চিত্র, মানচিত্র ব্যবহার করতে হয়।

অবতারণাকরণ পটুত্ব

বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : নবম
শিক্ষক/শিক্ষিকা :

শিক্ষার্থী :
সময় : 7 মিনিট
দক্ষতা : পাঠের অবতারণা

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব। (খ্রিস্টপূর্ব 324 অব্দ থেকে 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)	1. বংশ পরিচয়। 2. ক্ষমতালাভ সিংহাসন আরোহণ। 3. রাজ্যবিস্তার। 4. সাম্রাজ্যসীমা। 5. কৃতিত্ব।	1. মনোযোগ আকর্ষণ।	শিক্ষক / শিক্ষিকা ধননন্দের রাজসভায় রাজপুরোহিত চাণক্যের অপমানিত হওয়ার দৃশ্যের চিত্রটি উপস্থাপন করবেন। চিত্রটি উপস্থাপনের সময় মগধে নন্দ-বংশের রাজত্ব, ধননন্দের পরাক্রমশালীতা ও চাণক্য সম্পর্কে এবং তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে পাঠের মূল বক্তব্য 'চন্দ্রগুপ্ত' সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার আগে মগধের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবেন। **1. মগধের অবস্থান কোথায়?** উঃ গঙ্গা, শোন ও চম্পা নদীবেষ্টিত মগধ বর্তমান গয়া ও পাটনা জেলা নিয়ে গঠিত। (মানচিত্র দেখানো হবে) **2. মগধের আদি রাজধানীর নাম কী ছিল?** উঃ রাজগৃহ বা রাজগির। **3. ভারতীয় মানচিত্রে রাজগৃহের অবস্থান কোথায়?** উঃ রাজগৃহ পাটলিপুত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। **4. মগধে নন্দবংশের আমলে কী ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?** উঃ মগধে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। **5. নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?** উঃ মহাপদ্ম নন্দ।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
		2. প্রেষণার স্তর অনুধাবন	শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার স্তর অনুধাবনের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করবেন। **1. নন্দবংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?** উঃ নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। **2. কেন চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করার জন্য শপথ নেন?** উঃ ধননন্দের রাজসভায় অপমানিত হয়েছিলেন বলে চাণক্য এই বংশ ধ্বংস করার শপথ নেন। **3. কেন শেষ নন্দ রাজার প্রতি প্রজারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন?** উঃ রাজা ধননন্দের স্বৈরাচারী শাসনের জন্য।
		3. পূর্বজ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।	শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিম্নের প্রশ্নগুলি করবেন। **1. মগধের কোন্ রাজবংশ সর্বপ্রথম রাজত্ব করে?** উঃ হর্যঙ্ক বংশ। **2. হর্যঙ্ক বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন?** উঃ হর্যঙ্ক বংশের প্রথম রাজা ছিলেন বিম্বিসার। **3. বিম্বিসার কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?** উঃ আনুমানিক 545 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। **4. বিম্বিসার কোন্ উপাধি গ্রহণ করেন?** উঃ 'শ্রেণিক' উপাধি গ্রহণ করেন। **5. বিম্বিসারের পর কে কবে মগধের সিংহাসনে বসেন?** উঃ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু 493 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন। **6. অজাতশত্রুর উপাধি কী ছিল?** উঃ অজাতশত্রুর উপাধি ছিল 'কুনিক'। **7. হর্যঙ্ক বংশের শেষ শাসক কে ছিলেন?** উঃ শেষ শাসক ছিলেন নাগদশক। **8. কে, কবে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন?** উঃ হর্যঙ্ক বংশের শেষ সম্রাট নাগদশককে হত্যা করে শিশুনাগ মগধে শিশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
			9. শিশুনাগ বংশের পর কোন্ রাজবংশ মগধে আসে? উঃ নন্দবংশ।
		4. মূলবক্তব্য চিহ্নিতকরণ।	শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানোর পর নন্দবংশের অবসানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন। নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দকে হত্যা করে নন্দবংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন তা আলোচনার পর পাঠের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ, তাঁর সাম্রাজ্য জয় ও কৃতিত্বের কথা ইত্যাদি আলোচনার মূল বক্তব্য চিহ্নিত করবেন ও কৃষ্ণফলকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন লিখে দেবেন। **1. নন্দবংশের পর কোন্ রাজবংশ মগধে রাজত্ব করেন?** উঃ মৌর্য বংশ রাজত্ব করেন। **2. মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?** উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। **3. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন?** উঃ আনুমানিক 324 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। **4. চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নামকরণ কেন মৌর্য বংশ হয়?** উঃ চন্দ্রগুপ্তের মাতা বা মাতামহীর নাম ছিল মুরা। আবার অনেকে বলেন চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলিবনের বা ময়ূর পালক গোষ্ঠী 'মৌরীয়' নামক রাজতান্ত্রিক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন। তাই তাঁর রাজবংশের নাম হয় মৌর্য বংশ।
		5. উপযুক্ত উপকরণের ব্যবহার।	পাঠ অবতারণা পর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা ধননন্দের রাজপ্রাসাদে চাণক্যের অপমানের দৃশ্য, চাণক্যের ছবি, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছবি ও ষোড়শ মহাজনপদ যুগের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র ব্যবহার করে পাঠের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করবেন ও মূল পাঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবেন।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
মনোযোগ আকর্ষণ	✓						
প্রেষণার স্তর অনুধাবন		✓					
পূর্বজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন			✓				
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ		✓					
উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবহার		✓					

মন্তব্য : শিক্ষক /শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
মনোযোগ আকর্ষণ	✓						
প্রেষণার স্তর অনুধাবন		✓					
পূর্বজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন	✓						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ		✓					
উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবহার		✓					

মন্তব্য : শিক্ষক /শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

2. ব্যাখ্যাকরণের পটুত্ব (Skill of Explaining)

শিক্ষার্থীর সামনে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার দক্ষতা হল ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব। ব্যাখ্যাকরণ পাঠদানের মূল কাজ। ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীর পরিণমনের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্য বিষয় সহজসরলভাবে উপস্থাপন করবেন। ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়।

(i) ব্যাখ্যাকরণ সুন্দর হলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর মর্মার্থ অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

(ii) ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব ভালোমতো অনুসরণ করা হলে ভাষাজ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করে।

(iii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তির উন্মেষ ঘটে।

(iv) পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত তত্ত্বাদির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে সমর্থ হন।

(v) পঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয় ও পাঠে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ব্যাখ্যাকরণ পটুত্বের উপাদানসমূহ (Components of skill of Explaining)

(i) উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা (Objective of each unit Specified): ব্যাখ্যাকরণের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিটি উপএককের উদ্দেশ্য নিজে নিজে স্থির করবেন। তারপর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার্থীর মধ্যে ওই উদ্দেশ্য অনুসারী আচরণগত পরিবর্তন (behavioural changes) সাধনের জন্য পাঠ-ব্যাখ্যায় অগ্রসর হবেন। জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সচেতন হতে হবে। পাঠদান কালে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যাকরণের ফলে পাঠদান সফল ও কার্যকারী হবে।

(ii) ভাষার স্পষ্টতা (Clarity and Precision of language): ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে ভাষার যথাযথ স্পষ্টতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রেখে ব্যাখ্যাদান কার্য অনুসরণ করতে হয়। সুন্দর সহজসরল ভাষা চয়ন করে উচ্চারণের স্পষ্টতা অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে ব্যাখ্যাদান কার্য ফলপ্রসূ হয়।

(iii) আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা (Continuity and relevance): ইতিহাস শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি যত্নশীল হতে হয়। এই পটুত্ব অর্জন না করলে ইতিহাস বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যাখ্যাকরণের সময় যাতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এককের প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়।

(iv) উদাহরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান (Using of examples and illustrations): পাঠদান কার্য চলাকালে অর্থাৎ ব্যাখ্যার সময় উপযুক্ত উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশদীকরণ করতে পারলে পাঠকে যেমন আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তেমনি কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। তাই ব্যাখ্যাকরণ পটুত্বের ক্ষেত্রে উদাহরণ সহযোগে বিশদীকরণ অত্যন্ত জরুরি।

(v) উদ্দীপকের বৈচিত্র্য (Stimulus variation): ব্যাখ্যাকরণের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন উদ্দীপকের বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, হাঁটাচলা এবং উদ্দেশ্যাভিমুখী সমস্ত কাজই এইসব উদ্দীপকের আওতায় আসে। তাই এই সমস্ত উদ্দীপক পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হন। উদ্দীপকের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ বলে পাঠগ্রহণের একঘেয়েমি দূরীভূত হয়।

ব্যাখ্যাকরণ পটুত্ব

বিষয় : ইতিহাস

শ্রেণি : নবম

শিক্ষক/শিক্ষিকা :

একক : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব

শিক্ষার্থী :

সময় : 7 মিনিট

দক্ষতা : ব্যাখ্যাকরণ

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতি
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব।	1. বংশ পরিচয়। 2. ক্ষমতালাভ। 3. রাজ্যবিস্তার। 4. সাম্রাজ্যসীমা। 5. কৃতিত্ব।	1. পাঠের উদ্দেশ্য।	ব্যাখ্যাকরণের সময় সঠিক আচরণগত পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অবতারণা করে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাবেন। প্রশ্নগুলি তাই উদ্দেশ্যাভিমুখী হবে। **1. কত খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করেন?** উঃ 324 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। **2. চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** উঃ চাণক্য বা কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। **3. 'ইন্ডিকা' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?** উঃ গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস 'ইন্ডিকা' গ্রন্থটি রচনা করেন। ***বোধমূলক:*** **1. কেন চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত হয়?** উঃ চন্দ্রগুপ্তের মাতা কিংবা মাতামহীর নাম ছিল মুরা। এই মুরার নাম অনুসারে মৌর্য বংশ নাম হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত পিপ্পলি বনের 'মৌরীয়' নামক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত হয়।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতি
			প্রয়োগমূলক : 1. কোন্ কোন্ গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মতো বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন? উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যেমন গ্রিকদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেছিলেন, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের বিরুদ্ধে (শকারি) ও স্কন্দগুপ্ত হুনদের আক্রমণের বিরুদ্ধে (ভারতরক্ষাকারী) সাফল্যলাভ করেন। **দক্ষতামূলক :** 1. ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান দেখাও। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, ঝিলাম, পাটলিপুত্র, মহীশূর ইত্যাদি। 2. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যে সমস্ত রাজ্যজয় করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো। 3. চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ, বিভিন্ন রাজ্যজয়ের ও জীবনাবসানের উপর একটি তারিখ রেখা (Date line) অঙ্কন করো।
		1. ভাষার স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা।	ব্যাখ্যাকরণের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা কোনো দুর্বোধ্য ও কঠিন ভাষা ব্যবহার করবেন না ভাষার ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা থাকবে প্রশ্নের ভাষাও হবে সহজসরল। যেমন— 1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে কোথায় প্রাণত্যাগ করেন? উঃ 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় চন্দ্রগুপ্ত প্রাণত্যাগ করেন। 2. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় কোন্ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন? উঃ গ্রিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।
		আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা।	ইতিহাস শিক্ষক/শিক্ষিকা আলোচনার ধারাবাহিকতা অর্থাৎ ঘটনাক্রম ও সময়ানুক্রম বজায় রাখবেন। ব্যাখ্যাকরণের সময় যাতে আলোচনার মধ্যে কোনোভাবে অপ্রাসঙ্গিকতা এসে না পড়ে সেদিকে ইতিহাস শিক্ষক/শিক্ষিকা যত্নবান হবেন। এই পটুত্ব অর্জনের জন্য কতকগুলি প্রশ্নের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতি
			1. চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কোন্ গ্রিক সেনাপতির যুদ্ধ হয়? উঃ গ্রিক সেনাপতি সেলুকাসের যুদ্ধ হয়। **2. সেলুকাস কোন্ কোন্ অংশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ছেড়ে দেন?** উঃ সন্ধির শর্তানুসারে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্তানের অন্তর্গত মাকরান প্রদেশ। **3. সেলুকাস কাকে গ্রিক দূত রূপে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় প্রেরণ করেন?** উঃ মেগাস্থিনিসকে গ্রিকদূত রূপে প্রেরণ করেন। **4. মেগাস্থিনিস কোন্ গ্রন্থ রচনা করেন?** উঃ 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থ। **5. ইন্ডিকায় মেগাস্থিনিস কটি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন?** উঃ ভারতে তখনকার সমাজে 7টি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।
		উদাহরণ, চিত্র প্রভৃতির ব্যবহার।	ব্যাখ্যাকরণ সহজ করে তোলার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য জয়ের কাহিনির প্রসঙ্গে মহাপদ্মনন্দ কিংবা প্রাচীন ভারতের অন্যান্য নৃপতিদের উদাহরণ গল্পের আকারে তুলে ধরবেন। উদাহরণ সহযোগে বিশদীকরণ করলে সহজেই পাঠকে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তোলা যায়।
		উদ্দীপকের বৈচিত্র্য	ব্যাখ্যাদানের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকার বাচনভঙ্গির পরিবর্তন, স্বরের ওঠা-নামা, হাঁটা-চলা, অঙ্গভঙ্গি ও শিক্ষোপকরণের পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ও ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠদান কার্যকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন। এই পর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকার মত বিনিময় কার্যও অপরিহার্য। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মত বিনিময় সম্ভব হয়। **1. কোন্ গ্রন্থ থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ইতিহাস জানা যায়?** উঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে। **2. কোন্ বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস জানা যায়?** উঃ মিলিন্দপঞ্হো থেকে।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
পাঠের উদ্দেশ্য	✓						
ভাষার ব্যবহার		✓					
আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা	✓						
উদাহরণ প্রদান	✓						
উদ্দীপকের বৈচিত্র্য	✓						

স্বাক্ষর :

মন্তব্য :

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
পাঠের উদ্দেশ্য	✓						
ভাষার ব্যবহার	✓						
আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা		✓					
উদাহরণ প্রদান	✓						
উদ্দীপকের বৈচিত্র্য		✓					

স্বাক্ষর :

মন্তব্য :

3. প্রশ্নকরণের পটুত্ব (Skill of questioning)

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যকে সার্থক সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে শিক্ষককে নানাধরনের কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। প্রশ্নকরণ এই রকম পদক্ষেপের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-learning process) সার্থক হয়ে ওঠে। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা যায়। প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচারক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য প্রশ্নের ভাষা হবে সহজসরল। শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী এবং একক উপএককের ধারাবাহিকতা লক্ষ করে প্রশ্নের অবতারণা করা উচিত।

প্রশ্নকরণের পটুত্বের উপাদানসমূহ (Components of skill of questioning): প্রশ্নকরণের পটুত্ব অর্জন করতে হলে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির (components) সাহায্য নিতে হয়।

(ক) ***ভাষায় স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা (Clarity and Precision of language):*** শিক্ষার্থীরা যাতে প্রশ্নগুলি বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ-সরল। প্রশ্নের লক্ষ্যের স্পষ্টতা থাকবে। উপযুক্ত স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা বজায় রেখে প্রশ্ন করলে পাঠদানের যথাযথ উদ্দেশ্য বজায় থাকে। জটিলতা বর্জন করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

(খ) ***শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপন (Link with specific objective):*** শিখনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে। প্রশ্নকরণ সবসময় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে অর্থাৎ প্রশ্নের ভাষার পরিবর্তন করতে হয়। প্রক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন সর্বদা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।

(গ) ***পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ (Refocussing and Redirecting):*** কোনো প্রশ্নের পর কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পেলে প্রশ্নের ভাষা সহজসরল করে, অন্যভাবে পরিবর্তিত প্রশ্ন উপস্থাপিত করতে হয়। অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো বিশেষ প্রশ্ন করার সময় নমনীয়তা অনুসরণ করতে হয়। আবার পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার প্রশ্নকরণের সময় কোনো পরিচিত প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে হয়। প্রশ্নকরণের সময় পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে মনোযোগী হয়।

(ঘ) ***শিক্ষার্থীদের উত্তরসূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন (Using students' responses for further questioning):*** শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নের উত্তরদান কালে সেই প্রশ্ন

সম্পর্কে সঠিকভাবে তার জ্ঞান বা বোধের বিকাশ হয়েছে কিনা তা জানার জন্য পূর্ববর্তী প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়। শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি এক্ষেত্রে প্রয়োজন। উত্তরের প্রকৃতি অনুসারে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা করে পাঠের অগ্রগতি ঘটাতে হবে। উত্তরসূত্র অনুযায়ী পরবর্তী প্রশ্ন সর্বদা পূর্ববর্তী প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(ঙ) ***শিক্ষার্থীদের উত্তরদানে সহায়ক সূত্র (Prompting):*** শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর গ্রহণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অধিক সক্রিয় হতে হয়। কিছু সূত্র (Clue) প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষককে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস বাড়ে। উত্তরদানের ভীতি নষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা পায়।

প্রশ্নকরণের পটুত্ব

বিষয় : ইতিহাস শিক্ষার্থী :

শ্রেণি : নবম সময় : 7 মিনিট

শিক্ষক/শিক্ষিকা : দক্ষতা : প্রশ্নকরণ

একক : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতি
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব। (খ্রিস্টপূর্ব 324 অব্দ থেকে 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)	1. বংশ পরিচয় 2. ক্ষমতালাভ। 3. রাজ্যবিস্তার। 4. কৃতিত্ব।	1. ভাষার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা	শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত প্রশ্ন করবেন সেগুলির ভাষা যেন সহজ সরল ও নির্ভুল হয়। প্রশ্নের ভাষার মধ্যে যেন স্বচ্ছতা থাকে, যেমন— **1. চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম কী?** উ: চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মুরা। **2. চন্দ্রগুপ্ত কোন্ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন?** উ: মৌর্যবংশ।
		2. শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।	আলোচ্য বিষয়টি পাঠদানের মূল উদ্দেশ্যের (জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য) সঙ্গে সংযোগস্থাপন করার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নের প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করবেন। **1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে সিংহাসনে আরোহণ করেন?** (জ্ঞানমূলক) উ: 324 খিস্টপূর্বাব্দে। **2. কেন চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিত হয়?** (বোধমূলক) উ: চন্দ্রগুপ্তের মাতা/মাতামহী মুরার নাম অনুসারে মৌর্য বংশের নামকরণ হয়। আবার চন্দ্রগুপ্ত 'মৌরীয়' বংশের সন্তান ছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্যবংশ নামে পরিচিতি হয়। **3. গ্রিক মৈত্রীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।** (প্রয়োগমূলক) উ: চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের মৈত্রীর ফলে সেলুকাসের কন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। গ্রিক দূত রূপে মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আসেন, গ্রিস দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দ্বার উন্মোচিত হয়। গান্ধার শিল্প এই মৈত্রীরই ফল বলা যেতে পারে।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতি
			4. চন্দ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করো। (দক্ষতামূলক) উঃ চন্দ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যের তালিকা 1. কাবুল 2. কান্দাহার 3. হিরাট 4. মারকান 5. মালব 6. সৌরাষ্ট্র 7. কোঙ্কন 8. মহীশূর 9. দক্ষিণের তিনেভেলি জেলা।
		3. পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ।	কোনো প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত উত্তর না এলে শিক্ষক/শিক্ষার্থী সহজ সরলভাবে কোনো প্রশ্নের উপর পুনরায় আলোকপাত করবেন ও অনুরূপ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে প্রশ্ন করবেন। যেমন— 1. **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে নন্দবংশ ধ্বংস করেন?** উ: চাণক্যের সাহায্য নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশ ধ্বংস করেন। 2. **নন্দবংশ ধ্বংস সাধনে কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সাহায্য করেন?** উ: চাণক্য। 3. **কাকে পরাজিত করে নন্দবংশের ধ্বংস সাধন সম্ভব হয়?** উ: ধননন্দকে পরাজিত করে।
		শিক্ষার্থীদের উত্তরসূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন	**1. চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** উ: চাণক্য বা কৌটিল্য। **2. কৌটিল কোন্ গ্রন্থ রচনা করেন?** উ: অর্থশাস্ত্র। **3. অর্থশাস্ত্র থেকে কী জানা যায়?** উ: অর্থশাস্ত্র থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্যক্তিগত জীবন, মৌর্য সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়।
		উত্তরদানের সহায়ক তথ্য।	প্র: আচ্ছা বল তো 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ কে রচনা করেন? শিক্ষার্থী : নিরুত্তর। শিক্ষক : আচ্ছা বলো দেখি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় কোন্ গ্রিকদূত এসেছিলেন? শিক্ষার্থী : মেগাস্থিনিস। শিক্ষক : এই মেগাস্থিনিস একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেটির নাম—ইন্ .... শিক্ষার্থী : ইন্ডিকা স্যার। শিক্ষক : বসো, ঠিক বলেছ। মেগাস্থিনিসই 'ইন্ডিকা গ্রন্থ' রচনা করেন।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
ভাষার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা	✔						
শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।		✔					
পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ।	✔						
শিক্ষার্থীদের উত্তর সূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন	✔						
উত্তরদানের সহায়ক তথ্য।	✔						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর:

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
ভাষার স্পষ্টতা ও নির্ভুলতা	✔						
শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।	✔						
পুনরালোকপাত ও পুনর্নির্দেশ।		✔					
শিক্ষার্থীদের উত্তর সূত্রে পরবর্তী প্রশ্ন		✔					
উত্তরদানের সহায়ক তথ্য।	✔						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

4. ব্ল্যাকবোর্ড (কৃষ্ণফলক) ব্যবহারের পটুত্ব (Skill of using blackboard):

শ্রেণিকক্ষে ব্ল্যাকবোর্ড একটি সহজপ্রাপ্য অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষাসহায়ক প্রদীপন। পাঠদানের সময় শিক্ষককে পাঠের মূল বিষয়, উৎস ও পাঠের উল্লেখযোগ্য ধারণা কৃষ্ণফলকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বোর্ডে লিপিবদ্ধ করলে তা সমস্ত শিক্ষার্থীর দৃষ্টিগোচর হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে নানাধরনের চিত্র, Sketch, লেখচিত্র, মানচিত্র অঙ্কন করে পাঠ্যবিষয়ের বহু দুর্বোধ্য অংশ সহজবোধ্য করে তোলা যায়। তবে এক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষোপকরণে ব্যবহৃত তথ্যাদি যাতে ব্ল্যাকবোর্ডে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ডে পাঁচটি উপাদান আছে। যথা—

1. ***উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা:*** শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সমস্ত তথ্য তুলে ধরবেন এবং ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন সেগুলির উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক বিকাশের অনুসারী কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করেই তবে কৃষ্ণফলকের কাজে অগ্রসর হতে হবে।
2. ***লেখার ক্ষেত্রে নমনীয়তা ও বোধ্যতা:*** ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত তথ্য, চিত্র, চার্ট যেন সুন্দর ও নমনীয় হয়। হস্তাক্ষর যেন সুস্পষ্ট ও নির্ভুল বানান যুক্ত হয়।
3. ***পঙ্‌ক্তি, ফাঁক ও সময়:*** বোর্ডে লেখার সময় যেন দুটি শব্দ, লাইনের মধ্যে ফাঁক থাকে। একটি অনুচ্ছেদ থেকে অপর একটি অনুচ্ছেদ বা পঙ্‌ক্তি যেন আলাদা হয়।
4. ***উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার:*** ব্ল্যাকবোর্ডের কাজকে সহজ করে তোলার জন্য ও উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনে স্কেল, কম্পাস, রঙিন চক ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।
5. ***শিক্ষার্থীদের উত্তর ব্যবহার:*** শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশের চাহিদাকে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা লাভ করে।

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব।	1. বংশ পরিচয়। 2. ক্ষমতালাভ। 3. রাজ্যবিস্তার। 4. কৃতিত্ব।	1. উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা।	পাঠদানের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রেখে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ক্ষেত্র, আনুভূতিক ক্ষেত্র ও সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রে বিকাশের কথা মনে রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি ও প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে গৃহীত উত্তরগুলি সংক্ষেপে লিখে দেবেন। 1. কবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞানমূলক) উঃ 324 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। 2. কেন ধননন্দ জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন? (বোধমূলক) উঃ স্বৈরাচারিতার জন্য। 3. চন্দ্রগুপ্তের মতো কোন মৌর্যসম্রাটের সময় গ্রিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল? (প্রয়োগ) উঃ সম্রাট অশোকের সময়।
		2. হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ে সহজবোধ্যতা	স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষর ও নির্ভুল বানান বজায় রেখে বোর্ডের কাজ এই উপাদানের প্রধান অঙ্গ। পিছনের বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীরা যাতে দেখতে পায় ও বুঝতে পারে, সেই জন্য সুন্দর হরফ ও প্রয়োজন মতো বড়ো-বড়ো হরফে লিখতে হবে।
		3. সরল রেখা, সময়, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির ব্যবহার।	বোর্ডে লেখা প্রতিটি শব্দ পঙ্‌ক্তি ও অনুচ্ছেদের মধ্যে যেন প্রয়োজনীয় ব্যবধান থাকে। বানান যেন নির্ভুল হয়। চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক আলাদা আলাদা ভাবে তুলে ধরা হবে। **কৃতিত্ব :** 1. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতারূপে কৃতিত্ব।

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
			2. রাজ্যবিজেতা রূপে কৃতিত্ব। 3. সামরিক সংগঠক রূপে কৃতিত্ব। 4. অর্থনৈতিক সংস্কারক রূপে কৃতিত্ব। 5. দক্ষ প্রশাসক রূপে কৃতিত্ব। 6. প্রজাহিতৈষী শাসক রূপে কৃতিত্ব ইত্যাদি। 7. মূল্যায়ন।
		4. উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার।	শিক্ষক/শিক্ষিকা ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে রঙিন চক, স্কেল, কম্পাস ইত্যাদি ব্যবহার করবেন।
		5. শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ।	শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত শিক্ষার্থীর উত্তরসমূহ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে নিতে হবে। যেমন— **1. চন্দ্রগুপ্ত কোন্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন?** উ: মৌর্য বংশ (বোর্ডে লেখা হবে)। **2. কবে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা হয়?** উ: 324 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। (বোর্ডে লেখা হবে)। **3. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে দেহত্যাগ করেন?** উ: 300 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। (বোর্ডে লেখা হবে)।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা	✓						
হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ে সহজবোধ্যতা		✓					
সরল রেখা, সময়, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির	✓						
উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার।	✓						
শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ।	✓						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর:

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত:

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা	✓						
হস্তাক্ষর ও লেখনীর বিষয়ে সহজবোধ্যতা	✓						
সরল রেখা, সময়, শব্দ ও পঙ্‌ক্তির ব্যবহার		✓					
উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার।		✓					
শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ।	✓						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

5. পাঠ সমাপ্তিকরণ পটুত্ব (Skill of Closure)

শ্রেণিকক্ষে একটি বৃহৎ বিষয় (content) পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর সামনে সমস্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করে সমগ্র পাঠটির কার্যকরী সমাপ্ত করা প্রয়োজন।

এইভাবে পাঠ সমাপ্ত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং ভবিষ্যৎ পাঠদানের ইঙ্গিত (Future lesson task) দিয়ে সমাপ্তিকরণ পর্বের ইতি টানতে হয়।

পাঠ সমাপ্তিকরণের উপাদানসমূহ (Components of skill of closure):

1. *সংক্ষিপ্তকরণ:* পাঠদান কার্যের শেষ পর্বে উপসংহারে শিক্ষক/শিক্ষিকা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার প্রধান বক্তব্যগুলি চিহ্নিত করবেন।
2. *ভবিষ্যৎ পাঠের সঙ্গে সংযোগসাধন:* শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠের মূল বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠ সমাপন ও ভবিষ্যৎ পাঠের কী আলোচনা হবে তা ঘোষণা করবেন।
3. *প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ:* পাঠের অবতারণার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করেছিলেন তার প্রধান অংশগুলি পুনরায় সমাপ্তিকরণ পর্বে তুলে ধরতে হবে।
4. *মূল্যায়নের সঙ্গে সংযোগসাধন:* পাঠদানের শেষে বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা কয়েকটি প্রশ্ন সমাপ্তিকরণ পর্বে উপস্থাপন করবেন এবং উপযুক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জেনে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
5. *উপযুক্ত গৃহকার্য বা দক্ষতা নির্ধারণ:* শিক্ষক/শিক্ষিকা উপযুক্ত গৃহকাজ নির্দিষ্ট করে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীরা কলম/পেনসিলের সাহায্যে স্বহস্তে কিছু করার দক্ষতা অর্জন করবেন।

পাঠ সমাপ্তিকরণ পটুত্ব

একক	বিষয়বস্তু	উপাদান	পদ্ধতিগত বিশদীকরণ
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব। (324-300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)	1. বংশ পরিচয়। 2. ক্ষমতালাভ। 3. রাজ্যবিস্তার। 4. কৃতিত্ব।	1. বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার।	পাঠ্য বিষয় আলোচনার শেষপর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিষয়টির সারাংশ তুলে ধরবেন। কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তকরণ হতে পারে। যেমন শিক্ষক /শিক্ষিকা ঘোষণা করবেন আজ আমরা যে সমস্ত বিষয় জানলাম সেগুলি হল— 1. কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশ ধ্বংস করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন? 2. চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় কী ছিল? 3. তিনি কোন্ কোন্ রাজ্যজয় করেছিলেন? 4. চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব নির্ণয় করো ইত্যাদি।
		2. প্রধান বক্তব্য চিহ্নিতকরণ ও সংযোগ স্থাপন।	শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠ সমাপ্তিপর্বে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র মহামতি অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করা হবে বলে ঘোষণা করেন।
		3. পরবর্তী পাঠের সঙ্গে সংযোগ বিধান।	শিক্ষক/শিক্ষিকা সমাপ্তিপর্বে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ, বংশ পরিচয়, সাম্রাজ্য জয় ও বিভিন্ন প্রতিভার উপর আলোকপাত করে পাঠ সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।
		4. মূল্যায়ন।	সমাপ্তিপর্বে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন ও পাঠের অগ্রগতি পরিমাপ করা হবে, যেমন— **1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে সিংহাসন আরোহণ করেন?** উ: 324 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। **2. চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** উ: কৌটিল্য বা চাণক্য।
		5. পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ।	গৃহকাজের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা দক্ষতা-মূলক বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করবেন। 1. চন্দ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যগুলির তালিকা প্রস্তুত করো। 2. সময় রেখায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ কাল, মৃত্যুর কাল চিহ্নিত করো।

প্রথম পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার	✓						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিত-করণ ও সংযোগ স্থাপন		✓					
পরবর্তী পাঠের সঙ্গে সংযোগ বিধান	✓						
মূল্যায়ন	✓						
পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ	✓						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর:

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের মতামত

উপাদান	Excellent	Very good	Good	Average	Below Average	Poor	Very Poor
বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার	✓						
প্রধান বক্তব্য চিহ্নিত-করণ ও সংযোগ স্থাপন		✓					
পরবর্তী পাঠের সঙ্গে সংযোগ বিধান	✓						
মূল্যায়ন	✓						
পাঠের দক্ষতা নির্ধারণ	✓						

মন্তব্য : শিক্ষক/শিক্ষিকা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষোপকরণের ব্যবহার করে মূল বক্তব্য চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাক্ষর :

সমন্বিত শিক্ষণ/শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ
(Integrated Teaching / Teaching in Classroom)

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সমন্বিত শ্রেণি শিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিভিন্ন একক, উপএককগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং অন্যান্য বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ক্রিয়া বর্তমানে একটি উন্নত শিক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি (Teaching Approach) ও শিক্ষণ কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

তাই পাঠ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনকালে বিষয়বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক এবং অন্যান্য বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়বস্তুর (content) সম্পর্ক শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে তাদের সাঙ্গীকৃত এবং অখণ্ড জ্ঞানদানের আয়োজন করা হয়।

প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকগণ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ (Association) প্রতিষ্ঠা করে অখণ্ড জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করতেন, কারণ জ্ঞান কখনোই খণ্ডিত থাকে না। জ্ঞানের চরিত্রই অখণ্ড ও অবিভাজ্য। শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই বিভিন্ন বিষয় বা জ্ঞানের শাখার উদ্ভব হয়েছে। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের ধারণা (Integration) সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই সমন্বিত সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনটি ধারণার উপর আলোকপাত করা যায়—

1. অনুবন্ধন (Cor relation)
2. কেন্দ্রায়ন (Concentration)
3. সমন্বয়ন (Integration)

অনুবন্ধন:

শিক্ষাবিদ হার্বার্টের শিক্ষাচিন্তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণি শিক্ষণে অনুবন্ধন নীতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। হার্বার্টের মতে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। ফলে নতুন জ্ঞান আহরণ পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবমনে একটি অভিজ্ঞতা জট (Apperceptive Mass) তৈরি করে। তাই নতুন অভিজ্ঞতাকে সবসময় অভিজ্ঞতা জটে নিবদ্ধ পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নতুন অভিজ্ঞতার যথার্থতা যাচাই করতে হয়।

অভিজ্ঞতার এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানের স্রোত অব্যাহত রাখা হয়। সুসংবদ্ধ চিন্তাস্রোত (Flow of thought) সৃষ্টি করাই শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। **হার্বার্ট** তাই বলেছেন, "Since character depends upon will, will upon desire, desire upon interest and interest upon circle of thought in which the whole interactivity has its abode, it follows that the many business of education lies here, for a strong character can be formed only by cultivating an extensive and coherent circle of throught." আধুনিক

শিক্ষাব্যবস্থায় অনুবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয় পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষণকার্য পরিচালনা করতে হবে। তাই শিক্ষণের সময় অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন উপএককগুলির মধ্যে উল্লম্ব ও আনুভূমিক (Vertical & Horizontal) সম্পর্ক স্থাপন শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অন্যতম মূলনীতি।

পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রক্রিয়াকে **আনুভূমিক অনুবন্ধন** বলা হয়। যেমন—ইতিহাস পাঠের সময় ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও ঘটনার বিবর্তনের উপর মানুষের জীবনবৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক প্রভাব আলোচনা করা হয়।

আবার অনেক সময় একই বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগকে আমরা পৃথক মনে করি এবং পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন একক, উপএককগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা করে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করি। এই বিভাজন অখণ্ড জ্ঞান অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধনকে বলে আলম্ব অনুবন্ধন।

এই অনুবন্ধন পরিকল্পনামাফিক হলে তাকে পরিকল্পিত অনুবন্ধন এবং পাঠদানকালে হঠাৎ এই অনুবন্ধন সৃষ্টি করা হলে তাকে আকস্মিক অনুবন্ধন বলা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক যখন পাঠদানকালে ফুটে ওঠে সেই অনুবন্ধনকে বলা হয় স্বাভাবিক অনুবন্ধন। আবার উদাহরণ সহযোগে কৃত্রিম অনুবন্ধ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

অনুবন্ধের শ্রেণিবিভাগ

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের অনুবন্ধের মাধ্যমে সমন্বিত শিখন ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়। এই প্রণালীতে শিক্ষণ শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করে, সর্বোপরি জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটায়।

কেন্দ্রায়ন:

যে শিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে একটি বিষয়কে শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাকে কেন্দ্রায়ন বলে। মহাত্মা গান্ধি এই কেন্দ্রায়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয়নের মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ এই ব্যবস্থায় একটি শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা হত।

কেন্দ্রায়নের বিভিন্ন ডায়াগ্রাম

সমন্বয়ন:

সমন্বয়ন হল জ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে যান্ত্রিক বিভেদের সীমারেখা ভেঙে দিয়ে সমস্ত বিষয়কে সমন্বিত করে শিক্ষাদান।
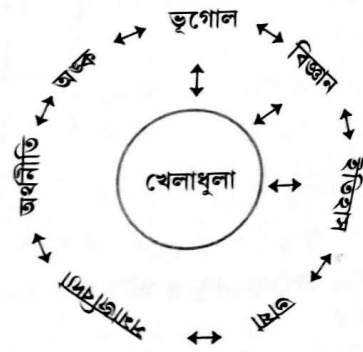
সমন্বয়নের ডায়াগ্রাম

সমন্বয়ন পদ্ধতির সূচনা করেন **জন ডিউই**। প্রকল্প পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় এই সমন্বয়ন কার্যকরী হয়। গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষাচিন্তাতেও এই সমন্বয়নের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

সমন্বয়নের সুবিধা (Advantages of Integration)

প্রথমত, সমন্বিত শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয়বস্তু অর্থবহ (Meaningful) হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, সমন্বয়নের ফলে বিভিন্ন ধারণার সংমিশ্রণ ঘটে (Fusion)। ফলে শিক্ষার্থীদের একক ও অখণ্ড জ্ঞান আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষা গ্রহণকালে সমন্বয়নের চেষ্টার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মসক্রিয়তার সৃষ্টি হয়। তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়।

চতুর্থত, সমন্বিত শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী করে তোলে। তারা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিষয়জ্ঞানের আহরণে সক্রিয় হয়। অর্থপূর্ণ শিখন সম্ভব হয়। শিক্ষণ-শিখনে স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত, সমন্বিত শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। তাই তাদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ দ্রুত হয়।

ষষ্ঠত, সমন্বিত শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও সমস্যাসমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

সমন্বিত শিক্ষণের অসুবিধা (Disadvantages in Integrated Teaching)

প্রথমত, সমন্বিত শিক্ষণে সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন এবং পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে পাঠ্য বিষয়বস্তুর শিক্ষণ উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত, অখণ্ড ও অবিভাজ্য জ্ঞান আহরণ সমন্বয়নের মূল লক্ষ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সমন্বিত শিক্ষণ কৌশল অবলম্বন করলে শ্রেণিশৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার্থীদের অনেক সময় মনে হয় যে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য এই শিক্ষণে ব্যাহত হচ্ছে।

চতুর্থত, সমস্ত শিক্ষার্থীর বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান আ... সুযোগ সৃষ্টি হয় না। শুধুমাত্র সমন্বয়নের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শিক্ষক-শি... শিখন লক্ষ্য থেকে দূরে সরে আসেন।
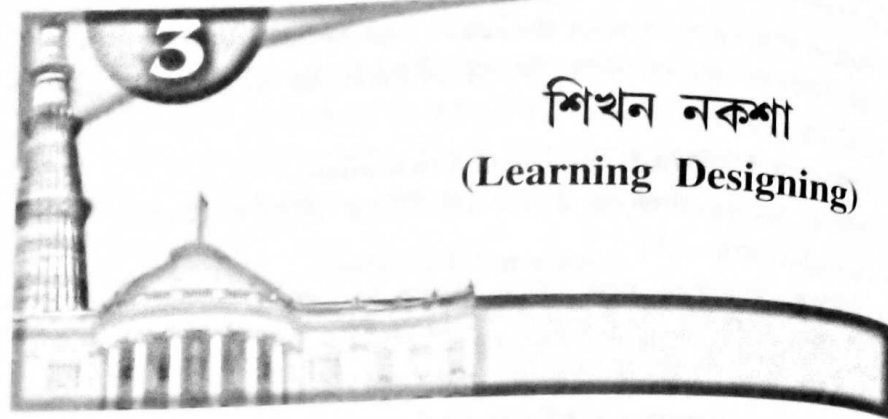
3 শিখন নকশা (Learning Designing)

শিখন নকশার ধারণা (Concept of Learning Design)

বর্তমান শ্রেণি শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীদের একইরকম শিক্ষণ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকা সকল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মোটামুটি একই রকমের শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করেন এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের একই সময় ধরে একই পাঠ রপ্ত করতে হয় ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু গড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী, উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী এবং কম বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী—এই তিন ধরনের ছাত্রছাত্রীদের সকলের উপযোগী করে শিক্ষণকার্য পরিচালনা এবং এই তিন শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া (Feedback) গ্রহণ ও পারদর্শিতা যাচাই করা নিতান্ত একটি কঠিন কাজ। আবার শ্রেণিগত শিখনে শিক্ষার্থীদের চাহিদামতো শিখন পরিবেশ রচনা করা সম্ভব না হলে শ্রেণি শিখনের অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পলায়নে অভ্যস্ত হয়। অপচয় ও অনুন্নয়ন জাতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে গুণগত শিখনমান (Quality Learning) এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর অর্থপূর্ণ শিখন (Mastery Learning) ব্যাহত হয়।

শ্রেণি শিখনে এই সমস্ত অসুবিধা দূর করতে শিখন-নকশা (Learning Design)-এর আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে। শিখন-নকশা ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকরী শ্রেণি শিখন বাস্তবায়িত হয়েছে।

শিখন-নকশা তৈরিতে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন G Paquette. 1999 খ্রিস্টাব্দে G Paquette তাঁর 'Meta-Knowledge Representation for Learning Scenarios Engineering' গ্রন্থে শিখন নকশার কাঠামো তুলে ধরেন। তাঁর মতে "Learning Design is the result of a knowledge engineering process, where knowledge and competencies, Learning design and delivery models are constructed in an Integrated framework." শিখন-নকশা

(Learning Design) 'Graphical Knowledge Modelling'-এর উপর নির্ভরশীল।

শিখন-নকশা রচনা করার সময় দুটি অনিবার্য প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। এই প্রশ্ন দুটি হল:

1. কী ধরনের জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন এবং ওই জ্ঞান আহরণের জন্য কী ধরনের শিক্ষণ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন।
2. সর্বাধিক উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জনের জন্য কী ধরনের শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন।

উপরোক্ত দুটি প্রশ্নের সমাধানের জন্য অর্থাৎ শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সেই উদ্দেশ্যমুখী শিখন পরিবেশ রচনা শিখন-নকশার মূল লক্ষ্য।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান একটি সংযোগমূলক প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে ধারণা বা অনুভূতির সঞ্চালনকে সংযোগ স্থাপন বা Communication বলা হয়। শ্রেণিশিক্ষণ পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্থাৎ প্রেরক ও গ্রাহকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত না হলে শ্রেণি শিখনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা গ্রহণ করতে না পারলে সঠিক প্রতিক্রিয়া জানাতে অসমর্থ হয়। তাই Graphical Knowledge Modelling-এর মাধ্যমে এই শূন্যতা দূর করা যায়। গ্রাফ, চিত্র, মডেল, ডায়াগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন-নকশা সম্পাদন করলে শিখন উদ্দেশ্যগুলি সহজে অর্জন করা সম্ভবপর হয়।

এটা বলা হয়ে থাকে যে শব্দের থেকে ছবির মূল্য হাজার গুণ বেশি। বিষয়বস্তুর ধারণা (concept) উপস্থাপন পদ্ধতি (procedure) এবং উপস্থাপনের নীতি সম্পর্কে তাই স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। যিনি সংযোগ স্থাপন করতে চান, তিনি প্রথমে তাঁর চিন্তাভাবনা, তথ্য বা অনুভূতি সঞ্চালনের জন্য শব্দ, চিত্র বা প্রতীক নির্বাচন করে তা গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন। গ্রাহক সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করে প্রেরকের বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। গ্রাহক সেগুলির অর্থ উপলব্ধি করে শব্দ বা প্রতীক ব্যবহার করে প্রেরককে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর উপস্থাপিত তথ্য ও ধারণা উপলব্ধি করেছেন। এটিকে পশ্চাৎ উপলব্ধি বা Feedback Channel বলা যায়। এই সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া একটি চিত্ররূপের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে।
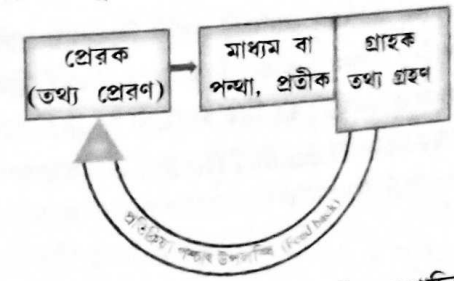
শ্রেণিকক্ষে সংযোগস্থাপন পদ্ধতির রেখাচিত্র

Paquetle (1996, 2002, 2003) শ্রেণিকক্ষে 6টি মূল সংযোগের কথা বলেছেন।

1. Instantiation Link: এই ধরনের সংযোগে বিমূর্ত ধারণার সঙ্গো গ্রাহকের সংযোগসাধনের কথা বলা হয়। (I)
2. Composition Link: এই ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে একটি শ্রেণির সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণির সংযোগ, একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গো অন্যান্য প্রক্রিয়ার সংযোগ এবং একটি নীতির সঙ্গো কয়েকটি বিধিবদ্ধ নীতির সংযোগ বোঝানো হয়। (C)
3. Specialization Link: এই ধরনের সংযোগের ক্ষেত্রে দুটি বিমূর্ত ধারণার মধ্যে কোন্‌টি কম বিমূর্ত তা নির্ধারণ করা হয়। (S)
4. The Procedural Link: এই ধরনের সংযোগে দুটি পদ্ধতিগত সংযোগের কথা তুলে ধরা হয়। (P)
5. The Input product Link: এই ধরনের সংযোগে একটি ধারণার সঙ্গো একটি পদ্ধতির সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়। (I/P)
6. Regulation Link: এই ধরনের সংযোগে একটি নীতির সঙ্গো অন্য একটি শ্রেণির সংযোগ বোঝানো হয়। (R)

যোগাযোগের মাধ্যম: উপরোক্ত সম্পর্কগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের মাধ্যম হিসেবে সাংকেতিক চিহ্ন, চ্যানেল, মৌখিক, প্রতীক ও লেখচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। নীচের চার্টে যোগাযোগের মাধ্যম তুলে ধরা হল।
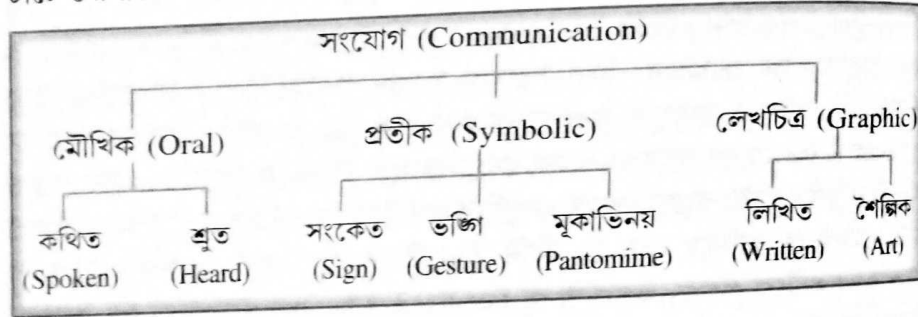
শ্রেণিকক্ষে সংযোগ

শ্রেণি শিখন বলা হয়ে থাকে যে সক্রিয় সংযোগ কার্যকরী শ্রেণি শিখনের চাবিকাঠি। শ্রেণি শিখন পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উভয়মুখী পারস্পরিক সংযোগ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কার্যকরী ও ফলপ্রসূ শিখনে সাফল্য এনে দেয়। এই মিথ সংযোগ (Inter-communication) যেন অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন হয়। তবেই Learning Design-এর ধারণা সার্থক ও অর্থবহ হয়।
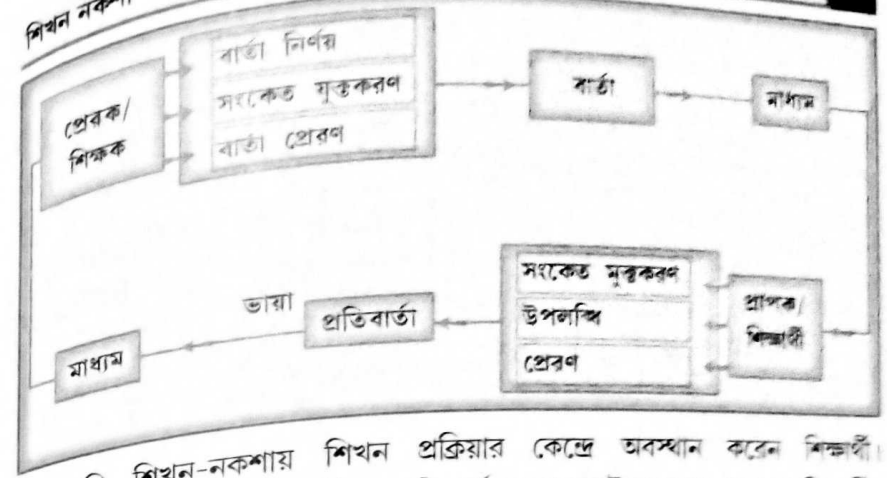
শ্রেণি শিখন-নকশায় শিখন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করেন শিক্ষার্থী। শিক্ষক/শিক্ষিকা কেবল শিক্ষার্থীদের প্রতিবার্তা প্রেরণ করেই ক্ষান্ত থাকবেন না, শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বার্তা প্রত্যাবর্তনটি হল আসল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রেরিত বার্তাটি সংকেত মুক্ত করে। সংযোগ চলাকালীন সময় যেন অন্যান্য চলরাশিগুলি বাধার সৃষ্টি না করে সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকার নজর রাখা প্রয়োজন। প্রযুক্তির ভাষায় বলা যায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা যে Input দেন তার প্রক্রিয়াকরণের (Processing) মাধ্যমে output বা প্রতিক্রিয়া অর্জনই শিখন-নকশার মূল কথা।
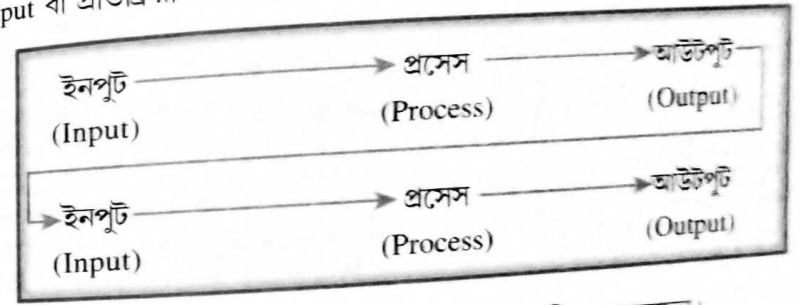
Paquette (2006) শিখন-নকশাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

1. প্রক্রিয়া (Process)
2. পদ্ধতি (Methods)
3. সমষ্টিমূলকতন্ত্র বা কাঠামো (Collaborative System)

Paquette বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের মডেলের বিভাজনের মাধ্যমে শিখন-নকশার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সমস্ত ধারণা বা বার্তা প্রেরণ করেন সেই বার্তা বা ধারণা থেকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

এখানে জ্ঞান মডেলটি দেখানো হল।

Set of Examples
Factual
Set of Traces
Set of Statements
Taxonomies and Typologies
Component Systems
Conceptual Models
Hybrid Conceptual Systems
Series Procedures
Knowledge
Procedural Models
Parallel Procedures
Interactive Procedures
Definitions, Norms and Constraints
Laws and Theories
Models
Decision Trees
Control Rules
Processes
Processes and Methods
Methods
Collaborative Systems

Taxonomy of Knowledge Model Categories

নিম্নে শিখন-নকশা তৈরির জন্য যে সমস্ত সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলিকে Instantiation Link (I), Composition Link (C), Specalization Link (s), Procedural Link (P), Regulation Link (R) ইত্যাদির উপর গুরুত্ব
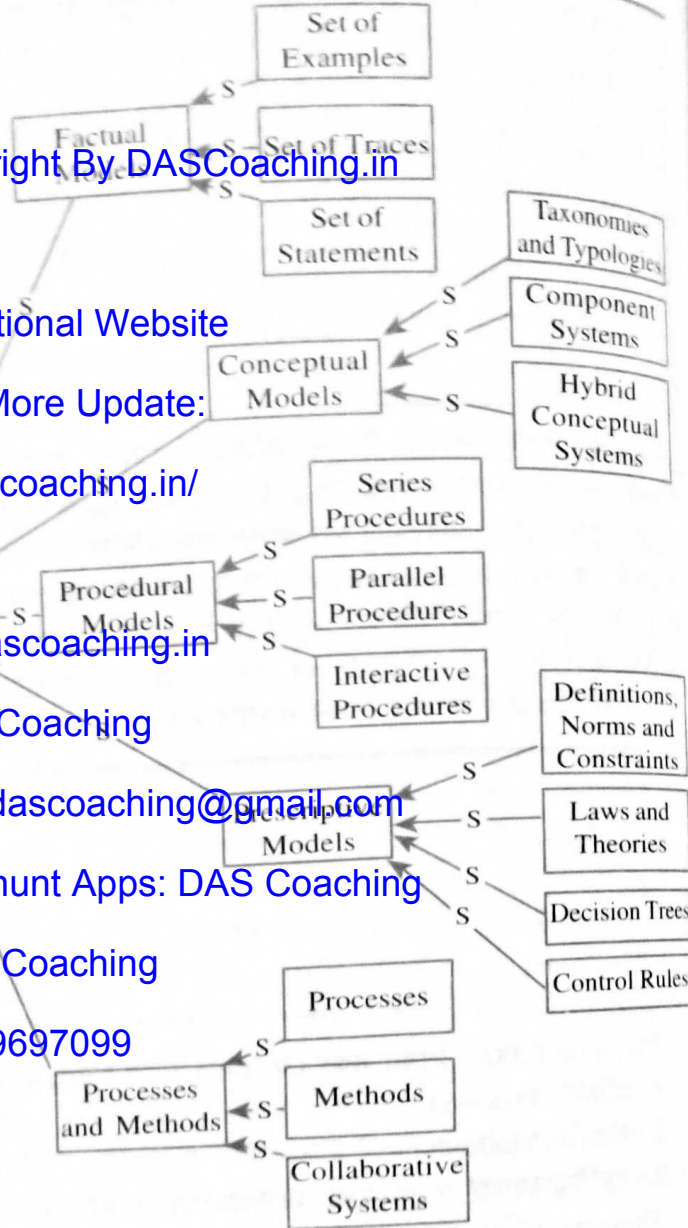
আরোপ করা হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সমস্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে উপযুক্ত শ্রেণি শিখন পরিবেশ রচনা করা যায় এবং যথার্থ শিখন সম্ভব (Effective Learning) হয়। নিম্নে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক উপস্থাপন করে শিখন পরিবেশের সৃষ্টির উপর আলোকপাত করা হল।

R LINK

Learner role —R→ Environment

—R→

Staff —R→ Any Activity Structure

Time limit —R→ Any Action (except Method)

On completion —R→ Any Action (except Activity Stucture and external Uol)

Number to select —R→ Activity Structure

P LINK

Any Action (except Method and Play)

P

Any Action (except Method and Play)
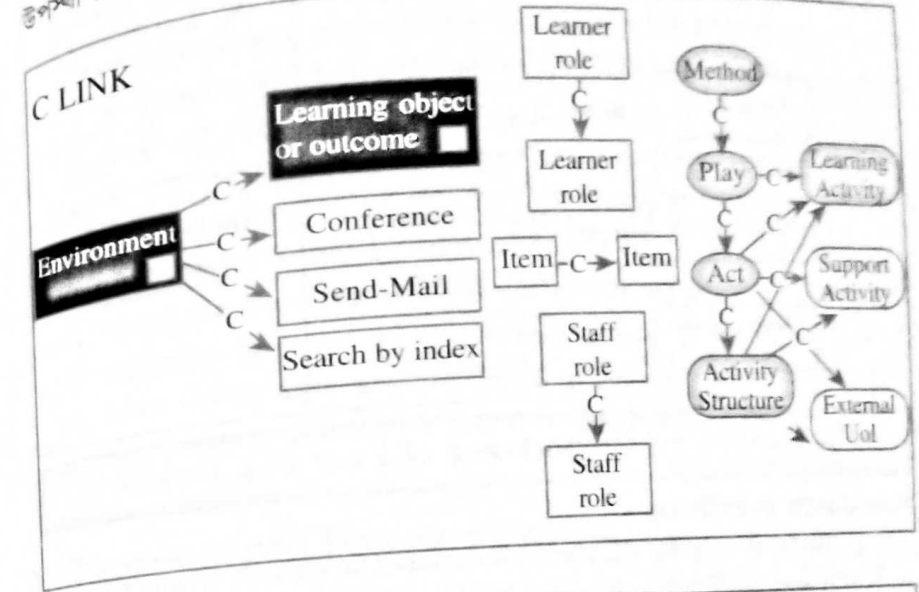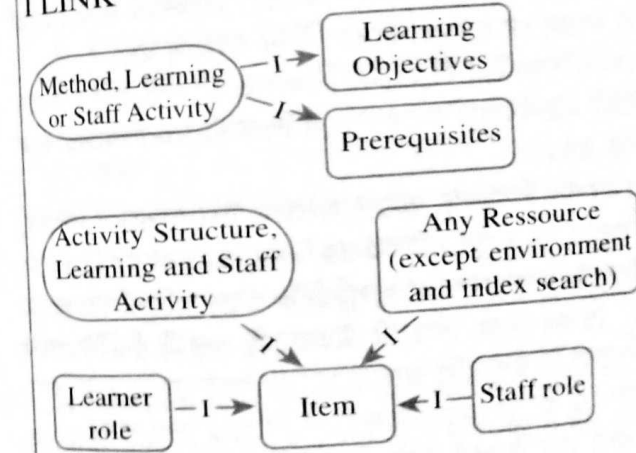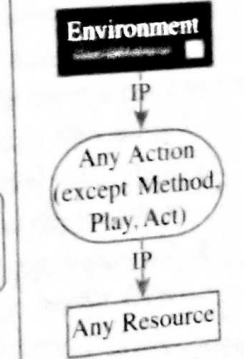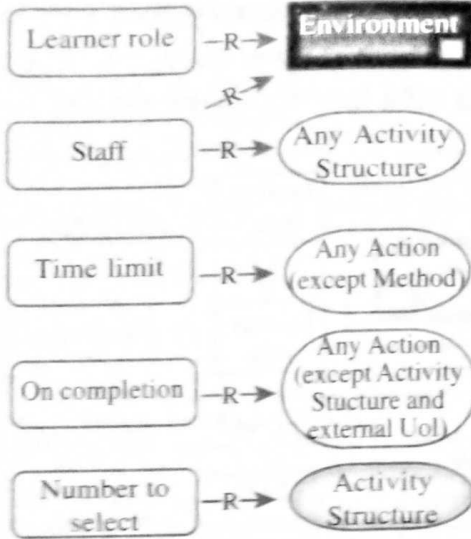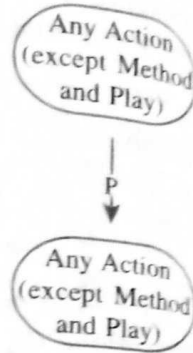
শিখন নকশার গুরুত্ব (Importance of Learning Designing)

শিখন নকশার গুরুত্বগুলি হল—

1. শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে শিখন নকশা বিশেষভাবে ব্যবহারযোগ্য কারণ এখানে একটি গঠনগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।
2. শিখন নকশার মাধ্যমে শিক্ষক বা শিক্ষিকা (শিক্ষাবিদ) শিক্ষণীয় কার্যাবলিকে এমনভাবে সুসজ্জিত করেন যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন ফলপ্রসূ হয়।
3. নির্দিষ্ট পাঠ্য একক থেকে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের শিক্ষাগত উদ্দেশ্যাবলি আহরণে সক্ষম হবে তার উল্লেখ এই নকশায় থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের শিখনের কাজ অনেক বেশি গঠনগত হয়।
4. একটি ভালো শিখন নকশায় বিষয়বস্তু, তাদের সংগঠন উপস্থাপনের পদ্ধতি, মূল্যায়নের কৌশল প্রভৃতি সমস্ত পূর্ব পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।
5. শিখন নকশা হল শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার একটি কৌশল, যা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। শিখনের উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সাহায্য করে। ফলে সময় এবং শক্তি উভয়েরই যথাযথ ও প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
6. এখানে সহসম্পর্ক এবং সংযুক্তিকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং পাঠ্য বিষয়ের নতুন জ্ঞানের মধ্যে সংযোগসাধন করা হয়, একটি বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা যায় এবং তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যাবহারিক জ্ঞানের সেতুবন্ধন করা সম্ভব হয়।

7. একটি শিখন নকশার কাঠামোর মধ্যে নির্দেশনার কৌশল, ব্লুম ট্যাক্সোনমি এবং জ্ঞানগত শিক্ষানবিশির মধ্যে পারস্পরিক সহসম্পর্ক লক্ষ করা যায়।
8. পাঠ্যজ্ঞান, শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত জ্ঞানের সমন্বিত সৃষ্টি হল শিখন নকশা, যা শিক্ষার্থীদের সার্বিক এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাগ্রহণে সহায়তা করে।
9. কোনো একটি পাঠ শিখনের জন্য যে সমস্ত কৌশল, শিক্ষাসহায়ক উপকরণের প্রয়োজন হয় তার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়, শিখন নকশার মাধ্যমে।
10. শিখন নকশার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক বা শিক্ষিকা উভয়েই ফিডব্যাক পেয়ে থাকে। এই ফিডব্যাক পাওয়ার কৌশলই হল মূল্যায়ন।
11. শিখন নকশাতে শিক্ষার্থীর অর্জিত নতুন জ্ঞানের পুনরালোচনা, ব্যাবহারিক কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে জ্ঞানগত সংগঠনকে সুদৃঢ় করা হয়।
12. শিখন নকশায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে স্বীকার করা হয়।
13. শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা, সহসম্পর্ক, দলগত কার্যসাধনের উপর ভিত্তি করে তাদের শ্রেণিকরণে শিখন নকশা সাহায্য করে।
14. শিখন নকশার মধ্যে আচরণের বিভিন্ন উপাদান এবং শিক্ষণের লক্ষ্যগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক, শিক্ষিকা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করতে পারে।

হার্বার্টীয় ধারণা অনুযায়ী শিখন নকশার স্তরসমূহ (Steps of Learning Design According to Herbartian Theory)

হার্বার্ট একটি শিখন নকশা প্রস্তুতের জন্য 5টি ধাপ বা স্তরের কথা বলেছেন—

1. Preparation (প্রস্তুতির স্তর)
2. Presentation (উপস্থাপন স্তর)
3. Comparison and Association Stage (তুলনা এবং সম্বন্ধ স্থাপনের স্তর)
4. Generalization (সাধারণীকরণ স্তর)
5. Application Stage (প্রয়োগ স্তর)

হার্বার্ট অনুমোদিত উপরোক্ত পাঁচটি স্তরের উপর ভিত্তি করে একটি পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো নিম্নে দেওয়া হল—

A. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ: এই অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষার্থী-শিক্ষক (Pupil-teacher) তার নোট বই এবং বোর্ডফলকে লিখবেন—

- শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা
- শ্রেণি
- বিষয়ের নাম

- আজকের পাঠ (পাঠ ঘোষণার পর শিক্ষার্থী-শিক্ষক পাঠের বিষয়টি লিখবেন)
- পাঠদানের তারিখ
- পাঠদানের সময়সীমা (সাধারণত 35-40 মিনিট)

B. **নির্দেশদানের উদ্দেশ্যাবলি:** এগুলিও শিক্ষার্থী-শিক্ষক নোটবই-এ লিখে রাখবেন। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই মৌখিক বা কৃষ্ণফলকে লিখিত আকারে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে ব্যক্ত করবেন না। এই উদ্দেশ্যাবলি নির্দিষ্টকরণের জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষককে মানব-আচরণ সম্বন্ধীয় নির্দেশদানের উদ্দেশ্যাবলির ট্যাক্সোনমি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

C. **নির্দেশদানের উপকরণসমূহ:** এই স্তরটিতে যেসব ধরনের উপকরণ শিক্ষক-শিখন কার্যাবলির জন্য প্রয়োজন তার উল্লেখ থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে এগুলি শুধুমাত্র নোটবইতেই লিখিত আকারে থাকবে। শিক্ষার্থীরা লিখিত বা মৌখিক কোনোভাবেই এ বিষয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারবে না। সাধারণত যে সমস্ত উপাদানগুলির উল্লেখ নোটবই-এ করা হয় সেগুলি হল—

- কৃষ্ণফলক, চক, ডাস্টার, নির্দেশক দণ্ড প্রভৃতি—
- মূর্ত বা বাস্তব উপাদান।
- চিত্রগত উপাদান, যথা—চার্ট, মানচিত্র, চিত্র, গ্রাফ, মডেল।
- স্লাইডস্, ফিল্ম, কম্পিউটার উপস্থাপন প্রভৃতি।

D. **শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান:** এই স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক বর্তমান পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় নোট বই-এ তার উল্লেখ করবেন। এই বিষয়টিও শিক্ষার্থীদের কাছে কোনোভাবেই প্রকাশিত হবে না।

E. **পাঠের অবতারণা:** এই স্তরটিতে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীদের সামনে এমন কিছু কার্যক্রম রাখা হয় বা কিছু সমস্যাসমাধান করতে বলা হয় কিংবা তাদের কাছে এমন কিছু সমস্যা তুলে ধরা হয় যাতে তারা বর্তমান পাঠ গ্রহণে উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

F. **পাঠের লক্ষ্য ঘোষণা/পাঠ ঘোষণা:** এই স্তরে শিক্ষার্থী শিক্ষক বর্তমান পাঠটির নাম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করবেন এবং পাঠটির নাম কৃষ্ণফলকে লিখবেন।

G. **পাঠের উপস্থাপন:** এই স্তরে শ্রেণিকক্ষে প্রকৃত শিক্ষণ-শিখন কার্য পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নির্দিষ্ট আচরণগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যে ধরনের শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির অনুশীলন করে থাকে, তা এই স্তরে যথার্থভাবে পর্যায়ক্রমিক লিপিবদ্ধ করা হয়। এই স্তরটি একটি চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় যার

তিনটি স্তম্ভ বর্তমান। একটি বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার, দ্বিতীয়টি শিক্ষকের কার্যাবলি এবং তৃতীয়টি শিক্ষার্থীর কার্যাবলি। এই স্তরে পাঠদানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি, কৌশল, উপায় প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় এই পাঠের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন তা গ্রহণ করা হয়।

বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	শিক্ষকের কার্যাবলি	শিক্ষার্থীর কার্যাবলি
বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তরূপ	শিক্ষকের-শিক্ষিকার সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা

H. **অভিযোজন স্তর:** এই স্তরটি শিক্ষণ পরবর্তী স্তরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থী উপস্থাপন স্তরের মধ্য দিয়ে পাঠের সে সমস্ত জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা, অর্জন করেছে তার পরিমাপ করার জন্য কিছু সংক্ষিপ্তকরণ প্রশ্ন বা অন্য প্রকার অনুশীলনী ব্যবহার করা হয়।

এই স্তরটির প্রয়োজনীয়তা হল—

- গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে পুনঃপাঠ।
- যে পাঠটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করেছে কিনা।
- সঞ্চিত জ্ঞান বা দক্ষতার প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

I. **গৃহকাজ:** শিখন নকশার শেষ স্তর হল গৃহকাজ। এখানে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কাজ দেওয়া হয় যা তারা তাদের বাড়িতে সম্পাদন করে। এই স্তরের লক্ষ্য হল শ্রেণি শিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা, অর্জন করেছে তার নিবন্ধীকরণ।

ICON Model শিখন নকশার স্তরসমূহ (Steps of Learning Design According to ICON Model)

বিষয়

শ্রেণি

একক

শিক্ষার্থী-শিক্ষকের নাম ও ক্রমিক নম্বর

উপ-একক

ক্রম	পর্যায়ের নাম	কার্যক্রম	মূল্যায়ন সূচক
1.	পর্যবেক্ষণ (Observation)	শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ নানারকম অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়োপযোগী প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হবে তা তাদের বাস্তবিক পরিবেশ অথবা পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।	• অংশগ্রহণ • প্রশ্নকরণ ও অনুসন্ধানে আগ্রহ
2.	পূর্বসূত্র স্থাপন (Contextu-alization)	শিক্ষক/শিক্ষিকা এরপর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন। যে বিষয়টি পাঠদান করা হবে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সংযোগসাধনই এই স্তরের বৈশিষ্ট্য।	• প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ • অংশগ্রহণ
3.	জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি (Cognitive Apprentice-ship)	যেসব বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানগঠন বা প্রাথমিক ধারণা নির্মাণে এখনও অপূর্ণতা বা খামতি রয়ে গেছে তা পূরণে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সচেষ্ট হবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই খামতিগুলি পূরণ করা হবে।	• ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য • প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ
4.	সহযোগিতা (Collabora-tion)	এই স্তরে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনাতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ধারণা না থাকলে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই স্তরে তার সেই বিষয়ে ধারণা গড়ে উঠবে।	• সমানুভূতি ও সহযোগিতা • অংশগ্রহণ
5.	ব্যাখ্যা নির্মাণ (Interpretation Construction)	দলগত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে কোনো একটি বিষয়ে যে নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে তা প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিমার্জন করবেন।	• ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য • সমানুভূতি ও সহযোগিতা
6.	বহুমুখী ব্যাখ্যা (Multiple Interpretation)	শিক্ষার্থীরা সাধারণ উদাহরণের বাইরে তাদের এলাকা বা অন্যান্য এলাকা থেকে এমন আরও উদাহরণ সংগ্রহ করবে যাতে পাঠ্য বিষয়টি আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।	• ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য • প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ

ক্রম	পর্যায়ের নাম	কার্যক্রম	মূল্যায়ন সূচক
7.	বহুমুখী উপস্থাপন (Multiple Manifesta-tion)	এই স্তরে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে চার্টের আকারে প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষক/শিক্ষিকারা নানা ধরনের সক্রিয়তা-মূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী উপস্থাপনার মূল্যায়ন করতে পারেন। এই স্তরটি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা এবং অনুসন্ধান স্পৃহাকে সক্রিয়তার ভিত্তিতে উপস্থাপন করে।	• নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ • ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য

একটি ভালো শিখন নকশার গুণাবলি (Qualities of a Good Learning Design)

শিক্ষার্থীদের শিখনকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত এবং সহযোগী করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাবিদরা নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে চলেছেন। শিখন নকশা হল এই ধরনের গবেষণারই ফলশ্রুতি। সুপরিকল্পিত এবং সুনির্বাচিত পথে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের সঙ্গে সংযুক্ত করা এই নকশার মূল লক্ষ্য। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে পাঠ্যবিষয়কে সংযুক্ত করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত বিকাশসাধন বর্তমান শিখন নকশা অন্য মাত্রা দান করেছে। একটি ভালো শিখন নকশার গুণাবলি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল—

- একটি সুপরিকল্পিত শিখন নকশা শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।
- শিক্ষার্থীর সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টাকে খেয়াল রেখে শিখন নকশা প্রস্তুত করা হয়।
- শিক্ষার্থীর পূর্ব আচরণ এবং আচরণগত পরিবর্তন সাধনে সংযোগকারী হিসেবে একটি ভালো শিখন নকশা কাজ করে।
- একটি পাঠ অনুশীলনের জন্য যে সমস্ত কার্যাবলি একজন শিক্ষার্থীর করা প্রয়োজন তার সবগুলি শিখন নকশার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সম্পাদিত হয়।
- শিখন নকশায় একজন শিক্ষার্থীর শিখন বা জ্ঞান দলগত আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পূর্ণ করতে সাহায্য করে।
- দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যৌথ কর্ম সম্পাদনের মানসিকতা গড়ে তোলে। একটি ভালো শিখন নকশা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মানসিকতা গঠনে সাহায্য করে।
- প্রতিটি শিক্ষার্থী যে একটি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং তার জ্ঞাত তথ্য দলকে বিষয় শিখনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই ধারণা গঠন করা যায় শিখন নকশার মধ্য দিয়ে।
- একটি ভালো শিখন নকশা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ সম্পর্কিত কার্যক্রমে প্রেষণা সঞ্চারে শিখন নকশা সাহায্য করে।
- প্রশ্নকরণে সুদক্ষ ব্যবহার শিখন নকশার মধ্যে দেখা যায়।
- কার্য বা শিখন চলাকালীন শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাপ শিখন নকশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- শিখন চলাকালীন শিখন নকশা থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের প্রতিফলন শিখনের পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।
- শিখন নকশার অন্যতম একটি গুণাবলি হল শিক্ষার্থীর 'ভুল থেকে শেখা' বা শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে সুদৃঢ় করা।
- শিখন নকশার মধ্যে শিক্ষার্থীকে সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়। যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়।
- শিক্ষার্থীর চিন্তনের বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যার জায়গা শিখন নকশার মধ্যে থাকে। এই ব্যাখ্যা শিক্ষার্থী কল্পনাশক্তির এবং বহুমুখী চিন্তন শক্তিকে উদ্দীপিত করে।
- একটি সুপরিকল্পিত শিখন নকশা পাঠ্যবিষয়বস্তু সম্পর্কে উদাহরণ এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।
- শিখন নকশার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- শিখন কার্যে সুদক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিখন সম্পূর্ণকরণে শিখন নকশা সাহায্য করে।
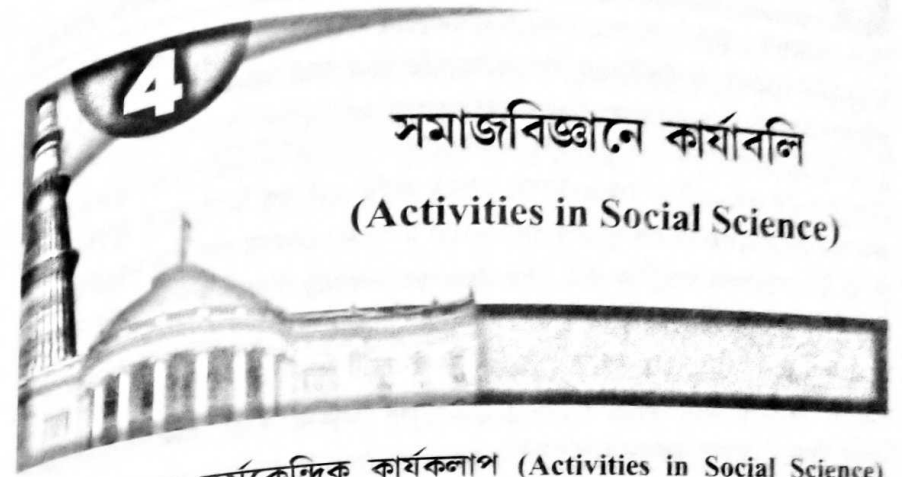
4 সমাজবিজ্ঞানে কার্যাবলি

(Activities in Social Science)

সমাজবিজ্ঞানের কর্মকেন্দ্রিক কার্যকলাপ (Activities in Social Science)

সক্রিয়তাই হল জীবন। তাই জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়তা ও কর্মকেন্দ্রিকতা। সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা গঠন করতে হলে শুধুমাত্র তাত্ত্বিকজ্ঞান আহরণ-ই যথেষ্ট নয়, কর্মময় জগতে কর্মচঞ্চল মানুষের বিচিত্র কর্মধারার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে, শিক্ষার্থীদের সেই সকল কর্মপ্রবাহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং সমাজ সভ্যতার বিবর্তনের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বৃদ্ধির (Capacity building) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (Interest positive Attitude), মূল্যবোধ ও দক্ষতা বৃদ্ধি (Values and Skills) করতে হলে তাত্ত্বিক পরিমণ্ডলের বাইরে এসে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে হবে। তবেই অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গো বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সামর্থ্য (Social efficiency) বৃদ্ধি পাবে।

তাই সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে বস্তুভিত্তিক পঠনপাঠনের দ্বারা শিক্ষার্থীর বাস্তব চেতনার আবেদন সৃষ্টি করার সক্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তাই শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বাস্তব প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করে তোলা হয়।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ***Mores Stephen*** তাই সুদূর অতীতের সমাজ-সভ্যতার বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িত করতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, "It is difficult to convey to a reader an impression of a time in which one has not lived it is more— it is almost impossible." তাই বলা যায় সমাজবিদ্যা শিখনে শিক্ষার্থীদের অধিক সক্রিয়তাভিত্তিক সমাজ উপযোগিতামূলক কর্মে নিয়োগ হতে হবে। সমাজ উপযোগিতামূলক কর্মের মধ্যে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন,

স্থান পরিভ্রমণ, বিতর্ক সভার আয়োজন অন্যতম। এই সমস্ত সক্রিয়তাভিত্তিক কার্যকলাপ আয়োজনের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান শিখনে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়।

মেলা ও প্রদর্শনী (Fair and Exhibition)

মেলা হল এক ধরনের মিলনক্ষেত্র মেলার মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এক জায়গায় সমবেত হওয়ার সুযোগ পান মেলার মাধ্যমে। মেলায় প্রদর্শিত মানুষের সৃষ্টি বিপুল উৎপাদনাত্মক সামাজিক কর্ম (Productive Work) চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীলতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মায়। সৃষ্টিশীল মানুষ সৃষ্টির উল্লাসে মেতে ওঠার সুযোগ পান। মেলার মধ্যে আয়োজিত নানান ধরনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লক্ষ করে, সমবেত সকলের মনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চেতনা জাগ্রত হয়। তাই সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মেলার অবদান অপরিহার্য।

মেলা নানান ধরনের হয়। সমাজ-শিক্ষামূলক মেলার মধ্যে বইমেলা, কৃষিমেলা, কুটিরশিল্প মেলা, গ্রামীণ শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক মেলার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়।

বইমেলা

মানুষ জ্ঞান পিপাসু। তাই তার জ্ঞান পিপাসা দূর করতে বইমেলায় প্রদর্শিত পুস্তকরাজির মধ্যে অবগাহন প্রয়োজন। বইমেলায় বহু দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের সমাহার ও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়। জ্ঞান পিপাসু প্রতিটি মানুষের কাছে তাই বইমেলা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সম্ভবত 1820 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে বইমেলার প্রথম আয়োজন করা হয়। এই বইমেলার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ম্যাথু কেরি। এই মেলায় প্রায় 30 হাজার গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। 1949 খ্রিস্টাব্দের ফ্রাংকফুটের বৃহৎ বইমেলা থেকেই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বইমেলার ধারণা এসেছে।

বইমেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য

বইমেলার আয়োজন হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে—

প্রথমত: বইমেলা আয়োজনের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার এক উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হয়। মেলায় সমবেত সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে জ্ঞান স্পৃহা জাগ্রত হয়। বৃহত্তর শিক্ষাজগৎ সম্পর্কে সকলে অবহিত হয়। সকলের মধ্যে চিন্তাচেতনার উল্লেখ ঘটে।

দ্বিতীয়ত: পাঠক, প্রকাশক সংস্থা ও লেখকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। বহু প্রকাশক সংস্থা লেখকদের তাঁদের স্টলে নিয়ে আসেন। পাঠকগণ তাঁদের সঙ্গো সরাসরি যোগাযোগ করে সমৃদ্ধ হন। প্রকাশক সংস্থার সঙ্গোও সকলের জ্ঞানের আদানপ্রদান হয়। তাই দেখা যায় বইমেলার মাধ্যমে পাঠক-প্রকাশক ও লেখকদের মধ্যে ত্রিমুখী যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত: বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশকগণ নতুন নতুন বই প্রকাশনের আয়োজন করে থাকেন। ফলে বইমেলায় উপস্থিত থেকে নতুন-নতুন বইয়ের নতুন তথ্য আহরণের সুযোগ পাওয়া যায়।

চতুর্থত: বইমেলায়ও অন্যান্য মেলার মতো সকলের মধ্যে মানবীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। সুতরাং বইমেলা অনেকসময় মিলন মেলায় পরিণত হয়।

পঞ্চমত: বইমেলার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য আছে। কারণ সারাবছর বই কেনাবেচার থেকে বছরে একবার বইয়ের পর্যাপ্ত কেনাবেচা পাবলিশার্স কোম্পানিদের লক্ষ্য থাকে।

ষষ্ঠত: বইমেলায় বিভিন্ন দেশ-বিদেশের স্টল থাকে, তাই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খবরা-খবর শিক্ষার্থী ও পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছে যায়।

সপ্তমত: আন্তর্জাতিক স্টলগুলির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে। তাই বইমেলার আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গো বইমেলা

1963 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বইমেলার সূচনা হয়। 1969 খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে বইমেলার আয়োজন করা হয়। দিল্লিতে আয়োজিত বইমেলা আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করে। 1978 খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রকাশক সংস্থার উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে মেলার আয়োজন হয়। কলকাতা ময়দানে দীর্ঘবছর কলকাতা বইমেলার আয়োজন হয়েছিল। বর্তমানে সল্টলেকে কলকাতা বইমেলার আয়োজন করা হয়।

গ্রামীণ বইমেলা

শুধু কলকাতা বইমেলাই নয়। পশ্চিমবঙ্গো পঞ্চায়েত, ব্লকস্তরে ও জেলাস্তরে বইমেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এইসব মেলার আয়োজিত হয়।

বইমেলার বৈচিত্র্য

বইমেলায় নানা বিচিত্র স্টল ও স্টলে সারিবদ্ধ বিচিত্র বইয়ের সম্ভার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচিত্র রং-বেরঙের প্রচ্ছদপট যুক্ত বইয়ের সু-সজ্জা সকলকে আকর্ষণ করে। বিদেশি পুস্তকের প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ ও প্রকাশ রীতি দেখে বিস্ময় জাগ্রত হয় বইপ্রেমিকদের। বিভিন্ন স্টলে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সম্ভার লক্ষ করা যায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিমূলক বই, মেডিকেল, আইন, যন্ত্রবিদ্যা, বাণিজ্য, কলাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান সমস্ত রকমের বই বইমেলার বহুমুখী বৈচিত্র্যের উদাহরণ।

বইমেলার শিক্ষামূলক গুরুত্ব :

উচ্চ জীবনাদর্শ গঠনে বই সকল মানুষের আসল সঙ্গী ও বন্ধু হতে পারে। এমনকি প্রতিটি জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা দূর করতে পারে বইমেলা। বইমেলা মানেই একরাশ আনন্দের হাতছানি। প্রাত্যহিক জীবন ব্যস্ততার ঊর্ধ্বে উঠে কিছু মানুষ জ্ঞান-তৃষ্ণা

পূরণ করে অনাবিল আনন্দের আস্বাদ আহরণ করেন। বইমেলার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণের একটি দিক উন্মোচিত হয়। শিক্ষার পরিবেশ এবং একটি শিক্ষার আবহ বইমেলার মাধ্যমে রচিত হয়। শিক্ষার উন্নয়নে ও সভ্যতার অগ্রগতির পথে বইমেলার অবদান অনস্বীকার্য।

কুটির শিল্পমেলা

সভ্যতার অগ্রগতির ধারায় কৃষিজীবী মানুষ পশুপালনের গণ্ডি অতিক্রম করে শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তার শৈল্পিক সৃষ্টি প্রতিভা বাস্তবায়িত হয়েছে নিপুণ শিল্পকর্মের মাধ্যমে। কুটির শিল্পের হাত ধরে প্রতিটি দেশের উন্নয়ন একসময় বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে দেশে দেশে কুটির শিল্পের অবনমন হয়েছে। শুরু হয়েছে অবশিল্পায়ণ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে ভারী শিল্পের উন্নতি হলেও কুটির শিল্পের প্রতি আজও মানুষের চাহিদা খুব সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। কুটির শিল্পপণ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উৎপাদনশীল প্রতিভা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি সৃজনশীল মানুষের সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ও ঘটে। সুতরাং কুটির শিল্পের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয় বলা যায়। কুটির শিল্পের মেলার মাধ্যমে দেশের সনাতন ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। মেলার প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের সমৃদ্ধ এবং বিচিত্র শৈল্পিক পরম্পরার সঙ্গো পরিচিত হয়। তাদের মধ্যে শৈল্পিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার সঙ্গো উৎপাদনশীলতার সংযোগ সাধিত হয়।

বিভিন্ন শিল্পসম্ভার

কুটির শিল্প মেলায় বিভিন্ন শিল্পপণ্যের সম্ভার মেলাকে সুসজ্জিত করে। রেশম ও পশমশিল্প, বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি শিল্পপণ্য মেলায় সুসজ্জিত হয়। চিনামাটির বাসনপত্র, কাচের চুড়ি ও বাসনপত্র, ঝিনুকের নির্মিত সৌখিনদ্রব্য, ঘর সাজানোর উপযোগী প্লাস্টিকের জিনিসপত্র কুটির শিল্পের মেলায় আমদানি করা হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কুটির শিল্পমেলার গুরুত্ব

শিল্পপণ্যের সৌন্দর্য নান্দনিক মূল্যের বিকাশ ঘটায়। মেলায় সমবেত সকলের মধ্যে শিল্প চেতনার বিকাশ ঘটে। দেশজ কৃৎকৌশল, নকশা ও উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার বিকাশ হয়। সৃজনশীলতা, শ্রমের মূল্য ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীরা মেলা প্রদর্শন করে বিপুল কর্মজগৎ সম্পর্কে পরিচিত হয়। তাদের মধ্যে সৃষ্টি প্রতিভা প্রমাণের প্রবল আত্ম-প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

কুটির শিল্পমেলার সামাজিক গুরুত্ব

কুটির শিল্পমেলায় সমবেত মানুষের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মেলা মিলন মেলায় পরিণত হয়। পারস্পরিক সাহচর্য ও সহানুভূতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সমাজ

পরিবেশের মধ্যে শিল্পপণ্যের মাধ্যমে অপূর্ব মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক স্তর বিন্যাসের ভাঙন সম্ভব হয়। কারণ বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের অনুভূতি গড়ে ওঠে।

কুটির শিল্পমেলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ভারতের ইতিহাসে কুটির শিল্পের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপরেখা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির শিল্প অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে ও মোগল যুগে বিভিন্ন কুটির শিল্পের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। বিশেষ করে জরিশিল্প ও মসলিন বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেশে অর্থনীতিতে ভাঙন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকগণ তাই কুটির শিল্প ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়েছিলেন। কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তিতে সংকট তৈরি করে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করা হয়েছিল। এই ইতিহাস থেকে কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

বর্তমানে ভারতের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভারত সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাই কুটির শিল্পের মেলা উন্নয়নের জন্য পৃথক দপ্তর স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবনের ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প সমবায়গুলিকে ভারত সরকার নানাভাবে আর্থিক সাহায্যে বদ্ধপরিকর। তাই কুটির শিল্প মেলার মাধ্যমে সর্বস্তরে কুটির শিল্পের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা ও প্রদর্শনীর গুরুত্ব

সমাজবিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে মেলার ও মেলায় আয়োজিত প্রদর্শনীর গুরুত্ব অপরিসীম। মেলা ও প্রদর্শনী সমাজবিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে। তাই গ্রাম ও শহরে সমস্ত জায়গায় মেলার আয়োজন প্রয়োজন। মেলার মাধ্যমে মানব সমাজে প্রকৃত মেলার বন্ধন ও মিলন সেতু রচিত হয়। ব্যক্তিত্বের সার্থক বিকাশসাধন ঘটে। সমাজ জীবনের সঙ্গো সমাজবদ্ধ মানুষের সুষ্ঠু অভিযোজন সাধিত হয়। সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিফলন হয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতির মাধ্যমে। আর মেলা ও প্রদর্শনী সেই উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা

মেলার মাধ্যমে সমবেত সকল মানুষের মধ্যে সমষ্টিগত চেতনা গড়ে ওঠে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক সামর্থ্য (Social efficiency) গড়ে ওঠে। সামাজিক শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যপূরণ করতে মেলার গুরুত্ব অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলবন্ধন

আমাদের সমাজ সভ্যতার অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে মেলার ভূমিকা অনবদ্য। মেলার মাধ্যমে সনাতন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। মেলায় আয়োজিত প্রদর্শনী ও শিল্পকর্মে সভ্যতার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক দিক ও বর্তমান সংস্কৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটায়।

মানবতাবোধ সৃষ্টি

মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। প্রদর্শিত চতুষ্পদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য আহরণ করে মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়। মানুষ সৃষ্ট শিল্পকর্ম সৃজনশীলতার প্রমাণ করে। মেলার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলির সার্থক বিকাশ সম্ভব হয়।

সামাজিক আচরণ নির্ধারণ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। দলবদ্ধতা ও যূথবদ্ধতা তার অন্তর্নিহিত আদর্শ। সমবায় প্রবণতা ও সামাজিক মিলন প্রয়াসের সার্থক রূপায়ণ মেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথস্ক্রিয়া, সহানুভূতি, সমানুভূতি, সহমর্মিতাবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি সামাজিক আচরণ মেলা ও প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

নান্দনিক বিকাশ

মেলার প্রদর্শিত শিল্পকর্মের সৌন্দর্য নান্দনিকতার বিকাশ ঘটায়। মানুষ সুন্দরের পূজারি তাই সুন্দর সৃষ্টিকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের দৃষ্টিনন্দনতা চরিতার্থ হয়। এইভাবে নান্দনিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটে।

আধ্যাত্মিকতার বিকাশ

মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। সমবেত মানুষের মধ্যে উচ্চআদর্শ ও উন্নত চিন্তাভাবনার স্ফুরণ ঘটে। শিল্পকর্মের নৈপুণ্য সকলকে আকৃষ্ট করে। প্রদর্শনের আয়োজন ও সাজসজ্জার সৌন্দর্য আধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ ঘটায়। ইচ্ছাশক্তি ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ

মেলায় সমবেত মানুষজন অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন করে। তাদের মধ্যে জাতীয় সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ ও সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে। দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। দেশ ও জাতির প্রতি সচেতনতাবোধ সাম্য এবং ভ্রাতৃভাবের আদর্শ বিকশিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সৃষ্টি

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মেলা সকলের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত। সব ধর্মের মানুষ মেলায় সমবেত হয়। তাই মেলার মাধ্যমে ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করা যায়। সকলের মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে।

মূল্যায়ন

সবশেষে বলা যায় মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়। তবে মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের সময় সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য যাতে বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় প্রদর্শনী

বিদ্যালয় প্রদর্শনী হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও প্রতিভা অন্বেষণের অপরিহার্য শর্ত। বিদ্যালয় প্রদর্শনী হল শিক্ষার্থী দ্বারা নির্মিত উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মগুলি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা অন্বেষণ যেমন সম্ভব হয়, তেমনি এই রকম প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবক ও সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সূত্র গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিখন সহায়ক উপকরণগুলি নির্মাণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং শিখন অগ্রগতির (Progress in learning) পথ রচিত হয়।

বিদ্যালয় প্রদর্শনীর শিক্ষার্থী নির্মিত উপকরণগুলির ধরন (Types of exhibits made by the pupil displayed in School exhibition):

1. শিক্ষার্থী নির্মিত মডেল।
2. শিক্ষার্থী নির্মিত উৎপাদনাত্মক কর্ম। যেমন, চিত্র, ডায়াগ্রাম, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ।
3. মুদ্রা, ডাকটিকিট, চিত্র, লতা-পাতা, পতঙ্গ, বিভিন্ন প্রতিকৃতি সম্বন্ধ অ্যালবাম।
4. চার্ট (ট্রি-চার্ট, টেবল-চার্ট, ফ্লো-চার্ট)।
5. সময়রেখা, মানচিত্র, সময়-সারণি।
6. বিভিন্ন উৎপাদনাত্মক প্রকল্পের প্রদর্শন।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। যেমন—

1. বিজ্ঞান প্রদর্শনী (Science Exhibition)।
2. ভৌগোলিক প্রদর্শনী (Geographical Exhibition)।
3. শিল্পকলা প্রদর্শনী (Art and Craft Exhibition)।

4. চিত্রকলা প্রদর্শনী (Pictographic Exhibition)।
5. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রদর্শনী (Home Science Exhibition)।

প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা

1. প্রদর্শিত বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় ভাবনা-চিন্তার (Central theme) রূপরেখা তৈরি করা।
2. প্রদর্শিত সামগ্রীর সাজসজ্জা ও অবস্থান নির্ণয়ের পরিকল্পনা।
3. প্রদর্শিত সামগ্রীর লেবেলিং-এর পরিকল্পনা।
4. প্রদর্শনীর গৃহ বা মঞ্চের আলোকিতকরণের পরিকল্পনা।
5. প্রদর্শিত সামগ্রীর আকার, আয়তন ও রং (colouring) নির্ধারণ।
6. প্রদর্শনের আয়োজন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা।
7. প্রচার ও প্রকাশনার আয়োজন।
8. আদর্শ গাইডের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা।
9. পরিদর্শকদের মন্তব্যের জন্য Visitors book-এর ব্যবস্থা।

বিদ্যালয় প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

বিদ্যালয় প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হল—

1. শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রতিভার উন্মোচন ঘটানো।
2. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো।
3. কলা-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনার ও উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
4. শিক্ষার্থীর দলগত উদ্যোগ ও দল-চেতনা (Group Spirit)-র বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটানো।
5. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো।
6. অভিভাবক ও সমাজের সামনে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব ও অগ্রগতির উদাহরণ উপস্থাপন করা।
7. শিক্ষার্থীদের কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি ও শ্রমের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।
8. শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ঘটানো।
9. শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিকতার বিকাশ অর্থাৎ তার সামর্থ্য ও আত্ম-শক্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা।
10. শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক কর্মের প্রতি আগ্রহ, অনুরাগ ও প্রবণতা (Interest, Attitude, Aptitude) বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।
11. কর্মপ্রকল্পে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মাত্রা উপস্থাপন করা।
12. শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মূল্যবিচারকরণ (Value Judgement) ও স্ব-মূল্যায়নের (Self-evaluation) গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা।

শিক্ষকের ভূমিকা

বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার সার্থক আয়োজনের জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা কী তা আলোচনার প্রয়োজন। প্রতিটি বিষয় শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ে প্রদর্শনযোগ্য শিখন সামগ্রী তৈরির জন্য শিক্ষার্থীদের উদবুদ্ধ করবেন এবং সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তাদের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রী (Exhibits) প্রস্তুত করা হবে এবং প্রদর্শিত হবে। শিক্ষকের সঠিক নির্দেশনা ও পরিচালনা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণ সম্ভব করে তোলে।

মূল্যায়ন

Crow মন্তব্য করেন, "Exhibition is an excellent learning aid that depicts the materials or samples of pupil work" অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ও শিখন অগ্রগতিতে প্রদর্শনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্ম প্রেরণা জাগ্রত হয়। প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণের মাধ্যমে ও প্রদর্শনকার্য তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান-স্পৃহা, চিন্তা-চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাদের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করার বাসনা জাগ্রত হয়। বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধি পায় (Exploration of ideas and Scientific Spirit)।

প্রদর্শিত সামগ্রীর শিখন উপযোগিতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা গঠিত হয়। প্রদর্শনের আয়োজন ও কার্য পরিচালনার সময় তাদের মধ্যে দলীয় চেতনা, দল-প্রীতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মনোভাব জাগ্রত হয়, সামাজিকতা বৃদ্ধি পায়, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়। সর্বোপরি নতুন কিছু সৃষ্টির উল্লাসে তাদের মন মেতে ওঠে। উপযুক্ত বিদ্যালয়, শিখন পরিবেশ (School learning environment) গড়ে ওঠে।

বিতর্ক (Debate)

প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানসিক চর্চার দ্বারা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করা। শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য যে মূল্যায়ন কৌশলগুলি অবলম্বন করা হত সেগুলির মধ্যে বিতর্ক সভার আয়োজন ছিল একটি স্বীকৃত কৌশল। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে বিতর্কসভার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বিতর্ক সভার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজবিজ্ঞান শিখনের ক্ষেত্রে বিতর্কসভার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কুসংস্কারমুক্ত মন সংগঠন, দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তি, নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞান বিষয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, সঠিক সিদ্ধান্ত টানার ক্ষমতা, কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস, কুসংস্কারমুক্ত উদার মন সংগঠন, ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা,

পক্ষপাতশূন্য বিচার, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা, সঠিক তথ্য জানার ইচ্ছা, সঠিক জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করতে বিতর্কসভার আয়োজন প্রয়োজন। বিতর্কসভার আয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করতে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য : বিতর্কসভার আয়োজনের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

1. শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রকাশনার (Self-expression) সুযোগ সৃষ্টি করা।
2. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।
3. শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গির (Oral style) উন্নতি ঘটানো।
4. বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা।
5. শিক্ষার্থীর মধ্যে যুক্তিবোধ ও উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানো।
6. শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিকতা হ্রাস ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি ঘটানো।
7. শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশসাধন করা।
8. শিক্ষার্থীর নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ও আত্মবিকাশের বৃদ্ধি ঘটানো।
9. শিক্ষার্থীর মধ্যে সমস্যাসমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
10. সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ সামর্থ্যের বিকাশসাধন করা।
11. সৃজনশীল চিন্তন ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

বিতর্কসভার বিষয় নির্বাচন (Selection of Topic)

বিতর্কসভার বিষয় নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। যেমন, বিতর্কের বিষয়বস্তু যে-কোনো পাঠ্য বিষয়ের (Course Subject) উপর হতে পারে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ আছে এমন সবক্ষেত্র থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যায়। সমাজ-সভ্যতার দৈনন্দিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিতর্কসভার আয়োজন করা যায়। আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে।

বিতর্কসভার বিষয়বস্তু (Topic of Debate)

(1) ইতিহাসকে কি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় বলা যায় ?
(2) শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্বই বেশি।
(3) মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান সভ্যতার সংকট তৈরি করছে।
(4) সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় সংহতির প্রধান বাধাস্বরূপ।
(5) শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতা শৃঙ্খলাহীনতার কারণ।
(6) শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ নয়।
(7) সুস্থদেহে সুস্থ মনের অধিষ্ঠান।
(8) শারীরিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা মানসিক স্বাস্থ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
(9) সময়ানুবর্তিতা সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
(10) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বর্তমান সভ্যতার সংকটের কারণ।

বিতর্কসভার আয়োজনে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of the Teacher in Organizing Debates)

শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিতর্কসভা আয়োজন ও পরিচালনার সময় শিক্ষক / শিক্ষিকাকে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা যে-কোনো ক্ষেত্রেই নিজের মত প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকবেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মতামতগুলির গুরুত্ব দিতে হবে। পরিচালনার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না। শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

সতর্কতা (Caution)

বিতর্কসভায় অংশগ্রহণকারীগণকে সর্বদা স্ব-নিয়ন্ত্রিত থাকতে হয়। বিরোধীপক্ষকে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে প্রদর্শন করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন। সমালোচনা সর্বদা যাতে ইতিবাচক হয় এবং ধ্বংসাত্মক না হয় সেদিকে আয়োজক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সতর্ক থাকতে হয়।

শিক্ষাগত মূল্য (Eductional Values)

(1) শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সহায়ক পুস্তক পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
(2) বিভিন্ন ম্যাগাজিন, জার্নাল, ইন্টারনেট থেকে তথ্য আহরণ করতে শিক্ষার্থীরা তৎপর হয়।
(3) শিক্ষার্থীদের সমাজসচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
(4) শিক্ষার্থীর মধ্যে সমস্যাসমাধানের (Problem Solving) দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।
(5) শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
(6) শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃজনমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশক্তির জাগরণ হয়।
(7) স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে।
(8) ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় ও তাদের মধ্যে ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

মূল্যায়ন

বিতর্কসভার শিক্ষণমূল্য অসীম, কিন্তু বিতর্কের কার্যকারিতা নির্ভর করে বিতর্কসভার আয়োজন ও পরিচালন দক্ষতার উপর। বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বিতর্কের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল বিতর্কের বিষয়বস্তুর আলোচনাকালে যেন গঠনমূলক সমালোচনার আয়োজন সুনিশ্চিত করা হয়। তবেই বিতর্কের সার্থকতা।

বিষয় ক্লাব (Subject Club)

ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ইতিহাস সমিতি ইতিহাস কক্ষ (History Room) ও ইতিহাসের পরীক্ষাগারের (History Laboratory) পরিপূরক। ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিহাস চেতনা বৃদ্ধি পায়। কারণ শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ইতিহাস সমিতিতে ইতিহাস শিখন বা আত্ম-শিখনের (Self-learning) সুযোগ সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে প্রথাগত বিধি-নিষেধ না থাকায় সমিতির ইতিহাস শিখন শিক্ষার্থীর স্ব-উদ্ভাবিত অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থী নিজস্ব রুচি ও পদ্ধতি অনুযায়ী সমিতিতে পরিচালিত হয়। সমিতির ইতিহাস বিষয়ক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

ইতিহাস সমিতির উদ্দেশ্য

1. ইতিহাসের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যাবহারিক জ্ঞানের সংযোগ সাধন করা।
2. ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও ইতিহাসের অনুরাগ অনুযায়ী নতুন ইতিহাস তথ্য অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করা।
3. ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে ইতিহাস বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা।
4. সমাজ-সভ্যতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে চর্চা ও সকলের সমক্ষে ইতিহাস চর্চার সুফল তুলে ধরা।
5. ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো।
6. সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে তুলে ধরা ইতিহাস।
7. সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা।
8. সমিতির মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা অব্যাহত রাখা।
9. শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কে জনমানসে নান্দনিকতাবোধের সৃষ্টি ও শিল্প-সুষমার মনোভাব সৃষ্টি করা।
10. ইতিহাস সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সামাজিক গুণাবলি বৃদ্ধি করা।
11. ইতিহাস সমিতির মাধ্যমে ইতিহাস বিষয়ক আলোচনাচক্র, সেমিনার, সিমপোজিয়াম বিতর্কসভার আয়োজন প্রভৃতির মাধ্যমে ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ইতিহাস সমিতির সাংগঠনিক দিক

ইতিহাস সমিতি সংগঠনের জন্য ইতিহাস শিক্ষক উদ্যোগী হয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সমিতির প্রয়োজনীয় ঘর ও আসবাবপত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে

সরবরাহ করতে হবে। ইতিহাস শিক্ষকই হবেন সমিতির উপদেষ্টা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সমিতির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যকরী সমিতি গঠন করবে। কার্যকরী সমিতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক, হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি পদ নির্বাচন করবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য একটি সংবিধান রাখা আবশ্যক।

সংবিধানে বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে— (ক) সমিতির নাম, (খ) সমিতির উদ্দেশ্য, (গ) সমিতির সদস্য হওয়ার শর্তাবলি, (ঘ) সমিতির সদস্যপদ খারিজের শর্তাবলি, (ঙ) কার্যকরী সমিতি গঠনের নিয়মাবলি, (চ) আর্থিক সংস্থানের উপায়, (ছ) সমিতির কর্মসূচি ইত্যাদি সমিতির সংবিধান সর্বদা নমনীয় হবে। প্রয়োজনে নিয়মাবলি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনযোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাস সমিতির কার্যবলি

ইতিহাস সমিতি ইতিহাসের মেজাজ (Historical Temper) বৃদ্ধিতে বিদ্যালয় পরিবেশে নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। যেমন—

1. ইতিহাসের আলোচনা সভা, সেমিনার সিমপোজিয়াম বিতর্কসভার আয়োজন করা।
2. ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালার আয়োজন করা।
3. ইতিহাসের জ্ঞান বোধ, প্রয়োগক্ষমতা বৃদ্ধি, আনুভূতিক দিক ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের ব্যবস্থা, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
4. শ্রেণি শিখন-শিক্ষণ (Learning-Teaching) প্রক্রিয়া পরিচালনের উপযোগী নির্দেশনামূলক উপকরণ (Learning-Teaching Materials) প্রস্তুতি ও সুসজ্জার ব্যবস্থা করা।
5. একটি ইতিহাসের সংগ্রহশালা গঠন এবং বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক নিদর্শন সজ্জার ব্যবস্থা করা।
6. বিভিন্ন প্রোজেক্টধর্মী কাজ পরিচালনা করা।
7. সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাসে মাসে বিদ্যালয়ের কোন্ অনুষ্ঠানে ইতিহাসের প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
8. বিদ্যালয়ের ইতিহাস পত্রিকার প্রকাশনার ব্যবস্থা, বুলেটিন বোর্ডে, ফানেল বোর্ডে ইতিহাসের বিভিন্ন খবরাখবর সরবরাহ করা।
9. বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে বৃক্ষরোপণ দিবস, বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা।

10. অন্যান্য বিষয় ক্লাবের সঙ্গো যোগাযোগ করা ও বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গো ইতিহাসের সম্পর্ক তুলে ধরা এবং সাক্ষীকরণ (Integration) ও সমধর্মী পুস্তক পাঠের (Collateral Reading) ব্যবস্থা করা।

মূল্যায়ন

ইতিহাস চেতনা বৃদ্ধিতে ইতিহাস সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা বা বিতৃষ্ণার ধারণা যাতে তৈরি না হয় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ইতিহাস শিক্ষক সেই দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য বিষয় সমিতির সঙ্গো সংঘাতের বদলে সমন্বয়ের বাতাবরণ গড়ে তুলবেন। ইতিহাস শিক্ষক সমিতির কার্যাবলি সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি 'Friend, Philosopher and Guide'-এর ভূমিকা পালন করবেন।

ইতিহাস শিক্ষণে ভ্রমণ (Excursion in Teaching History)

ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ভ্রমণের মূল্য অপরিসীম। পুথিসর্বস্ব শিক্ষার কুফল থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষামনোবিদগণ পুথির সঙ্গে কর্ম-অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধনের জন্য ভ্রমণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন ('History is the unending dialogue between the present and the past')। তাই ইতিহাস শিক্ষণে অতীতের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগসাধনের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের প্রয়োজন আছে। **রবীন্দ্রনাথ** বলেছেন, "দেশভ্রমণ হল প্রকৃত শিক্ষার গবেষণাগার।" **নেতাজি সুভাষচন্দ্র** তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে দেশভ্রমণের মাধ্যমে জাতির উন্নয়নের কথা বলেছেন। ঐতিহ্যবাহী মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দুর্গ, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ, প্রাসাদ, মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ, ঘরবাড়ি, স্মৃতিসৌধ চাক্ষুষ দেখে ইতিহাসের বিমূর্ত অতীতকে মূর্ত ও জীবন্ত করে তোলা যায়।

ঐতিহাসিক ভ্রমণের গুরুত্ব

1. **অতীতের বাস্তবায়ন:** ভ্রমণের মাধ্যমে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সুযোগ থাকে। তাই সুদূর অতীতের বিমূর্ত বিষয় জীবন্ত হয়। পুস্তকলব্ধ জ্ঞান দৃঢ় ও বাস্তব হয়।
2. **একঘেয়েমি দূরীভূত হয়:** শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষার একঘেয়েমি দূরীভূত হয়। আনন্দের মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে।
3. **অতীত ও বর্তমানের সংযোগ:** ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়।
4. **অনুপ্রেরণা লাভ:** ভ্রমণের পর শিক্ষকের সাহচর্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন সংগ্রহ করে সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা লাভ সম্ভব। ইতিহাস চর্চায় উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার সম্ভব হয়।

5. **সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক:** পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সমবেদনার মনোভাব সৃষ্টি হয়।
6. **ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি:** ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের ফলে কোনো স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।
7. **চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ:** অতীতের নির্জীব বিষয়বস্তুকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে এর চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে ভ্রমণের উপযোগিতা আছে।
8. **কর্মভিত্তিক জ্ঞানলাভ:** ঐতিহাসিক পরিভ্রমণের সময় ছবি, মডেল, চার্ট, পুস্তক, মানচিত্র, ডায়াগ্রাম, বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার ছবি সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।
9. **জাদুঘর তৈরির অনুপ্রেরণা:** ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ থেকে জাদুঘর তৈরির অনুপ্রেরণা আসে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলে।
10. **ঐতিহাসিক চেতনার প্রসার:** ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনার প্রসার ঘটে। ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়।
11. **সাহিত্যপ্রতিভা সৃষ্টি:** ভ্রমণান্তে শিক্ষার্থীরা প্রচ্ছদ রচনা করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাবেশ করে থাকে। নালন্দা, খাজুরাহো, কোনারক, পুরীর মন্দির, স্বর্ণমন্দির, তাজমহল ইত্যাদি পরিদর্শনের পর ছোটো-ছোটো প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার স্পৃহা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই সাহিত্যপ্রতিভা সৃষ্টি ও রচনা কৌশল বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।
12. **সামাজিকতা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গো পরিচিতি ঘটে। তাই পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রচিত হয়।
13. **কর্ম-অভিজ্ঞতার সংযোগ:** ভ্রমণের ফলে দেহ-মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে। কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গো অভিজ্ঞতার মিলন সেতু রচিত হয়।

মন্তব্য:

ভ্রমণকে শিক্ষামূলক ও শিক্ষণ প্রণোদিত হতে হবে। তা নাহলে অর্থ ও সময় অপচয়ের বিপুল সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংযমের বাতাবরণ তৈরি করতে না পারলে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। তাই শিক্ষককে হতে হবে ভ্রমণ পিপাসু, সংযমী ও সকলকে ইতিহাস জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার মতো দক্ষ। **স্বামী বিবেকানন্দ** ভারতের ঐতিহাসিক ধর্মস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে জাতি-ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সঠিকভাবে পরিচালিত হলে ভ্রমণ নিঃসন্দেহে শিক্ষা অনুগামী হয়ে ওঠে।

দেওয়াল পত্রিকা ও বার্ষিক পত্রিকা (Wall and Annual Magazine)

ইতিহাস শিক্ষণে বর্তমানে শুধু পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইতিহাস বিষয়ের সমধর্মী বিভিন্ন পুস্তক ও ম্যাগাজিন ইতিহাস শিখনকে বাস্তবায়িত করে তোলে। *Johnson*-এর মতে, সমধর্মী পুস্তক বা ম্যাগাজিন পাঠ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধনের দায়ভার গ্রহণ করতে পারে। "The essential condition is that, they should leave feelings for and about the past." ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যাবলি পরিবেশিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক মননশীলতা গঠিত হয় এবং ইতিহাসের ঘটনার প্রতি তাদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়। ম্যাগাজিন ইতিহাসের বিষয়কে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। বাস্তবতাই বাস্তবায়নের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। "The most effective appeal to the sense of reality is of course, through reality itself." (*Johnson*)। ম্যাগাজিনের মাধ্যমে যথার্থ ইতিহাসের ঘটনার বাস্তবায়ন ঘটে। সুন্দর উপস্থাপন ও সাহিত্যিক আবেদনে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়। ম্যাগাজিনে লিখন অভ্যাস গড়ে ওঠে।

দেওয়াল পত্রিকা

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিখন পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে দেওয়াল পত্রিকার অবদান অপরিসীম। বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, সমস্ত বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়াল পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশনের ব্যবস্থা করা যায়। ফলে দেওয়াল পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অখণ্ড জ্ঞান আহরণের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে (Attitude for integral knowledge)।

বিভিন্ন নিউজ বুলেটিন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নতুন আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য দেওয়াল পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্য এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন মনে হয় ইতিহাসের চরিত্রগুলি চোখের সামনে ভাসমান। দেওয়াল পত্রিকা লিখন ও পঠনের মাধ্যমে মানসিক বৃত্তির অনুশীলন হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও আনুভূতিক বিকাশ সফল হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে সাহিত্যিক আবেদন, মানবীয় সহানুভূতি ও সমানুভূতি অর্জনের পথ প্রশস্ত করে (........ historical fiction serves as a stimulus to the imagination, provides opportunities for the exercise of critical faculties and offers endless opportunities of extending human sympathy.)।

বার্ষিক পত্রিকা

অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো অনুশীলনের সময় বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এই বার্ষিক পত্রিকায় শুধু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক লেখা প্রকাশিত হয় এমন নয়, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট মানুষজনের বিভিন্ন ধরনের লেখা ম্যাগাজিনে স্থান পায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ঘটনা, প্রযুক্তিমূলক তথ্য ও বিভিন্ন আবিষ্কারের গতি-প্রকৃতি বার্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

বার্ষিক পত্রিকা ছাড়াও মাসিক, ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এই সমস্ত পত্রিকা পাঠ করে তাদের জ্ঞানের দিগন্তকে উন্মোচিত করে।

সাময়িক পত্রিকার উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি পত্রিকার উদাহরণ তুলে ধরা যায়। অবশ্য বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা অপেক্ষা এই সাময়িক পত্রিকা ভিন্নধর্মী। যেমন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (1822), বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (1871) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী' (1877), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গদর্শন', 'নবপক্ষ' (1901) ইত্যাদি।

বিদ্যালয় ম্যাগাজিন-এর গুরুত্ব :

1. ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
2. ম্যাগাজিনে দেশ ও বিদেশের নানান তথ্য পরিবেশিত হয়। ফলে দেশ ও সমগ্র বিশ্ব সভ্যতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বাড়ে।
3. বিদ্যালয় গণ্ডির বাইরে দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হয়।
4. পরিবর্তনশীল সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সজাগ হয় এবং নিজের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে তৎপর হয়।
5. দেওয়াল ম্যাগাজিন লিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা ও ভাষাগত সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।
6. ম্যাগাজিনে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হয়। তাই শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশ চেতনা, ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস চেতনা বৃদ্ধি পায়।
7. ম্যাগাজিনের প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। উন্নত মানবসমাজ সৃষ্টিতে ও মানবসম্পদ বৃদ্ধিতে ম্যাগাজিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
8. ম্যাগাজিনে বিভিন্ন ধরনের লেখা তৈরি ও সেগুলি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তির অনুশীলন কল্পনাশক্তির বিকাশ, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে (Faculties of memory, imagination and reasoning developed)।

মূল্যায়ন

দেওয়াল পত্রিকা ও বার্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে ইতিহাস চর্চা, শিক্ষার্থীর মনন, চি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা ও নৈর্ব্যক্তিক কল্পনার সম্প্রসারণ সম্ভব। তাই ম্যাগাজিন শিক্ষামূল্য সংগীত, বৌদ্ধিকমূল্য অপরিসীম। ম্যাগাজিনের সাহায্যে ইতিহাসের সাহিত্য, ভূগোল, শিল্প ও বিজ্ঞান, সমাজশিক্ষা, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সকল বিষ মেলবন্ধন ঘটানো যায়। তাই ম্যাগাজিন ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ বইয়ের এক অন্য মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। ম্যাগাজিনের মাধ্যমে ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য বিষ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে। ঐতিহাসিক ***K D Ghosh***-এর মন্তব্যে এই সত্যতার পরিচ হয়— "History has not only a fundamental place in the curriculum to but has her needs ministered to by such subjects as Geography, Lite ture, Art and Music."

সমাজবিজ্ঞান শিখনের মূল্যায়ন
(Assessment of Social Science Learning)

পরিমাপ ও মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Assessment and Evaluation):

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও বিকাশ পরিমাপ করার জন্য যে কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি মূল্যায়ন ব্যবস্থার অন্তর্গত। পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেক ব্যাপক এবং শিক্ষার্থীর সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত। বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর চাহিদা, অনুরাগ, ক্ষমতা ও সামর্থ্য ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পরিমাপ করতে হলে যে বিশেষ ব্যবস্থার উপর বর্তমানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে মূল্যায়ন বলা হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত উপাদানই মূল্যায়ন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

মনোবিদ ***Benjamin Bloom*** তাঁর 'Evaluation Triangle'-এ শিক্ষার তিনটি উপাদানকে একটি সামতলিক ত্রিভুজের 3টি কৌণিক বিন্দু হিসেবে কল্পনা করেছেন। এই তিনটি উপাদান হল—শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন। এই উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মূল্যায়ন ত্রিভুজ

শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সামনে শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আচরণধারার পরিবর্তন ঘটানো হয় তার পরিমাপ করা হয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক যে সমস্ত

শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চালন করেন তা শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন সাধন... শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতার বিকাশ ঘটে। আনুভূতিক জগতে... আসে। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার এই সমস্ত দিকের অগ্রগতির পরিমাপ যে কৌশলের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার মূল্যায়ন।

2000 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পাঠক্রম সংগঠন (NCF–2000) মূল্যায়ন বলতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানজগৎ ও জ্ঞান বহির্ভূত জগতের অগ্রগতির পরিমাপ প্রক্রিয়ারূপে চিহ্নিত করেছে। 'Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting evidences of students progress and achievement both in cognitive and non-cognitive areas of learning for the purpose of taking variety decisions.'

মূল্যায়নের সংজ্ঞা:

Wiles: "Evaluation is a process of making judgements that are to be used as a basis for planning. It consists of establishing goals, collecting evidence concerning lack of growth towards goals, making judgements about the evidence, and revising procedures and goals in the light of judgements. It is a procedure for improving the product, the process, and even the goals themselves."

C.M. Brown: "Evaluation is essential in the never-ending cycle of formulating goals, Measuring progress towards them and determining the new goals which merge as a result of new warmings. Evaluation involves measurement, which means objective quantitative evidence. But it is broader than measurement and implies that considerations have been given to certain values, standards and that integretation of the evidence has been made in the light of the particular situation."

সমাজবিজ্ঞানে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া হল সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদানের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা যে উদ্দেশ্য অর্জন করেছে তা নির্ধারণ করা। তাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যবস্তু, পাঠের উদ্দেশ্য, শিখন কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বারা আবদ্ধ।
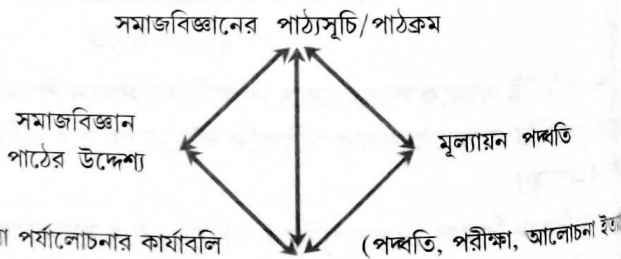
মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন কৌশলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিচারকরণ (Individual Judgement) অর্থাৎ মূল্য আরোপের কাজটি যিনি করেন তাঁর নিজস্ব কিছু প্রভাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে অতিরিক্ত মাত্রা দেয়। তাই মূল্যমান বিচারকরণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত দিকে আলোকপাত করার সময় শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির, মূল্যমান বিচারকরণ প্রসঙ্গটি গুরুত্ব দেওয়া হয়। চিত্রাকারে বিষয়টি তুলে ধরা যায়।
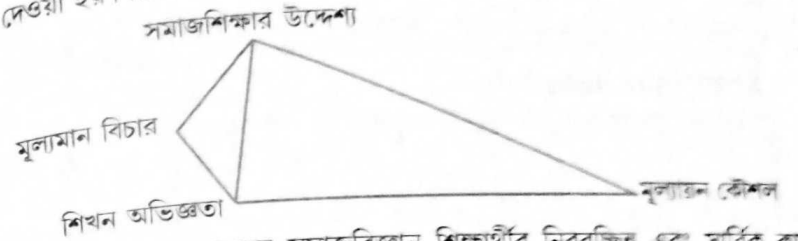
মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক কাম্য আচরণ পরিবর্তনের তথ্য মূল্যায়নের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষণের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সংশোধন বা পরিমার্জন সবকিছুই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই মূল্যায়ন একটি বহু ব্যাপক এবং সর্বাত্মক প্রক্রিয়া।

মূল্যায়ন কৌশল ও আয়োজন
(Evaluation Devices and Evaluation Programme in Social Science Education)

সমাজবিজ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজের বিচারবুদ্ধি ও সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যমান বিচার করবেন।

1. রেটিং স্কেল (Rating Scale)
2. চেকলিস্ট (Check List)
3. পর্যবেক্ষণ সূচি (Observation Schedule)
4. প্রশ্নগুচ্ছ (Questionaire)
5. সাক্ষাৎকার (Interview)
6. লিখিত পরীক্ষা (Written Test)
7. মৌখিক পরীক্ষা (Verbal Test)
8. স্ব-মূল্যায়ন (Self-Assessment)
9. সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন (Peer Assessment)
10. রেকর্ড (Narrative Record)

রেটিং স্কেল (Rating Scale):

সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখনের অগ্রগতির মাত্রা বা সিদ্ধান্তকে একটি স্কেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে সেই স্কেলকে রেটিং স্কেল বলে। স্কেলগুলি Five Point বা Seven Point স্কেল হতে পারে। স্কেলগুলি বর্ণনামূলক ও সংখ্যামূলক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

বর্ণনামূলক (Descriptive)

A	B	C	D	E
খুব ভালো	ভালো	সাধারণ	খারাপ	খুব খারাপ

সংখ্যামূলক (Neumerical)

A	B	C	D	E
1	2	3	4	5

বস্তুত গ্রেডমার্কিং রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে।

গ্রেডিং প্রথায় মার্কিং

নম্বর	গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
91-100	এ-1	10
81-90	এ-2	9
71-80	বি-1	8
61-70	বি-2	7
51-60	সি-1	6
41-50	সি-2	5
31-40	ডি	4
21-30	ই-1	3
20 এবং তার নীচে	ই-2	2

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সংলক্ষণগুলিকে একত্রিত করে অনেক সময় একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষকের রেটিংগুলি একটি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করে লেখচিত্রের আকারে (Graph) প্রকাশ করা যায়। যেমন—শিক্ষার্থীর সামাজিকতা, নির্ভরযোগ্যতা, নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, একাগ্রতা ইত্যাদি সংলক্ষণগুলিকে একত্রিত করে সমন্বিত রেটিং স্কেলের 5টি বিন্দুর মধ্যে একত্রে পরিমাপ করে সাইকোগ্রাফ (Psychograph) চিত্রে দেখানো যায়।

সংলক্ষণ	রেটিং				
	1	2	3	4	5
সামাজিকতা					
নির্ভরযোগ্যতা					
নেতৃত্ব					
দায়িত্ববোধ					
সহযোগিতা					
একাগ্রতা					

চেকলিস্ট (Check List):

সমাজবিজ্ঞান শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন একটি অপরিহার্য অংশ। উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য চেকলিস্ট-এর ব্যবহার এক অন্যতম উপায়। চেকলিস্ট অনেকটা প্রশ্নগুচ্ছের মতো। এখানে প্রশ্ন ও বিবৃতিগুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে। শিক্ষার্থীর শ্রেণিশিখনের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিবৃতিগুলিকে চেক করতে হয় এবং চেক করার পর মতামত প্রকাশ করতে হয়।

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণের ক্ষেত্রে Check List-এর গুরুত্ব অধিক। ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতি বা বিষয়ের তালিকা তৈরি করতে হয় এবং ভ্রমণকালে সেইসব তালিকাভুক্ত বিবৃতিগুলির প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি চেক করতে হয়। চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে ভ্রমণরিপোর্ট লিখতে হয়।

আবার সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষণযোগ্য কোনো বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষা কালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তালিকা, সময় নির্ঘণ্ট, পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য ইত্যাদি চেক করে অনুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

পর্যবেক্ষণসূচি (Observation Schedule):

পর্যবেক্ষণসূচি সমাজমিতির (Sociometry) একটি অন্যতম কৌশল। সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবহির্ভূত কাজের সময় বিশেষ করে 'Community Survey' ও 'Field study' এবং প্রকল্প সম্পাদনের জন্য পর্যবেক্ষণসূচি অত্যন্ত অপরিহার্য একটি মূল্যায়ন কৌশল হিসাবে বিবেচিত। কোনো সমীক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণসূচি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা সমীক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

সমাজ সমীক্ষার পর্যবেক্ষণসূচি

উদাহরণ

1. বিদ্যালয় থেকে জনসমাজটির দূরত্ব
2. জনসমাজটির ভৌগোলিক অবস্থান

উদাহরণ সমাজ সমীক্ষার পর্যবেক্ষণসূচি

3. জনসমাজটির সীমানা ও আয়তন
4. লোকসংখ্যা
5. পুরুষের সংখ্যা
6. স্ত্রীলোকের সংখ্যা
7. শিশুর সংখ্যা
8. ছেলেদের সংখ্যা
9. মেয়েদের সংখ্যা
10. পরিবার যৌথ না নিউক্লিয়ার
11. সাক্ষরতার হার
12. বিদ্যালয়ের সংখ্যা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)
13. মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা
14. কৃষিজ পণ্যের (উৎপাদনযোগ্য) নাম
15. কলকারখানার সংখ্যা
16. ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির নাম
17. পরিবহণের মাধ্যম
18. বিপণন কেন্দ্রগুলির সংখ্যা ও নাম
19. জনসমাজের মানুষের বিভিন্ন পেশা
20. উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির নাম
21. স্বাস্থ্য পরিসেবার মান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা
22. বৈদ্যুতিক সংযোগ ও তার প্রয়োগের বিভিন্ন দিক।

কর্মদিনপঞ্জি (Work Diary):

সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কর্ম-প্রকল্প সম্পাদনের বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য কর্মদিনলিপি ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার পরামর্শ কর্মদিনপঞ্জিতে নথিভুক্ত করতে পারে। কর্মদিনলিপি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে। কর্মদিনলিপি তাদের শিখনের ক্রমিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

শিক্ষক/শিক্ষিকার রেকর্ডবুক (Teacher's Diary or Record Book):

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি রেকর্ডবুক ব্যবহার করতে পারে। এই দিনপঞ্জিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

1. **বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নাম ও ঠিকানা (শ্রেণি অনুযায়ী)**
2. **শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মৌলিকত্ব ও কর্মোদ্যম**
3. **শ্রেণিতে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির রেকর্ড**

4. **পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের সামর্থ্য**
5. **শিক্ষার্থীর উপলব্ধি ও বিচারকরণের ক্ষমতা**
6. **শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার মনোভাব ও যোগাযোগ ক্ষমতা।**

বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই পুথিসর্বস্ব পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। শিক্ষার্থীর পুথিগত জ্ঞান, আগ্রহ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি পরিমাপ করার পর তার উপর ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় তাই হল মূল্যায়ন। "In evaluation the emphasis is upon broad personality changes and Major objectives of educational programme." ***W.S. Monroe***

মূল্যায়ন ও পরিমাপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও দুটি ধারণার পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মূল্যায়ন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিমাপের ক্ষেত্রে অনেকটাই সংকীর্ণ, পরিমাপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতির গতিপ্রকৃতি বিচার করা হয়।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

1. মূল্যায়ন একটি সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্যভিত্তিক বিচারকরণ হল মূল্যায়ন।
2. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সর্বদাই উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective based) হয়।
3. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া একটি ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous process)।
4. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ (Integral part of education)।
5. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমন্বয়ধর্মী। শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত উপাদানগুলির মাধ্যমে সঠিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সফল হয়।
6. মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় মূল্য বিচারকরণ (Value Judgement) প্রসঙ্গ প্রাধান্য পায়।
7. মূল্যায়ন গঠনমূলক (Formative) হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শিক্ষক প্রশ্নকরণের ও গৃহকাজের (Home Task) মাধ্যম ব্যবহার করেন। সামর্থ্যভিত্তিক অগ্রগতি অনুযায়ী সংশোধনাত্মক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সাহায্য করে।
8. নির্দিষ্ট সময়সূচির শেষে, যেমন—ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক পর্যায়ে চূড়ান্তকালীন বা অন্তিম মূল্যায়ন (Summative) হয়ে থাকে।
9. মূল্যায়ন বিভিন্ন ধাপ (Steps) বা পর্যায়ে সমন্বিত হয়। মূল্যায়নের ধাপগুলিকে একটি ফ্লো-চার্ট (Flow Chart)-এ দেখানো যায়।

উদ্দেশ্য নির্ণয়
↓
উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ
↓
পরিবেশ রচনা
↓
অভীক্ষা নির্বাচন ও অভীক্ষাপদ তৈরি
↓
অভীক্ষা প্রয়োগ ও তথ্য সংগ্রহ
↓
সংগৃহীত বিবরণের ভিত্তিতে মূল্য বিচার

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Evaluation Programme in Social Studies):

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয়। শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগক্ষমতা ও দক্ষতা যাচাই করার জন্য স্বল্পমেয়াদি মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। স্বল্পমেয়াদি মূল্যায়নের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ব্যাবহারিক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ধারণা, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি আচরণগত পরিবর্তন সাধনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়নের আয়োজন করা হয়।

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মূল্যায়নের জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন—

1. স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন
   (Short Term Objective based Evaluation) এবং
2. দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন
   (Long Term Objective based Evaluation)
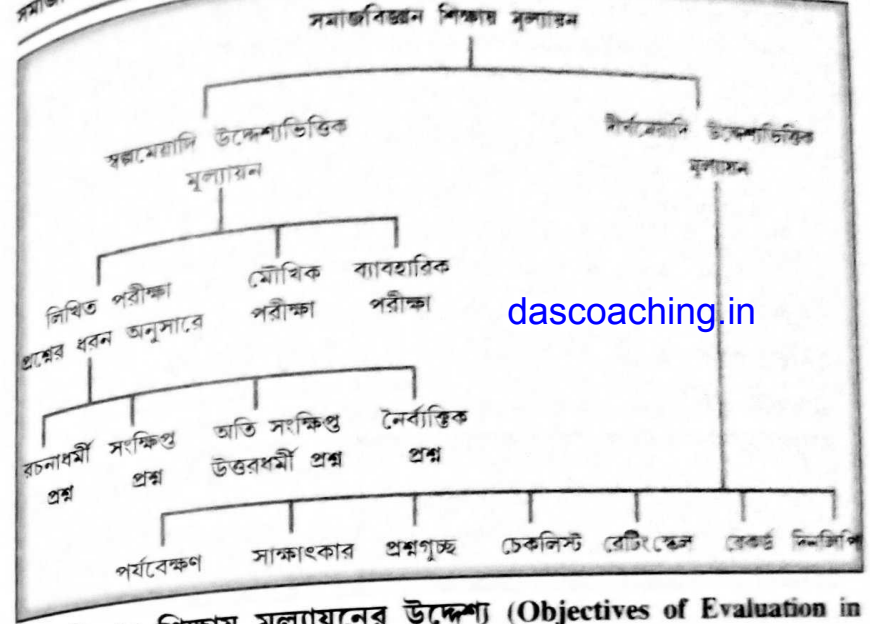
সমাজবিজ্ঞান শিক্ষায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Evaluation in Social Science):

(i) **জ্ঞান (Knowledge):** সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, পৌরবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ধারণা, নীতি, সমস্যা, সামান্যীকরণ, ঘটনা, স্থান, কাল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্যের বিকাশ মূল্যায়নের জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য।

(ii) **বোধ (Comprehension):** সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা, পার্থক্য করা, সংক্ষিপ্তকরণ, সম্প্রসারণ, কারণ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিতকরণ, যুক্তির উন্মেষ ইত্যাদি সামর্থ্যের বিকাশ সমাজবিজ্ঞান মূল্যায়নের বোধমূলক উদ্দেশ্য।

(iii) **প্রয়োগমূলক (Application) উদ্দেশ্য:** নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান ও বোধের প্রয়োগ দক্ষতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, নতুন পরিস্থিতিতে বিষয়বস্তু পুনঃশৃঙ্খলিতকরণ ইত্যাদি সামর্থ্য বিচারকরণ হল প্রয়োগমূলক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য।

(iv) **দক্ষতা (Skill):** শিক্ষার্থীর মানস সঞ্চালনমূলক সামর্থ্য, যেমন—মানচিত্র অঙ্কন, লেখচিত্র অঙ্কন, মডেল ও শিক্ষোপকরণ তৈরি ও ব্যবহার সামর্থ্য হল মূল্যায়নের দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য।

সমাজবিজ্ঞানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে প্রশ্নপত্রের খসড়া প্রস্তুত করতে হয়। প্রশ্নপত্রের খসড়া রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হয়।

1. শিক্ষণ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব,
2. প্রশ্নের ধরনের উপর গুরুত্ব,
3. বিষয়বস্তুর গুরুত্ব,
4. কাঠিন্যের মাত্রার গুরুত্ব।

উদাহরণ:

শ্রেণি: দশম **বিষয়: ইতিহাস**

মূল্যমান—40

1.

উদ্দেশ্য	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতা	সর্বমোট
মূল্যমানের শতাংশ	30%	40%	20%	10%	100%
মোট মূল্যমান	12	16	08	04	40

শ্রেণি: দশম **বিষয়: ইতিহাস**

মূল্যমান—100

2.

প্রশ্নের ধরন	রচনাধর্মী	সংক্ষিপ্ত উ:ভিত্তিক	অতিসংক্ষিপ্ত উ:ভিত্তিক	চয়নধরনের M.Choice	মোট
মূল্যমানের শতাংশ	30%	40%	20%	10%	100%
প্রশ্নের সংখ্যা	03	10	10	10	33
নির্বাচিত মূল্যমান	30	40	20	10	100

3. বিষয়বস্তুর গুরুত্ব

শ্রেণি: দশম **বিষয়: ইতিহাস**

মূল্যমান—40

0	1	2	3	4	5	মোট
একক	একক-I	একক-II	একক-III	একক-IV	একক-V	5 একক
মূল্যমান	10	05	10	05	10	40

4. কাঠিন্যের মাত্রার গুরুত্ব

শ্রেণি: দশম **বিষয়: ইতিহাস**

মূল্যমান—100

ক্রমিক নম্বর	কাঠিন্যের স্তর	প্রশ্নের শতাংশ	মূল্যায়নের শতাংশ	নির্ধারিত মূল্যমান
	সহজ	20%	20%	8
1.	সাধারণ	50%	50%	20
2.	কঠিন	30%	30%	12
3.	মোট	100%	100%	40

সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরোক্ত নীতির উপর গুরুত্ব দিয়ে রচনার সময় প্রশ্নের উত্তরের দৈর্ঘ্য কিংবা শব্দ সংখ্যার নির্দেশ করা থাকবে।

প্রশ্নপত্র সরল ও বোধগম্য ভাষায় লিখতে হবে।

শ্রেণি অনুযায়ী প্রশ্নপত্রে কাঠিন্যের মাত্রা নির্ধারিত হবে।

স্বল্প মেধাবী শিক্ষার্থী, মাঝারি ও উচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন থাকবে।

স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্যভিত্তিক মূল্যায়ন:

অভীক্ষা তিন ধরনের হয়, যথা—

(i) লিখিত অভীক্ষা,

(ii) মৌখিক অভীক্ষা,

(iii) ব্যাবহারিক অভীক্ষা।

লিখিত পরীক্ষা আদর্শীকৃত (Standardized Test) ও শিক্ষককৃত (Teacher Made Test) দু-ধরনের হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষাই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতা যাচাই করার জন্য উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করেন।

1. রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type):

শিক্ষার্থীদের রচনা দক্ষতা, শব্দচয়ন দক্ষতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বর্ণনামূলক উপস্থাপন দক্ষতা যাচাই করার জন্য রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতা থাকে। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষার্থীর ভাষাগত লিখন সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ—

1. সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির গুরুত্ব আলোচনা করো।
2. সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল যুগের সুবর্ণযুগ বলা যায় কিনা আলোচনা করো।

3. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী করা
4. সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির মূল্যায়ন করো।
5. মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আলোচনা করো।

সুবিধা

1. রচনাধর্মী প্রশ্ন তৈরি করা সহজ।
2. এই ধরনের অভীক্ষাপত্রে উত্তরপত্র রচনার সময় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকে।
3. এই ধরনের অভীক্ষায় উত্তরপত্র রচনার সময় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারের সুযোগ পায়। প্রশ্নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে উত্তর রচনা করে।
4. শিক্ষার্থীর ভাষাগত লিখন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
5. উত্তরপত্র মূল্যায়ন স্বল্প সময়ে করা যায়।
6. দীর্ঘ সময় পঠন অভ্যাস তৈরি করে।

অসুবিধা

1. মূল্যায়ন সঠিক হয় না। কারণ নৈর্ব্যক্তিকতা না থাকায় ব্যক্তিভেদে মূল্যায়ন পৃথক হয়। সমস্ত উত্তর না পাঠ করে মূল্যায়ন করার প্রবণতা দেখা যায়।
2. রচনাভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময় অধিক লাগে।
3. শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীরা নোট-নির্ভর পড়াশোনা করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর ভুল উত্তর লেখার প্রবণতা বাড়ে।
4. রচনাধর্মী প্রশ্নের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও যথার্থতা কম থাকে। একই উত্তরপত্র দুজন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষকের দ্বারা মূল্যায়ন করলে উভয়ের মূল্যায়নে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
5. রচনাধর্মী প্রশ্নের মূল্যায়ন পরীক্ষকের মানসিক অবস্থার দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Short Answer Type Questions)

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট হয়। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরের শব্দসংখ্যা বা বাক্য নির্দিষ্ট থাকায় উত্তর পরিমিত হয়। মূল্যায়ন করতে স্বল্প সময় লাগে। এই ধরনের প্রশ্ন সহজে করা যায় এবং বিষয়ের অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উদাহরণ (Examples)

1. কেন সম্রাট আকবরকে শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট বলা হয়?
2. শেরশাহের জনকল্যাণমূলক কাজের উদাহরণ দাও।
3. কেন সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা হয়?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (Very Short Answer Type Questions)

এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি শব্দ সংবলিত কিংবা একটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্ব্যর্থবোধক উত্তরের সম্ভাবনা থাকে না। উত্তর সুনির্দিষ্ট হওয়ায় মূল্যায়ন যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হয়।

উদাহরণ (Example)

1. কে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন?
2. শেরশাহ কবে সিংহাসন আরোহণ করেন?
3. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?
4. জাহাঙ্গিরের সময় কোন্ ইংরেজ পর্যটক ভারতে আসেন?
5. কবে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়?

সুবিধা

1. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল বিষয়ের সর্বাধিক অংশ (Maximum parts of the Content) অন্তর্ভুক্তিকরণের সুযোগ থাকে।
2. এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে।
3. উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করা যায়।
4. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা থাকে।
5. মূল্যায়নে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থাকে না।

অসুবিধা

1. এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর ভাষাগত দক্ষতা বিচারের সুযোগ থাকে না।
2. শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রতিফলনের সুযোগ পায় না।
3. ব্যক্তির সংলক্ষণ এই অভীক্ষার মাধ্যমে জানার সুযোগ থাকে না।
4. শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রমাণিত হয় না। শিক্ষার্থীর সৃজনী ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Type Test)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়। এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কিংবা তাদের একাধিক উত্তরগুলির মধ্যে একটি উত্তর চয়ন করতে হয়। আবার কখনো-কখনো শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়।

1. সত্য-মিথ্যা নিরূপণ (True-False Type): এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা, তথ্য, সময়কাল কিংবা উৎস এমনভাবে সাজানো হয়, যেগুলির মধ্যে ইতস্তত‌ভাবে কিছু ঠিক উত্তর ও কিছু ভুল উত্তরযুক্ত শব্দ বা বাক্য থাকে। যে সমস্ত বিবরণ, উক্তি, উৎস কিংবা সময়কাল সঠিক তার পাশে T (True) এবং যেগুলি ভুল তার পাশে F (False) বসাতে হয়।

উদাহরণ (Example)

1. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক তার পাশে—T এবং যেটি ভুল তার পাশে—F বসাও।

(i) হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
(ii) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় 1526 খ্রিস্টাব্দে।
(iii) 1556 খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়।

(iv) শেরশাহ মোগল বংশের শাসক ছিলেন।

(v) 1707 খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যু হয়।

(vi) 'তুজুক-ই-বাবরী' বাবর রচনা করেন।

2. সম্পূর্ণকরণ (Completion Type): এই ধরনের প্রশ্নে কতকগুলি অসম্পূ বাক্য বা ধারণা উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থী নিজস্ব জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা দিয়ে ঐ অসম্পূর্ণ অংশগুলিকে পূর্ণ করে। দু-একটি শব্দের মাধ্যমে বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ করা যা

উদাহরণ (Example)

(i) বাবরের পিতার নাম ______।

(ii) শেরশাহের আসল নাম ______।

(iii) আকবরের জন্ম হয় ______ প্রদেশে।

(iv) আকবরের অভিভাবক ছিলেন ______।

(v) আকবরের বিখ্যাত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন ______।

(vi) শেরশাহের হিন্দু সেনাপতির নাম ______।

(vii) ______ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়।

3. মাল্টিপল্ টাইপ (Multiple Choice Type): এই ধরনের প্রশ্নে একাধিক উত্তর থাকে। সেগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে লিখতে হয়। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বা করার সময় শিক্ষার্থীর 'স্মরণ' (Recalling) ও 'প্রত্যভিজ্ঞা' (Recognition)—এই দু মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে।

উদাহরণ (Example)

1. খানুয়ার যুদ্ধ হয়েছিল—

(a) 1526 খ্রিস্টাব্দে। (b) 1527 খ্রিস্টাব্দে।

(c) 1556 খ্রিস্টাব্দে। (d) 1529 খ্রিস্টাব্দে।

2. বীরবল ছিলেন একজন—

(a) বীর যোদ্ধা, (b) মোগল শাসক,

(c) আকবরের সভায় বিখ্যাত হাস্যরসিক, (d) রাজপুত সামন্ত।

3. 'আলমগিরনামা' রচনা করেন—

(a) সম্রাট আকবর, (b) সম্রাট শাহজাহান,

(c) সম্রাট জাহাঙ্গির, (d) সম্রাট আওরঙ্গজেব।

4. নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন—

(a) 1738 খ্রিস্টাব্দে (b) 1739 খ্রিস্টাব্দে

(c) 1748 খ্রিস্টাব্দে (d) 1760 খ্রিস্টাব্দে।

4. মিলনধর্মী (Matching Type): এই ধরনের প্রশ্নে দু-দিকে দুটি স্তম্ভ থাকে। বাঁদিকের স্তম্ভে কতকগুলি ধারণা বা প্রশ্ন এবং ডান দিকের স্তম্ভে তাদের উত্তর থাকে। কিন্তু বাঁদিকের প্রশ্নের উত্তর ডানদিকের স্তম্ভে ক্রমানুসারে থাকে না। শিক্ষার্থীদের কাজ হল বাম দিকের প্রশ্নের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভের, উত্তর মিলিয়ে নতুনভাবে দুটি স্তম্ভের মধ্যে প্রশ্ন বরাবর উত্তরগুলিকে ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লিখতে হয়।

উদাহরণ (Example)

বামদিক	ডানদিক
1. বিম্বিসার	1. চালুক্য বংশ
2. সম্রাট অশোক	2. পুষ্যভূতি বংশ
3. হর্ষবর্ধন	3. হর্যঙ্ক বংশ
4. দ্বিতীয় পুলকেশী	4. পল্লব বংশ
5. প্রথম রাজ রাজ	5. চোল বংশ
6. প্রথম নরসিংহ বর্মন	6. মৌর্য বংশ

উত্তর:

1. বিম্বিসার—হর্যঙ্ক বংশ
2. সম্রাট অশোক—মৌর্য বংশ
3. হর্ষবর্ধন—পুষ্যভূতি বংশ
4. দ্বিতীয় পুলকেশী—চালুক্য বংশ
5. প্রথম রাজ রাজ—চোল বংশ
6. প্রথম নরসিংহ বর্মন—পল্লব বংশ

5. উপমান জাতীয় (Analogy Type): এই জাতীয় প্রশ্নে প্রথম দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে উপমাটির সাহায্যে তৃতীয় বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে চতুর্থ শব্দটি খুঁজে বার করতে হয়। স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, মনোযোগ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের সময় প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ (Example)

(a) মহাবীর : জৈন ধর্ম :: বুদ্ধদেব : ?

(b) 1527 : খানুয়ার যুদ্ধ : : 1529 : ?

(c) শশাঙ্ক : কর্ণসুবর্ণ :: হর্ষবর্ধন : ?

(d) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : শক আক্রমণ প্রতিহত করেন : : স্কন্দগুপ্ত : ?

6. শ্রেণিবিন্যাস (Classification Type): এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি বিষয় বা বস্তুকে একই শ্রেণিভুক্ত করা হয়। একই শ্রেণিভুক্ত বা একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত একাধিক বিষয় বা বস্তুর মধ্যে একটি হয় সম্পূর্ণ আলাদা। সেই বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিষয় বা বস্তুকে আলাদা করে উত্তরের স্থানে লিখতে হয়।

উদাহরণ: নিম্নের দেওয়া বিষয়বস্তু/ঘটনা/খ্রিস্টাব্দ থেকে যেটি অন্যান্যদের থেকে আলাদা সেটি চিহ্নিত করে দাগ দাও অথবা উত্তর স্থানে লেখো।

(a) প্রটো অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, নর্ডিক, দ্রাবিড়, মহেন-জো-দারো।
(b) হিমালয়, বিন্ধ্য, কারাকোরাম, নীলগিরি, গঙ্গা।
(c) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৃজি, মল্ল, শুঙ্গ।
(d) হিদাস্পিসের যুদ্ধ, কলিঙ্গ যুদ্ধ, তরাইনের যুদ্ধ, ওয়াটারলুর যুদ্ধ, ঠান্ডা যুদ্ধ
(e) রেগুলেটিং আইন, চার্টার আইন, কাউন্সিল আইন, ভারত শাসন আইন, অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

উত্তর:

(a) মহেন-জো-দারো
(b) গঙ্গা
(c) শুঙ্গা
(d) ঠান্ডা যুদ্ধ
(e) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুবিধা

1. এই অভীক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা থাকে।
2. খুব অল্প লেখার মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ থাকে।
3. সমস্ত পাঠ্য একক ব্যবহার করা যায়।
4. পাঠগ্রহণের অভ্যাস শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে।
5. এই অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ে বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
6. সংবেদন, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অসুবিধা

1. এই অভীক্ষাপদ সাজাতে পরীক্ষকের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়।
2. ব্যক্তির সংলক্ষণ পরিমাপ করা যায় না।
3. এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না।
4. শিক্ষার্থী অনেক সময় অনুমানের সাহায্যে উত্তর দিতে অভ্যস্ত হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার গুরুত্ব

রচনাধর্মী পরীক্ষা ব্যক্তিধর্মী ও ব্যক্তিনির্ভর। রচনাধর্মী পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাধারা, মতামত ও বিচার ক্ষমতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতার অভাব থাকে। তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ করে তোলার জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রয়োজন। নানা কারণে এই পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত।

প্রথমত, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থী পূর্বে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সুসামঞ্জস্য ঘটিয়ে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্ষমতার সাহায্যে উত্তর চয়ন করে। ফলে তাদের মানসিক সংগঠন দৃঢ় হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের জন্য তুলনা, বিচারকরণ ধারণার বিন্যাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

তৃতীয়ত, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পাঠ্যবিষয়বস্তুর একাধিক বিস্তৃত অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার পরিমাপ করা যায়।

চতুর্থত, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে খুব ভালোভাবে শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়।

পঞ্চমত, এই ধরনের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে পাঠ্যবিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছু জানার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হয়।

ষষ্ঠত, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষককে অধিক সময় ব্যয় করতে হয় না। স্বল্প সময়ের মধ্যে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি অংশ সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা গঠন ও সামগ্রিক জ্ঞান আহরণে অনুপ্রাণিত করে। তবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা করার সময় পরীক্ষককে বিশেষ সতর্ক হতে হয়। প্রশ্নের ভাষা ও অর্থ যেন দ্ব্যর্থবোধক না হয়। শিক্ষার্থীরা যেন সঠিক নির্দেশ বুঝতে পারে এবং উত্তরগুলি যেন সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিন্যস্ত থাকে। আবার সাধারণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে অভীক্ষা পদগুলি চয়ন করতে হয়।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন, নিরবচ্ছিন্ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন, গঠনগত এবং সমষ্টিগত মূল্যায়ন, নির্ণায়ক মূল্যায়ন এবং প্রতিকারক শিক্ষণ, পারদর্শিতা অভিক্ষার অভীক্ষাপত্র প্রস্তুতকরণ (Competency based Evaluation, Continuous and Comprehensive Evaluation, Formative & Summative Evaluation, Diagonose & Remedation; Construction of Assessment Tools like Achievement Test)

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন (Competency based Evaluation)

মূল্যায়ন হল মূল্য আরোপের প্রক্রিয়া (Evaluation means to place, a value on something)। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সামর্থ্যভিত্তিক শিক্ষণ, সামর্থ্যভিত্তিক শিখন ও সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যভিত্তিক শিখন ও তার আচরণ পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর বিষয়কেন্দ্রিক অর্জিত জ্ঞান, বোধ ও তার প্রয়োগ ক্ষমতা এবং সর্বোপরি হাতেকলমে কিছু করার মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জনের সামর্থ্য যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই করা যায় তাকে বলা হয় সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন। শুধু জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতার বিকাশই নয় এই সমস্ত বৌদ্ধিক বিকাশ ছাড়াও সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, নান্দনিক, সৃজনক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের বিকাশও যাচাই করা যায়। এক কথায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ আচরণ ধারার বিকাশ ও সেগুলির সামর্থ্যের গভীরত্ব মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধরা পড়ে। সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক শিখন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা হয় এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশগত দিকও এই মূল্যায়নের আওতায় আসে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কার্যকরী তাত্ত্বিক সামর্থ্যতা (Capability) এবং ব্যাবহারিক সামর্থ্যতা উভয় ধরনের সামর্থ্যের বিচার করা যায়।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণগত সামর্থ্য, যেমন—সমস্যাসমাধানের সামর্থ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা, সামাজিক সচেতনতাবোধের দক্ষতা, পরিচালন ও নেতৃত্বের সামর্থ্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার দক্ষতা, পীড়ন (Stress) নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা, আবেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করা যায় ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Weslay বলেছেন, "It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value and indicates all kinds of means to ascertain the quality, value and effectiveness and direct outcomes. It

is a compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate. It is a valuable and indispensible guide to the modification of policies and further action."

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কার্যকরী ক্ষমতা, গুণাবলি সামর্থ্য নির্দেশ করে। সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন উদ্দেশ্যমুখী, সামর্থ্যভিত্তিক, সমগ্রতাদর্শী ও বহুমুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous and Comprehensive Evaluation)

2009 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষায় অধিকার আইনের (Right to Education Act–2009) পঞ্চম অধ্যায়ের 29 নং ধারার 2 (জ) উপধারায় 6 থেকে 14 বছর সমস্ত শিশুর অর্জিত জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ এবং দক্ষতার সামর্থ্য যাচাই করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়ন করার বিষয়ে বলা হয়েছে। শুধু শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও সামর্থ্য বিচার নয় নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় (Teaching–Learning Process) সমস্ত উপাদানই অন্তর্ভুক্ত হয়।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন বলতে বোঝায়—একটি সুব্যবস্থিত প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর সম্পন্ন কার্য এবং কৃতিত্বের বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়। শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের হার নিরূপণের এবং লিপিবদ্ধকরণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা ও সাফল্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের বিচার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত নয়, কারণ পরীক্ষার সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার বীজ বপন করা হয়। আবার শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষাভীতি তাদের সামর্থ্যের বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সারাবছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন বর্তমান শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় (Teaching–Learning process) একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

প্রথমত, নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস করে ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ রচনা করে।

দ্বিতীয়ত, নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন সারাবছর ধরে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ও সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়নের সহায়ক হয়।

তৃতীয়ত, নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি ও আচরণগত পরিবর্তনের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়।

চতুর্থত, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি ও আচরগণত বিকাশ অনুযায়ী এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামর্থ্যভিত্তিক শিখন ও সংশোধনাত্মক শিখনের আয়োজন করা যায়।

পঞ্চমত, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষ সম্পদের ব্যাবহারিক কার্যকারিতা ও শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য বিচার করতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠত, নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠক্রমের কার্যকারিতা, শিক্ষার্থীর সাংগঠনিক ও সৃজনশীল দক্ষতার দুর্বলতা ও সামর্থ্যের দিক ধরা পড়ে। শিক্ষক/শিক্ষিকা এই দিকগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

সপ্তমত, নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং মেধার উৎকর্ষতা সাধন সম্ভব হয়।

প্রথাগত বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক সামর্থ্য বা দুর্বলতা নিরূপণের বিশেষ সুযোগ থাকে না, নিরবচ্ছিন্ন, সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামর্থ্য এবং দুর্বলতাগুলি চটজলদি শিক্ষকের গোচরে আসে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাপদ্ধতি এবং পাঠপরিকল্পনার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দুর্বলতাগুলির প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সর্বোচ্চ মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে এবং তা স্মৃতিনির্ভর না হয়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী হয়।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের এলাকা

(Areas of Continuous Comprehensive Evaluation)

শিক্ষায় অধিকার আইনের 29 নং ধারার 2 (ক) উপধারায় বলা হয়েছে যে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেসব মূল্যবোধ বিকশিত হচ্ছে তা কতটা বিকশিত হয়েছে মূল্যায়নের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা।

29 নং ধারার 2 (খ) উপধারায় শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে।

29 নং ধারায় 2 (গ) ধারায় শিক্ষার্থীর পাঠক্রমিক বিষয়গুলিতে জ্ঞান, সামর্থ্য ও দক্ষতা কতটা উন্নতিলাভ করেছে তা নির্ধারণ করা।

উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সার্বিক জ্ঞানকে সংযুক্ত করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং মান যথাযথভাবে বোধগম্য হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত উপাদানের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়।

কীভাবে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করা যায়?

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী যাতে তার সর্বোচ্চ সাধ্যমতো শিখতে পারে তার সমস্ত

ব্যবস্থার আয়োজন। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সবরকমের সামর্থ্য অর্জনে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন এবং সবরকমের পদক্ষেপ গ্রহণে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অর্জিত সাফল্যের মান নির্ণয় করাই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য।

পদক্ষেপ

1. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতি বিচার করতে হলে প্রতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও তার পছন্দ বিচার করতে হবে। সেই কারণে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে নিরূপণ করতে হবে।
2. শিক্ষার্থীদের কাজগুলি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে লক্ষ করতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন এবং যত্নশীল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার সঠিক মূল্যায়ন করা দরকার।
3. নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ অধ্যয়নের সুযোগসুবিধা ও ঘাটতি বুঝে নিয়ে তা পূরণের কাজে বিশেষ ধরনের উন্নত উপকরণ ও পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থী 'কী জানে'—এই স্তর থেকে 'কী জানা প্রয়োজন'—সেই স্তরে পৌঁছোতে পারে।
4. শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠক্রমের সামর্থ্যগুলিকে মনে রেখে সেটিকে কয়েকটি উপএককে ভাগ করে পাঠদান কার্য পরিচালনা করবেন এবং একটি বা দুটি উপএককপিছু প্রয়োজনবোধে একটি করে অভীক্ষা নেবেন।
5. পর্বান্তিক মূল্যায়ন আয়োজন করা যেতে পারে। মূল্যায়নগুলি লিখিত, মৌখিক ও দলগত কাজের মাধ্যমে হতে পারে। শিক্ষক এই মূল্যায়নগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করবেন। মনে রাখতে হবে যে মূল্যায়নপঞ্জি তৈরির সময় শিক্ষক গঠনমূলক ও পর্বান্তিক মূল্যায়নকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে মূল্যায়ন পঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করবেন।
6. পরীক্ষার মুখোমুখি না করে শিক্ষার্থীর শারীরশিক্ষা, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দক্ষতামূলক মূল্যায়ন করা যায়।
7. স্বাস্থ্য, যোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দক্ষতার মূল্যায়নের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের দলগত অংশগ্রহণ, আগ্রহ, নিবিষ্ট মাত্রা, সক্ষমতা ইত্যাদি মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়।
8. শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা, ত্রুটি-দুর্বলতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে অবগত করাবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠবে। এর দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের দুর্বলতাকে দূর করার জন্য ও নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হবে।

9. মূল্যায়নের প্রশ্নপত্রে সর্বদা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যা কিছু আছে সেগুলি(ও) অন্তর্ভুক্ত করা হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষার্থীর উত্তর কেবলমাত্র স্মৃতিনির্ভর না হয়ে যেন বাস্তব পরিস্থিতি নির্ভর ও যুক্তিনির্ভর হয়।
10. শিক্ষক পাঠ্য বিষয়, শিক্ষার্থীর অগ্রগতির তারতম্য ও সময় ইত্যাদি বিষয়কে গুরু(ত্ব) দিয়ে মূল্যায়নের মান ও নির্ঘণ্ট তৈরি করবেন।
11. প্রশ্নপত্রের ছক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সর্বস্তরের শিক্ষার্থী শিখনে(র) প্রতি আগ্রহ দেখায়। শুধু মেধাবী ছাত্রদের প্রতি লক্ষ রেখে প্রশ্নপত্রের ছক তৈরি করা উচিত নয়।
12. শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনীশক্তি যাচাই করার জন্য গঠনমূলক, নান্দনিক, সাংস্কৃতি(ক) ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলগত কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায়।
13. শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ে সংঘবদ্ধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী(র) অগ্রগতির উপর আলোকপাত করেন। শিক্ষার্থীরা তাদের উন্নতির গতি-প্রকৃ(তি) জানতে পারে। পরীক্ষাভীতি মুক্ত মন নিয়ে তারা আনন্দের সঙ্গে অগ্রগতি(র) তাগিদ অনুভব করে। তারা নিজেদের শেখার অভিজ্ঞতা বিচার করতে এবং তা(র) প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়।
14. শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি করে মূল্যায়নপঞ্জি তৈরি করবেন। মূল্যায়ন পঞ্জিতে থাকবে—
    (a) পাঠক্রমিক বিষয়।
    (b) শিক্ষার্থীর মনোভাব ও মূল্যবোধ, যেমন—শিক্ষকের প্রতি, শিক্ষার্থীর প্রতি ও পরিবেশের প্রতি মনোভাব।
    (c) বিভিন্ন সামর্থ্য, যেমন—সৃজনী শক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিকবোধ, চিন্তন দক্ষতা, সামাজিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা, সমানুভূতি, পীড়ন, নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা।

গুরুত্ব

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মনস্তাত্ত্বিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন আগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ভীতিমুক্ত মন গঠিত হয়। অনগ্রসর শিক্ষার্থীও আনন্দের সঙ্গে তার ধারাবাহিক অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখে। শিক্ষার্থীর মননশীলতা, চিন্তন ক্ষমতা, স্মৃতি, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়াগুলি বৃদ্ধি পায়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, সমস্যাসমাধানের দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক, সামাজিক গুণাবলি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থী আগামী দিনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নাগরিক তৈরি হয়। তাই একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য ও দুর্বলতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করে তার দক্ষতা ও মেধাকে উৎকর্ষে পৌঁছে দেওয়ার একমাত্র অন্যতম উপায় হল নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন।

মূল্যায়ন রেকর্ড/মূল্যায়নপঞ্জি

বছর	2013				2014				2015			
বিষয়সমূহ	বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বরের গড়	শ্রেণির গড় নম্বর	শ্রেণিতে স্থান	মন্তব্য	বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বরের গড়	শ্রেণির গড় নম্বর	শ্রেণিতে স্থান	মন্তব্য	বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত শতকরা নম্বরের গড়	শ্রেণির গড় নম্বর	শ্রেণিতে স্থান	মন্তব্য
বাংলা												
ইংরেজি												
সংস্কৃত/হিন্দি												
ইতিহাস												
ভূগোল												
ভৌতবিজ্ঞান												
জীবনবিজ্ঞান												
অঙ্ক												
অতিরিক্ত বিষয়												
শিক্ষকের স্বাক্ষর												

মূল্যায়ন স্কেল
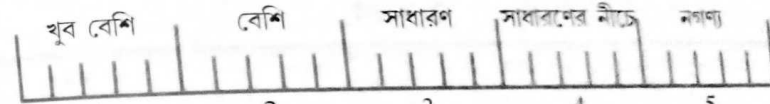
খুব বেশি	বেশি	সাধারণ	সাধারণের নীচে	নগণ্য
1	2	3	4	5

1. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

সংলক্ষণ	বছর 2013	বছর 2014	বছর 2015
শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
উদ্যোগ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
দায়িত্ববোধ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সহযোগিতা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
প্রক্ষোভমূলক সাম্য	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
আত্মবিশ্বাস	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
নেতৃত্ব	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সহানুভূতি	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
পীড়ন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

2. আগ্রহ

সংলক্ষণ	বছর 2013	বছর 2014	বছর 2015
আগ্রহের ক্ষেত্র	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সাহিত্যে আগ্রহ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
বিজ্ঞানে আগ্রহ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
শিল্পকলা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
কৃষি সম্পর্কিত	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
বাণিজ্য সম্পর্কিত	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
গৃহকাজ সম্পর্কিত	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
মন্তব্য	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

3. সহপাঠক্রমিক কাজ

ক্ষেত্র	বছর 2013	বছর 2014	বছর 2015
খেলাধুলা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
প্রমোদমূলক কাজ	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সমাজসেবা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
যোগ/ব্যায়াম	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
অঙ্কন	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সংগীত চর্চা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
সাঁতার	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
শরীর চর্চা	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

(4) শিক্ষার্থীর আচরণগত সমস্যা

(এক) তারিখ বিবরণ

দুই তারিখ বিবরণ

(5) শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও অক্ষমতার বিবরণ :

বৎসর	বিশেষ সামর্থ্য	অক্ষমতা	মন্তব্য
2012			
2013			
2014			
2015			

শিক্ষকের মন্তব্য:

বিশেষ সুপারিশ: শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

মন্তব্য: মূল্যায়ন হল একটি অবিচ্ছিন্ন (Continuous) প্রক্রিয়া। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন সবসময় হয়। মূল্যায়ন কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ভর নয়, এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া (Comprehensive) বিকাশের সমস্ত দিক বিচার করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ই।

May Thorpe-এর কথায় বলা যায়—"Evaluation is the collection, analysis and interpretation of information about any aspect of a programme of education has a part of recognised process of judging its effectiveness, its efficiency and any other outcomes it may have."

মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Type of Evaluation)

মূল্যায়ন হল মূল্য আরোপের প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণের সময় যেমন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করে থাকেন, তেমনি শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরও মূল্যায়ন করে থাকেন। প্রজ্ঞামূলক বা শিক্ষামূলক দিকের যেমন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, তেমনি শিক্ষা বহির্ভূত কিছু কিছু ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন করা হয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনা করে যেমন মূল্যায়ন করা হয়, তেমনি কোনো একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতেও শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শিক্ষণ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়।

যেহেতু মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাই শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়ায় যে-কোনো সময়ে বা পর্যায়ে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। নীচের চিত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ দেখানো হল।
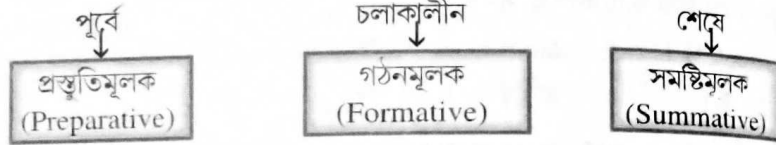
- ***প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন (Preparative Evaluation):*** শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন বলে।
- ***গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation):*** শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বলা হয়। এই মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর শ্রেণি শিখনের অগ্রগতি বিচার করা হয়।
- ***সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন (Summative Evaluation):*** শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মানসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন বলে।

গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনকালে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা হল গঠনমূলক মূল্যায়ন। গঠনমূলক মূল্যায়ন উদ্দেশ্যমুখী হয়। এই মূল্যায়ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই ফিডব্যাক প্রদান করে। এই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়বস্তু ও তাদের অগ্রগতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হয়। শুধুমাত্র অগ্রগতি নয়, শিক্ষার্থীরা তাদের পশ্চাৎপদতা

সম্পর্কেও অবহিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের অসুবিধার দিক বুঝতে পেরে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করে।

আবার, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ ব্যবহারের কার্যকারিতা ও সাফল্য-ব্যর্থতার দিক অনুধাবন করতে পারেন। কার্যকারিতার দিক উপলব্ধি করে শিক্ষক তাঁর পদ্ধতিগত পরিবর্তনসাধনে সমর্থ হন।

শিক্ষণ কৌশল, শিক্ষণ প্রদীপন ব্যবহার এবং সর্বোপরি মূল্যায়নের ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষক/শিক্ষিকা সচেতন হন। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর ত্রুটিবিচ্যুতি নির্ণয় করে সংশোধনমূলক শিখনের দিক নির্দেশ করেন।

এই ধরনের মূল্যায়ন বিভিন্ন অভীক্ষার মাধ্যমে করা হয়। যেমন—শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন (অনুসন্ধানী প্রশ্ন, ডেভলপিং প্রশ্ন, মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন, চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন), কাজের পাতার (work sheets) ব্যবহার, মৌখিক প্রশ্ন, শ্রেণিকক্ষের কাজ ইত্যাদি অভীক্ষার সাহায্যে গঠনমূলক মূল্যায়ন করা যায়।

উপযোগিতা

1. গঠনমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন সামর্থ্য ও অসামর্থ্য সম্পর্কে অবগত হয়।
2. শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর পাঠদান পদ্ধতির কার্যকারিতা ও অ-কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন।
3. গঠনগত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যভিত্তিক আচরণগত পরিবর্তনসাধন সম্ভব হয়।
4. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Difference) ধরা পড়ে।
5. শ্রেণি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা যায়।
6. শ্রেণিশিখনে প্রেষণার (motivation) সঞ্চার হয়।
7. শিক্ষার্থীরা শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ অনুভব করে।

সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

কোনো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার শেষে সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। এই মূল্যায়নকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলা হয়ে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট একক বা অধ্যায় কিংবা পাঠ্যসূচির সমাপ্তিতে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আয়োজন করা হয়। সমষ্টিগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার শেষে শিক্ষার্থীরা কতকগুলি শিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জন করেছে তার মূল্যায়ন করা হয়। আবার এই মূল্যায়নের আর-একটি উদ্দেশ্য হল নম্বর অথবা গ্রেড প্রদান। এই মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যভিত্তিক আচরণগত পরিবর্তনের দিক গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রজ্ঞামূলক আচরণের পরিবর্তন এই মূল্যায়নে ধরা পড়ে।

প্রজ্ঞামূলক আচরণ মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য → প্রজ্ঞামূলক (Cognitive)
→ আনুভূতিক (Affective)
→ সঞ্চালনমূলক (Psychomotor)

প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য → জ্ঞান (Knowledge)
→ বোধ (Comprehension)
→ প্রয়োগ (Application)
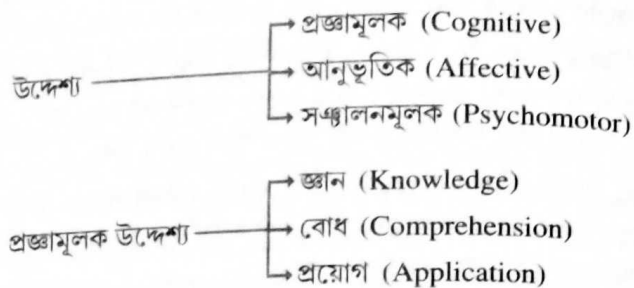
প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যগুলির সমষ্টিগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিখন কার্য সমাপ্তির পর নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর ঘটনা প্রধান জ্ঞান (Factual Knowledge), ধারণাগত জ্ঞান (Conceptual Knowledge), পদ্ধতি জ্ঞান (Procedural Knowledge), স্ব-উদ্ভাবিত জ্ঞান (Meta-cognitive knowledge), এবং বৌদ্ধিক মাত্রার সামর্থ্য মূল্যায়ন করা হয়। শিখন সমাপ্তিতে আশা করা হয় যে শিক্ষার্থী 6টি বৌদ্ধিক মাত্রা অর্জনে সমর্থ হবে। যেমন—

1. স্মরণ (Remembering)
2. বোধ (Understanding)
3. প্রয়োগ (Applying)
4. সংশ্লেষণ (Analysing)
5. মূল্যায়ন (Evaluating)
6. সৃজন (Creating)

গুণগত মাত্রা (Knowledge Dimension)	Cognitive বৌদ্ধিক		Demenision যাত্রা
1. ঘটনা প্রধান জ্ঞান (Factural knowledge)	1. স্মরণ Remembering		2. বোধ Understanding
2. ধারণাগত জ্ঞান (Conceptual knowledge)	3. প্রয়োগ Applying	4. বিশ্লেষণ Analysing	5. মূল্যায়ন Evaluating
3. পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procetual knowledge)	6. সৃজন Creating		
4. উদ্ভাবিত জ্ঞান (Metalognitive knowledge)			

তাই দেখা যায় সমষ্টিগত মূল্যায়নে জ্ঞানগত উদ্দেশ্য পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমষ্টিগত মূল্যায়নে বোধের মাত্রা পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Comprehension Dimension

1. ব্যাখ্যা Interpreting
2. বোধ Understanding
3. উদাহরণদান Examplifying
4. শ্রেণিকরণ Classifying
5. সংক্ষিপ্তকরণ Summerising
6. তুলনা Comparing
7. সিদ্ধান্ত Inferming

সমাপ্তিকালীন মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন, সৃজন সামর্থ্য মূল্যায়ন করা হয়।

প্রয়োগ Applying	সম্পাদন Executing	প্রতিপাদন Implenerting
সংশ্লেষণ Analysing	পার্থক্য নিরূপণ Differentiating	সংগঠন Organizing/ Attributing
মূল্যায়ন Evaluating	সঠিকতা নিরূপণ Checking	সমালোচনা Critiquing
সৃজন Creating	উদ্ভাবন Generating	পরিকল্পনা Planning
উৎপাদন Producing		

সমষ্টিমূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

1. এই মূল্যায়ন হল এক ধরনের চূড়ান্ত মূল্যায়ন। কারণ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমাপ্তিতে এই ধরনের মূল্যায়নের আয়োজন করা হয়।
2. এই মূল্যায়ন উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়।
3. চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মার্কিং বা গ্রেডিং প্রথা অনুসরণ করা হয়।
4. সমষ্টি মূল্যায়ন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক হতে পারে।
5. চূড়ান্ত মূল্যায়নে শুধু Scholastic বা বিষয়গত উদ্দেশ্য বা পরিবর্তন বিচার করা হয় না, শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ, আগ্রহ, চারিত্রিক ও মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদি দিক মূল্যায়ন করা হয়।

সমষ্টিগত মূল্যায়নের স্কলাস্টিক ও ননস্কলাস্টিক দিক

ক্ষেত্র	বিভিন্ন দিক	মূল্যায়ন কৌশল
স্কলাস্টিক Scholastic	বিষয়বস্তুর— জ্ঞান বোধগম্যতা প্রয়োগ সামর্থ্য দক্ষতা অর্জন	লিখিত অভীক্ষা মৌখিক অভীক্ষা ব্যাবহারিক অভীক্ষা
Non-Scholastic	• দৈহিক স্বাস্থ্য • অভ্যাস গঠন • আগ্রহ তৈরি • মনোভাব গঠন • চারিত্রিক ও মূল্যবোধের বিকাশ	• মেডিক্যাল চেক্ আপ • পর্যবেক্ষণ/সাক্ষাৎকার • পর্যবেক্ষণ/সাক্ষাৎকার • সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ • পর্যবেক্ষণ/দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা

গুরুত্ব: চূড়ান্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য বিকাশগত সামর্থ্য মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে হয় এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়।

নির্ণায়ক অভীক্ষা এবং প্রতিকার (Diagnostic Test and Remediation)

মানসিক এবং শিক্ষাগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি পরিমাপের কৌশলকেই অভীক্ষা (Test) বলা হয়। বিভিন্ন অভীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাপগুলিকে একত্রিত করে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি অভীক্ষাই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শায়িত অভীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল নির্ণায়ক পারদর্শিতার অভীক্ষা। এই অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্বলতা বা ত্রুটিগুলি থাকে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। কারণ ত্রুটি ও দুর্বলতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সার্বিক অগ্রগতি একই সঙ্গে চলতে পারে না।

তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা পারদর্শিতার পথে বিভিন্ন ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার জন্য যে বিশেষ ধরনের অভীক্ষার আয়োজন করা হয় তাকে নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnositc Test) বলে। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর কিংবা একটি পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্ন অংশের উপর এই নির্ণায়ক অভীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ পঠনজনিত ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য পঠনের নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test for Reading) এবং পাটিগণিতের বিভিন্ন অংশের ত্রুটি নির্ণয় করার জন্য পাটিগণিতের বিভিন্ন নির্ণায়ক অভীক্ষার আয়োজন করা হয়।

উদাহরণ: ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির কাহিনি জানতে সন, তারিখ, বিশেষ স্থান ও ব্যক্তিমানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স ও বুদ্ধির বিকাশ অনুযায়ী ইতিহাস শিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কিন্তু শ্রেণি শিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু শিক্ষার্থী ইতিহাসের সন, তারিখের প্রতি আগ্রহ বোধ করে না ও সময়-কাল তাদের স্মরণক্রিয়ার মধ্যে থাকে না, সেক্ষেত্রে তারা ইতিহাসের মূল ঘটনার প্রতি আগ্রহ হারায়। সন, তারিখ মনে না রাখতে পারা ইতিহাস শিক্ষার্থীর একটি ত্রুটি বা অক্ষমতা। এই ত্রুটি নির্ণয় করার জন্য ইতিহাস বিষয়ে নির্ণায়ক অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এবং নির্ণায়কধর্মী অভীক্ষাপদ নির্বাচন করা হয়। নির্ণায়ক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সন-তারিখ মনে রাখতে না পারার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার প্রতিকারের জন্য সংশোধনাত্মক পাঠের আয়োজন করা হয়। সন-তারিখের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য সময়সারণি, সময়রেখা মানচিত্র, ছবি, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে সময় বা তারিখ নির্দেশ করে সাল বা তারিখের বিমূর্তায়ন থেকে মূর্তায়ন (Abstract to Concrete Ideas) ঘটানো হয়।

নির্ণায়ক অভীক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক স্কোরমানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নির্ণায়ক অভীক্ষা পদগুলির মধ্যে কোন্ অভীক্ষা পদগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া করতে পারছে এবং কোন্ পদগুলির প্রতি তারা প্রতিক্রিয়া করতে পারছে না তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। এই অভীক্ষার পর শিক্ষার্থীর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এই ধরনের নির্ণায়ক অভীক্ষা সামর্থ্যভিত্তিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণে শিক্ষককে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই অনুসারে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করেন।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামর্থ্যভিত্তিক শিখন শিক্ষকের সামর্থ্যভিত্তিক পাঠদান এবং সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্ণায়ক অভীক্ষা এই সামর্থ্য ভিত্তিকতারই অঙ্গ। কারণ শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করতে না পারলে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই নির্ণায়কধর্মী অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক নির্ণয় করে তার উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য সংশোধনাত্মক পাঠদান পরিকল্পনা ও সংশোধনাত্মক শিখনের আয়োজন করা হয়। এখানেই নিহিত থাকে নির্ণায়ক অভীক্ষার কার্যকারিতা ও সাফল্য।

পারদর্শিতার অভীক্ষা সংগঠন
(Construction of Assessment tools like Achievement Test)

ইতিহাসের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। ইতিহাস অতীতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানকে আলোকিত করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেয়। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে সত্যানুসন্ধান, দেশপ্রেম জাগরণ, জীবনযাপনের প্রস্তুতি, মানবতাবাদ সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও আন্তর্জাতিকতাবোধের জাগরণ ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণ করা হয়। আধুনিক ইতিহাস আঞ্চলিক জন-জাতির কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, জনসাধারণ, স্থান, সময় ও ভাব—এই চারটি মূল দিকের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে ইতিহাসের পাতায়। 'History is the study of

man and his development in Society' আধুনিক ইতিহাসে একটি অঞ্চলের জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক বিধৃত হয়। আধুনিক ইতিহাস হল ভাবের সূত্রে গ্রথিত ঘটনার মালা ('A wreathe of events stung on the thread of ideas')। তাই ইতিহাসের মূল্যায়ন পদ্ধতিও ইতিহাসের লক্ষ্য অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। পারদর্শিতার অভীক্ষা শিক্ষার্থীর ইতিহাস শিখনের ক্রমিক অগ্রগতি তুলে ধরতে সাহায্য করে।

ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ

ইতিহাস হল সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উত্তরণের কাহিনি। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের দিক্‌নির্দেশ ইতিহাসের মূল কথা। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যভিত্তিক আচরণমূল্য নির্ধারণ, অর্জিত বর্তমান আচরণধারা ও ভবিষ্যতের আলোকে আচরণ ধারার পরিবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারণ সবই মূল্যায়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সাহায্যকারী এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
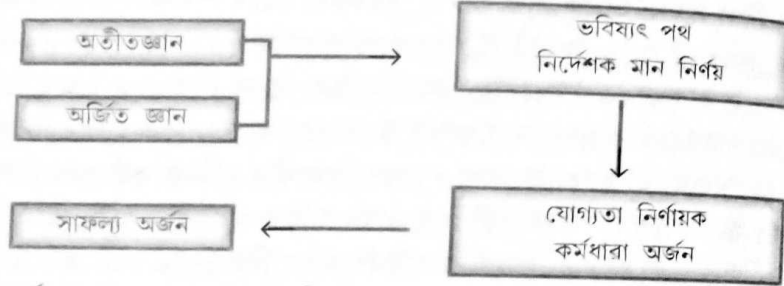
অর্থাৎ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মূল লক্ষ্য 'Preparation for future life' সার্থক হয়।

ইতিহাস শিখনে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি বিচার করা যায়। ইতিহাসের ঘটনার গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি ও তার যথার্থতা বিচার এবং সত্যাসত্য নির্ণয় সবকিছুই মূল্যায়নের মাধ্যমে হয়।

ইতিহাসে মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

(i) মূল্যায়ন ইতিহাস শিখনে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) ইতিহাসের এক-একটি পাঠ এককের শিক্ষণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলে এক-একটি এককের উপর মূল্যায়ন করা সম্ভব।

(iii) মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিহাস শিখনের কাম্য সামর্থ্য ও পারদর্শিতা বিচার করা হয়।

(iv) ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন সবসময় ইতিহাস শিখনের লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতার সাথে সুসম্পর্ক রেখে অগ্রসর হয়।

(v) মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর ইতিহাস শিখনে আত্ম-সক্রিয়তা সৃষ্টি করে।

(vi) ইতিহাস শিখনের অগ্রগতি ও সামর্থ্য বিচার করে বলে মূল্যায়ন সর্বদা (Competence based) সামর্থ্যভিত্তিক হয়।

(vii) মূল্যায়ন ইতিহাস পাঠ্যসূচির পাঠ-সম্পূর্ণতায় সারাবছরের ধারাবাহিক (Continuous) মূল্যায়ন।

(viii) ইতিহাস শিখনে ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা নির্ণয় করতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

ইতিহাস শিখনে মূল্যায়নের ক্ষেত্র

1. মূল্যায়নের মাধ্যমে ইতিহাস শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিচার করা হয়।
2. ইতিহাস শিখন-শিক্ষণে ব্যবহৃত শিক্ষণ কৌশল, ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি এবং ইতিহাস শিক্ষোপকরণের যথার্থতা নির্ধারণ করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।
3. ইতিহাস পাঠক্রমের উপযুক্ততা ও প্রয়োজন হলে তার পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়।
4. ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরিবেশ কীভাবে তৈরি করা যায় তার দিক্‌-নির্দেশ পাওয়া যায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রচলিত শিক্ষণ পরিবেশের ত্রুটি মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।
5. ইতিহাসের অগ্রগতি বিচারের জন্য বিভিন্ন প্রচলিত অভীক্ষা, পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয় করে আদর্শায়িত অভীক্ষাপদ গঠনে মূল্যায়ন সাহায্য করে।
6. শিক্ষকের ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির যাথার্থতা মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা যায়।
7. ইতিহাস পাঠদানের জন্য ও ইতিহাস চর্চার জন্য সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ণয় মূল্যায়নের মাধ্যমে করা হয়।

ইতিহাসের মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের কৌশল—(i) একক অভীক্ষা, (ii) বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন—নৈর্ব্যক্তিক ও রচনাধর্মী প্রশ্ন

(Tools & Techniques of Evaluation in History—(i) Unit Test, (ii) different types of questions–Objective Type Test & Essay Type Test)

মূল্যায়ন কৌশল (Evaluation Techniques)

ইতিহাস শিক্ষণের পূর্বে, ইতিহাস শিক্ষণ পরিকল্পনা করতে, ইতিহাস পাঠদান চলাকালীন এবং শিক্ষন সমাপ্তির সময় শিক্ষার্থীর আচরণধারার পরিবর্তন পরিমাপ করতে বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল অনুসরণ করা হয়। যেমন—

1. বিষয়মুখী কৌশল (Subjective Techniques)
2. উদ্দেশ্যমুখী কৌশল (Objective Techniques)
3. প্রতিফলন কৌশল (Projective Techniques)

1. বিষয়মুখী কৌশল: শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা সরাসরি যে তথ্যসংগ্রহ করেন ও সেগুলির যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য যে কৌশল ব্যবহার করেন তাকে বিষয়মুখী কৌশল বলা হয়। এই কৌশলটির বিভিন্ন উপাদান হল—

- ভাষিক ও অভাষিক কথোপকথন (Verbal & Non-verbal)
- আত্মবিবৃতি
- পর্যবেক্ষণ
- সহপাঠীদের মতামত গ্রহণ
- প্রতিবেশীদের সহযোগিতা
- পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ।

2. উদ্দেশ্যমুখী কৌশল: মূল্যায়নকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যমুখী করতে ইতিহাস শিক্ষক-শিক্ষিকা উদ্দেশ্যমুখী মূল্যায়ন কৌশল গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার্থীরা সঠিক তথ্য দান থেকে বিরত থাকতে পারে।

এই কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল— অভীক্ষাকরণ, পদ্ধতি, মূল্য নির্ণায়ক নীতি ইত্যাদি।

3. প্রতিফলন কৌশল: প্রতিফলন কৌশলের মাধ্যমে ইতিহাস শিখনকালে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত অনুভূতিমূলক ও প্রক্ষোভমূলক তথ্যগুলি উদ্দীপকের উপস্থাপনা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

এই সমস্ত মূল্যায়ন কৌশল প্রকৃতি অনুসারে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—

1. পরীক্ষামূলক (Experimental)
2. আত্মবিবৃতিমূলক (Self-reporting)
3. পর্যবেক্ষণ (Observation)

1. পরীক্ষামূলক কৌশল (Experimental Techniques): ইতিহাস শিখনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যে Test (অভীক্ষা) এবং পরীক্ষা (Examination) অন্যতম। এগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ক্ষমতা, মনোভাব ও সঞ্চালনমূলক দিক অর্থাৎ দক্ষতার পরিবর্তন যাচাই করা যায়। অভীক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

1. শিক্ষাগত অভীক্ষা (Educational Test)
   বা পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement Test)
2. মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological Test)

পরীক্ষাগুলির মধ্যে বিষয়ভিত্তিক (Subjective) ও নৈর্ব্যক্তিক (Object Tipe) অন্যতম। বিষয়ভিত্তিক বা রচনাধর্মী প্রশ্নে ব্যক্তিসাপেক্ষতা থাকে। তাই নৈর্ব্যক্তিক (Objective) প্রশ্ন অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক।

এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন—

1. অতিসংক্ষিপ্ত (Very Short answer Type)
2. সম্পূর্ণকরণ (Completion Type)
   বা শূন্যস্থান পূরণ (Fill in the blanks Type)
3. সত্য / মিথ্যা (True-false Type)
4. মিলিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন (Matching Type)

2. আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self-reporting Techniques): শিক্ষার্থীর শিখনে অগ্রগতি আনতে শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর ইতিহাসে আগ্রহ-অনাগ্রহ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সামাজিক আদর্শ-অনাদর্শ, সু-অভ্যাস-কু-অভ্যাস ইত্যাদি যাচাই করেন। অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল দ্বারা মূল্যায়ন করে থাকেন।

আত্মবিবৃতিমূলক কৌশলের উপকরণগুলি হল—

- সাক্ষাৎকার (Interview)
- প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire)
- আত্মজীবনী (Autobiography)
- ব্যক্তিগত দিনলিপি (Personal Diary)
- অনুরাগ নির্ণায়ক অভীক্ষা (Interest Inventories)
- ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Personality Inventories)
- সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপক প্রশ্নগুচ্ছ (Sociometric Questionnaire)
- আলোচনা (Discussion)

3. পর্যবেক্ষণ কৌশল (Observation Techniques): ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত যে-কোনো পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন। শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতার অগ্রগতি ছাড়াও শিক্ষার্থীর আচরণ যেমন—নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, সহমর্মিতা বোধ, শ্রমের প্রতি আগ্রহ, সততা, পরিচ্ছন্নতা, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করে যাচাই করা হয়। এই কৌশলের বিভিন্ন উপকরণগুলি হল—

- অতীত বিষয়ক তথ্যাবলি (Anecdotal Records)
- রেটিং স্কেল (Rating Scale)
- চেক্‌লিস্ট (Check list)
- সমাজমিতি (Sociometry)

- পরিস্থিতি নির্ভর অভীক্ষা (Situation Test)
- প্রগতিপত্র (Progress Report)
- বিদ্যালয়ের বিবরণীপত্র (School Record card)

• ইতিহাস শিখনে প্রস্তুতিমূলক ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Formative & Summative Evaluation)

ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে সারাবছর ধারাবাহিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গো প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে। আবার নবম ও দশম শ্রেণিতে এই প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন অনুসরণ করা হয়নি। সকল স্তরে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বা Summative Evaluation অনুসরণ করা হয়।

নিম্নে Formative বা প্রস্তুতিমূলক ও Summative বা পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ছকের মধ্যে দেখানো হল। এই দুটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সারাবছরের নম্বর বিভাজন, মোট নম্বর এবং শতাংশ ছকের মধ্যে দেখানো হল।

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন —এপ্রিল

(1)

শ্রেণি	প্রস্তুতিকালীন		পর্যায়কালীন		প্রস্তুতিকালীন		পর্যায়কালীন		প্রস্তুতিকালীন		পর্যায়কালীন	
	নম্বর	সময়	নম্বর	সময়	নম্বর	সময়	নম্বর	সময়	নম্বর	সময়	নম্বর	সময়
I & II	10	20 মিঃ	10	20 মিঃ	20		10	20 মিঃ	20		30	1 ঘণ্টা
III, IV & V	10	20 মিঃ	10	20 মিঃ	20		20	40 মিঃ	20		50	1 ঘঃ 30 মিঃ
VI, VII & VIII	20	20 মিঃ	15	30 মিঃ	20		25	50 মিঃ	20		70	2 ঘঃ 30 মিঃ

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন — আগস্ট

(2)

শ্রেণি	প্রস্তুতিকালীন	পর্যায়কালীন	Formative Percentage (প্রস্তুতি শতাংশ)	পর্যায়কালীন শতাংশ
I & II	50	50	50%	50%
III, IV & V	50	80	38%	62%
VI, VII & VIII	60	110	35%	65%

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন — ডিসেম্বর

(3)

শ্রেণি	মোট নম্বর সময়	প্রস্তুতিকালীন Formative	পর্যায়কালীন Summative	শতাংশ প্রস্তুতিকালীন	শতাংশ পর্যায়কালীন
I & II	450	250	200	56%	44%
III & IV	650	250	400	38%	62%
V	800	250	850	31%	69%
VI	1100	300	800	27%	73%
VII & VIII	1300	300	1000	23%	77%

একক অভীক্ষা (Unit Test)

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মূল্যায়নে বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। নিরবচ্ছিন্ন, সামর্থ্যভিত্তিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিহাস বিষয়ে পূর্বের মতো ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক কিংবা বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ইউনিট টেস্ট প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতিহাস পুস্তকের এক-একটি অধ্যায়ে যে একক (Unit) বা একটি এককের অধীনে যতগুলি উপ-একক (Sub-unit) আছে সেগুলি পাঠদান কার্য সমাপনের পর ওই একক কিংবা উপ-এককের উপর ইউনিট টেস্ট এখন চালু করা হয়েছে। ইউনিট টেস্ট প্রয়োগ করে প্রতিমাসে বা তিন মাস অন্তর শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে 6টি ও পরে 3টি ইউনিট টেস্ট-এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণিতে সর্বমোট 800 নম্বরের মধ্যে 250 নম্বর প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন ও 550 নম্বর পর্যায়কালীন মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে মোট 1100 নম্বরের মধ্যে 300 নম্বর প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন এবং 800 নম্বর পর্যায়কালীন মূল্যায়ন করা হয়। আবার সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে সর্বমোট 1300 নম্বরের ক্ষেত্রে 300 প্রস্তুতিকালীন ও 1000 নম্বর পর্যায়কালীন মূল্যায়ন করা হয়।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের সমস্ত অধ্যায়কে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি পর্যায়ে সমানুপাতিকভাবে এককগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে বছরে তিনটি ইউনিট টেস্ট নেওয়া হয়। প্রতিটি ইউনিট টেস্টের নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। তাই ইতিহাসে ইউনিট টেস্টের প্রবর্তন ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সফল প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করা যায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে উপ-এককের পরিপ্রেক্ষিতে নম্বর বণ্টনের নকশা—

বিষয় - ইতিহাস পূর্ণমান - 25

উপ-একক	নম্বর	শতকরা নম্বর
উপ-একক -1	7	28 %
উপ-একক -2	10	40 %
উপ-একক -3	8	32 %

মার্কিং পরীক্ষা (Marking Test)

ইতিহাস বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপের প্রাচীনতম কৌশল হল পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করে নম্বর প্রদান। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষণ ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তরপত্রে নম্বরদান এবং পাস-ফেল প্রথা প্রচলিত ছিল। এই নম্বরদান ব্যবস্থা অনেকটাই অবৈজ্ঞানিক। কারণ পরীক্ষা পদ্ধতির যথার্থতার উপর এই নম্বরদান পদ্ধতির যথার্থতা নির্ভর করে। রচনাধর্মী প্রশ্নের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসাপেক্ষতা বেশি হওয়ায় নম্বরদান প্রথার নির্ভরযোগ্যতা কম। শিক্ষকভেদে মার্কিং বা নম্বরদান পরিবর্তিত হয়। আবার দুজন পরীক্ষকের নম্বরদানের ক্ষেত্রে অনেকসময় সহগতির সহগাঙ্ক অত্যন্ত কম। দুজন শিক্ষার্থী প্রায় কাছাকাছি নম্বর পেলেও তাদের মধ্যে তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে মার্কিং সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'It is very difficult to distinguish between two pupils, one of whom obtains, say, 45 marks and another 45 or 47'।

মার্কিং পদ্ধতির ত্রুটি সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেছেন, "Pass or failing of about 40% depends on who reads the papers and of about 10% depends upon when the paper was read"। তাই মার্কিং পদ্ধতির ত্রুটি দূর করতে বর্তমানে ইতিহাসসহ সমস্ত বিষয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রেড পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া শুরু হয়েছে।

গ্রেড পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে বলা হয় গ্রেডিং। গ্রেডিং দু-ধরনের হয়—

1. চরম গ্রেডিং: চরম গ্রেডিং পূর্বনির্ধারিত হয়। কারণ শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট রেঞ্জে যে নম্বর পাক না কেন তাদের গ্রেডিং এক থাকে।

উদাহরণ: 1

80 বা তার বেশি	:	A grade
60 - 79	:	B grade
40 - 59	:	C grade
40-এর নীচে	:	D grade

উদাহরণ: 2

স্কেল	গ্রেড	পরিমাপের স্কেল
90-100	A A	আশাতীত (outstanding)
80-89	A +	চমৎকার (excellent)
60-79	A	খুব ভালো (very good)
45-59	B +	ভালো (good)
35-44	B	সন্তোষজনক (satisfactory)
25-34	C	প্রান্তিক (margine)
25-এর নীচে	D	অনুত্তীর্ণ (disqualified)

2. তুলনামূলক গ্রেডিং: এই গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে র‍্যাংক অর্ডারের শতাংশের ভিত্তিতে গ্রেড প্রদান করা হয়। যেমন—প্রাপ্ত নম্বরকে বেশি থেকে কমে সাজিয়ে উপরের 5 % -কে 'A' গ্রেড, তার পরের 10 % 'B' গ্রেড, পরের 50 % C গ্রেড এবং বাকি 35 %-কে D গ্রেড প্রদান করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে গ্রেডিং করা হয়। চরম গ্রেডিং ব্যবস্থাতে কোনো শিক্ষার্থী 'A' গ্রেড নাও পেতে পারে। কিন্তু তুলনামূলক ব্যবস্থায় (A, B, C, D) প্রত্যেকটি গ্রেডেই শিক্ষার্থী থাকবে।

মূল্যায়ন: আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় গ্রেডিং পদ্ধতি শিক্ষামনস্তত্ত্বনির্ভর। একটি বিষয়ে নির্দিষ্ট মার্কের ভিত্তিতে বিষয়গত সামর্থ্য বা অগ্রগতি বিচার করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে যা, শিশুমনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। আবার গ্রেডিং ও মার্কিং উভয় পদ্ধতি একই সঙ্গে অনুসরণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। যে-কোনো একটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

ইতিহাস শিক্ষণে পরীক্ষা ব্যবস্থা (Examination in teaching history)

শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যবহারে দক্ষতার সৃষ্টি, আচরণের পরিবর্তন সাধন, শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও অভিরুচি সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর এই পরিবর্তন এল কিনা তা যাচাই করার একমাত্র উপায় হল পরীক্ষা। তাই শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতির ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। উৎকৃষ্ট প্রশ্নপত্র শিক্ষকের কাছে 'গাইড' রূপে কাজ করে। শুধু বিষয়বস্তুর জ্ঞান নয়, ভাষার দক্ষতা, স্বচ্ছতা, ভাষার ব্যবহার ও উৎকৃষ্ট লেখার ক্ষমতা, পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা সহজ হয়। কিন্তু 'পরীক্ষা' শব্দটি শিক্ষার্থীর কাছে

ভীতিপ্রদ। পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়া শিক্ষার্থীর কাছে যথেষ্ট উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত। ইতিহাস পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনমনীয়তার বদলে কিংবা কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের বদলে নমনীয় ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ইতিহাস পরীক্ষা পদ্ধতিকে সার্থক ও বাস্তবায়িত করতে হবে।

গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি

পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ পরিপ্রেক্ষিতে বহির্বিভাগীয় ও অভ্যন্তরীণ—এই দু-প্রকার ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে প্রচলিত। বহির্বিভাগীয় পরীক্ষা দ্বারা বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বহিঃপরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নানা প্রকার হতে পারে, যেমন—সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রভৃতি। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা হল বহির্বিভাগীয় পরীক্ষাগারের প্রস্তুতি পর্ব।

উত্তরদানের প্রকৃতি অনুসারে পরীক্ষাকে আবার মৌখিক ও লিখিত এই দু-ভাগে ভাগ করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষা (Oral test): মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি অতি প্রাচীন। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত মৌখিক (viva) পরীক্ষা প্রচলিত। শিক্ষার্থীর মধ্যে সংকোচ ও শৈথিল্য কাটানো ও বিষয় জ্ঞানের পরিমাপ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি যাচাই করার জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে রেকর্ড রাখা হয়। বর্তমানে মধ্যশিক্ষা বোর্ড ইতিহাস বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্য 10 নম্বর ধার্য করেছেন।

লিখিত পরীক্ষা (Written test): প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরদানের প্রকৃতি বিচারে লিখিত পরীক্ষাকে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক—দু-ভাগে ভাগ করা হয়।

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণ

রচনাধর্মী পরীক্ষার কিছু গুণের কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন বলা যায়—

প্রথমত, শিক্ষার্থীরা যে বিষয়ে অধ্যয়ন করেছে সে সম্পর্কে লব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, লিখিত উত্তরপত্রে শিক্ষার্থীর রচনা কৌশল, ভাষার স্বচ্ছতা, ভাষার সাবলীলতা, উপস্থাপনের দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন তথ্যের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ, যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কিনা তা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে অল্প সময়ে প্রশ্নপত্র রচনা করা যায়। অল্প অর্থ ব্যয়ে প্রশ্নপত্র ছাপানো সম্ভব হয়।

পঞ্চমত, ইতিহাস তথ্যনির্ভর বিষয়। তাই রচনাধর্মী পরীক্ষার সাহায্যে পর্যাপ্ত তথ্য পরিবেশনের সুযোগ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, রচনাধর্মী পরীক্ষায় অপরের সাহায্য নিয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই অসৎ উপায় অবলম্বনের সুযোগ কম থাকে।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি

রচনাধর্মী পরীক্ষা একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়।

প্রথমত, এই পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা (reliability), যথার্থতা (validity), বাস্তবতা (practicability), প্রয়োগধর্মিতা (administrability) ও পরিমিততা (ecomomy) ইত্যাদির অভাব লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি নিরপেক্ষতা থাকে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট মান সর্বত্র অনুসরণ করা যায় না।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিসাপেক্ষতা থাকায় নম্বরদানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

চতুর্থত, রচনাধর্মী পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন ও ইতিহাস চেতনার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারে না।

পঞ্চমত, বহির্বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হাতে বর্তমানে রচনাধর্মী পরীক্ষা অনেকটাই অনমনীয় ও নিয়মসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী পরীক্ষা

সম্প্রতি নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে। 1952-53 মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র নানা ধরনের হয়। যেমন—(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক অভীক্ষা (True-False Test), (খ) বহুর মধ্যে সঠিক উত্তর নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice Test), (গ) সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion Test), (ঘ) সামঞ্জস্যকরণ (Matching Test), (ঙ) সময়জ্ঞান অভীক্ষা (Time sense Test), (চ) স্থান চেতনা অভীক্ষা (Space sense Test), (ছ) বংশপঞ্জিকরণ অভীক্ষা(Geneological Test), (জ) তারিখের নিরিখে ঘটনা বিচার অভীক্ষা (Table of Dates and events Test।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সুবিধা

প্রথমত, এই পরীক্ষা বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ব্যক্তিসাপেক্ষতামুক্ত। তাই শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ ও বিশুদ্ধ মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, বেশি লেখার হাত থেকে পরীক্ষার্থীরা মুক্তি পায়। অল্পসময়ে খাতা মূল্যায়ন সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে পুস্তক অভিমুখী করে, কারণ নোটবই পড়া কিংবা অল্প পড়ে অধিক সংখ্যক বিষয়মুখী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থত, অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থী অধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হয়।

পঞ্চমত, এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী সকলেরই শ্রম ও সময় অপচয় রোধ সম্ভব।

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অসুবিধা

প্রথমত, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হয়, তাই বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়া নির্ভুল ও যথার্থ প্রশ্নপত্র রচনায় অসুবিধা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, Simple, Recall কিংবা True-false পরীক্ষায় প্রকৃত জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমান করার সুযোগ পরীক্ষার্থীরা পায়।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ তুলনা ও বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এই পরীক্ষায় থাকে না।

চতুর্থত, এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়গত জ্ঞান যাচাই ও শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতা যাচাই করা যায় না।

পঞ্চমত, অসৎ উপায়ে উত্তর সংগ্রহের প্রবণতা বাড়ে। তাই পরীক্ষার্থীরা পারস্পরিক সাহায্য লাভের সুযোগ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়।

ষষ্ঠত, পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ এই অভীক্ষায় সম্ভব হয় না। ***Sandiford*** তাই মন্তব্য করেছেন, "The examiner cannot tell where knowledge stops and guessing begins।"

সপ্তমত, প্রশ্নপত্র দীর্ঘ হওয়ায় ছাপার খরচও বেশি। তাই অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভব হয় না।

ইতিহাস পরীক্ষার সংস্কার

শিক্ষার্থীর ধারণা (Conception), বোধশক্তি (Comprehension), আচার-আচরণ (Behaviour), অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়নের জন্য 'objective based' বা উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা প্রয়োজন। নিম্নের উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে ইতিহাসের প্রশ্নপত্র রচনা করতে পারলে তবে পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্যাভিমুখী প্রশ্নপত্র

1. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির জ্ঞান।
2. বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের জ্ঞান।
3. ঘটনার সময় বা কালের পারম্পর্য (Time sequence)।
4. বিভিন্ন ঘটনা কেন হল, কীভাবে হল সেই ঘটনার পশ্চাতে কারণ সম্পর্কে বোধের উন্মেষ।
5. ঐতিহাসিক স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি।
6. ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়।
7. ঐতিহাসিক স্থান, ঘটনা, সময় ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে বাস্তবে তার প্রয়োগ।

8. ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চিত্র অঙ্কন, ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করে চার্ট তৈরি, সময় রেখা ও সময়তালিকা তৈরি এবং মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থানগুলির চিহ্নিতকরণের দক্ষতা ইত্যাদি।
9. ইতিহাস রচনার উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান ও ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ধারণের ক্ষমতা।

বিভিন্ন সংস্কার

1. উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র (Criterion Test) রচনা করার সময় যাতে প্রচলিত পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা (reliability), প্রয়োগশীলতা (administrability), পরিমিততা (economy), যথার্থতা (validity) ইত্যাদি যাতে গুরুত্ব পায় সেদিকে যত্নবান হতে হবে।
2. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভাষার দুর্বোধ্যতা দূর করতে হবে। সহজ-সরল ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে।
3. শিক্ষার্থীরা যাতে সাজেশানভিত্তিক পড়াশোনা না করে সেই জন্য সমস্ত বইয়ের বিষয়ের উপর আলোকপাত করে প্রশ্নপত্র রচনা করা প্রয়োজন।
4. 'স্থান-কাল-পাত্র'—এই তিন ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে রেখে সময়ানুক্রমিক তথ্য, বিষয়সংক্রান্ত তথ্য, কার্যকারণ তথ্য যাচাই করার জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিহাস প্রশ্নপত্রের ধারা (pattern) পরিবর্তন করেছে।

মন্তব্য: বর্তমানে ইতিহাস পরীক্ষার ক্ষেত্রে রচনাধর্মিতা এবং বস্তুধর্মিতার সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তরের জন্য অধিক সংখ্যক ছোটো প্রশ্নের অবতারণা প্রয়োজন। সময়, স্থান, চেতনা, যাচাই করার জন্য মানচিত্র ও সময় রেখার ভিত্তিতে প্রশ্ন করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বাৎসরিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যভিত্তিক, অতিসংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, রচনাধর্মী প্রশ্ন নির্বাচন দরকার। তবেই ইতিহাস পরীক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের মূল্যায়ন ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনরালোকপাত (Review of present Evaluation system in History at Secondary and Higher Secondary stage in West Bengal)

শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও পারদর্শিতা মূল্যায়নের কৌশলগুলির মধ্যে অন্যতম হল অভীক্ষা (Test) পরীক্ষা (Examination)। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় এই দুই কৌশল অবলম্বন করা হয়। অভীক্ষা (Test) ও পরীক্ষার (Examination) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্য ও অসাফল্য বিচার করা হয়। প্রারম্ভিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন (Fomative evaluation) ও পর্যায়কালীন মূল্যায়ন (summative evaluation) এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে সমাপ্তিকালীন মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়।

অভীক্ষা যে-কোনো সময় পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই প্রয়োগ করা হয়। প্রত্যেকটি অভীক্ষাপদ নির্দিষ্ট কাঠিন্য মান অনুসারে নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো থাকে। অভীক্ষা প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীর সাফল্যের পাশাপাশি ত্রুটি নির্ণয় এবং ত্রুটিগুলি দূরীকরণের জন্য সংস্কারমূলক শিক্ষণ (Remedial Teaching)-এর আয়োজন করা হয়। অভীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত মানের আদর্শায়ন করা হয় বলে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মানে যথার্থতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) থাকে।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যে সমস্ত অভীক্ষা নেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

1. ভরতির অভীক্ষা (Admission Test)
2. শ্রেণি অভীক্ষা (Class Test)
3. মাসিক অভীক্ষা (Monthly Test)
4. শিক্ষাগত ফলাফলের অভীক্ষা (Achievement Test)
5. একক অভীক্ষা (Unit Test)

প্রারম্ভিক স্তর: বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হয়েছে সেখানে Formative মূল্যায়নের পাশাপাশি একক অভীক্ষা (Unit Test) নেওয়া হয়ে থাকে।

প্রারম্ভিক স্তরে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চালাকালীন অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে। এই স্তরে পাঠ্য বিষয়কে অন্যান্য বিকাশের পরিপূরক হিসাবে তুলে ধরতে হয়। প্রদত্ত সূচক ও নির্দেশিকাগুলিকে ফলপ্রসূ করার জন্য যে সমস্ত Technique বা কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল—

1. কুইজ
2. বিতর্ক
3. প্রকল্প
4. তাৎক্ষণিক বক্তৃতা
5. দলগত আলোচনা
6. পরীক্ষানিরীক্ষা
7. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি
8. প্রকৃতিপাঠ ও বৃক্ষরোপণ
9. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
10. ছবি আঁকা, দেওয়াল পত্রিকা তৈরি
11. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি
12. বিভিন্ন ধরনের নাচ, গান, নাটক ও খেলার অনুষ্ঠান।

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের সময়, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন, সমস্যা, ইতিবাচক দিক, সামর্থ্য বিভিন্ন বিষয় নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে শিখনের প্রামাণ্য দলিল তৈরি করেন। এই প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি (F-1) শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (Summative Evaluation) অবধি। দ্বিতীয় ভাগটি (F-2) প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যবর্তী সময় ভাগটি (F-3) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যবর্তী সময় জুড়ে আয়োজন করা হয়। শ্রেণি শিক্ষক / শিক্ষিকা অন্যান্য শিক্ষক /শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড তৈরি করেন।

নিম্নের ছকের মতো প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড প্রস্তুত করা হয়।

শিক্ষার্থীর নাম	অংশগ্রহণ	প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহ			ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সামর্থ্য			সহানুভূতি ও সহযোগিতা			নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ		
রোল	নাম	F-1	F-2	F-3	F-1	F-2	F-3	F-1	F-2	F-3	F-1	F-2	F-3
1.													
2.													
3.													

নির্ধারিত পরিমাপক

A = 75–100 %   B = 50–74 %

C = 25–49 %   D = 25%-এর কম

মার্কস ও গ্রেড প্রথা	
মার্কস (%)	গ্রেড
25–এর নীচে	= D
25–44	= C
45–59	= C +
60–69	= B
70–79	= B+
80–89	= A
90–100	= A+

সহানুভূতি ও সহযোগিতা

A : পরিচিত ও অপরিচিত উভয়ের জন্যই সক্রিয়ভাবে সহানুভূতিশীল।

B : পরিচিতের জন্য সক্রিয়ভাবে সমানুভূতিশীল কিন্তু অপরিচিতদের জন্য শুধুই সহানুভূতিশীল।

C : পরিচিতদের জন্য সহানুভুতিশীল।

D : পরিচিত কিংবা অপরিচিত কারও জন্যই সহানুভূতিশীল নয়।

প্রশ্নকরণ ও অনুসন্ধানে আগ্রহ

A : শিখন-সহায়ক প্রশ্নকরণে সক্ষম ও অনুসন্ধানে আগ্রহী।

B : শিখন-সহায়ক প্রশ্নে সক্ষম কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী নয়।

C : শিখন-সহায়ক প্রশ্ন করে না কিন্তু অনুসন্ধানে আগ্রহী।

D : প্রশ্ন করে তা শিখন-সহায়ক নয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক স্তরে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পাশাপাশি তিনটি Unit Test বা একক অভীক্ষা নেওয়া হয়। এই ধরনের অভীক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময়সূচির শেষে নেওয়া হয় বলে একে সমাপ্তিকালীন অভীক্ষা বা Unit Test বলে।

Summative মূল্যায়ন যেহেতু বিচারমূলক তাই এই পরিমাপের শেষে শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই পরিমাপের উদ্দেশ্য হল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুণগত মান নির্ধারণ। নির্দিষ্ট কার্যসূচির শেষে উদ্দেশ্যের সার্থকতা এই মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। বিদ্যালয়ে আগে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষাগুলিকে এই পর্যায়কালীন মূল্যায়নের মধ্যে ধরা হয়। বর্তমানে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার বদলে মাধ্যমিক স্তরে তিনটি একক অভীক্ষা বা Unit Test প্রচলিত। তবে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

পরীক্ষা আবার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা দুই-ভাগে বিভক্ত। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বছরের শেষে বহিঃপরীক্ষা নেওয়া হয়। Unit Test -গুলি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মধ্যে আসে।

শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরীক্ষা ব্যবস্থা আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন—

1. মৌখিক পরীক্ষা (Oral Examination)
2. লিখিত পরীক্ষা (Written Examination)
3. ব্যাবহারিক পরীক্ষা (Practical Examination)

মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা হয়। তাদের ভাব প্রকাশে দক্ষতা যাচাই করা হয় ও বাচনভঙ্গিমার মাধুর্য মাপা হয়। তাদের মানসিক অগ্রগতি, বৌদ্ধিক ও প্রায়োগিক দিকগুলি পরিমাপ করা হয়।

লিখিত পরীক্ষার যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ব্যাবহারিক পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি, দলগত মনোভাব গঠন, সমাজ চেতনার জাগরণ, কর্মসম্পাদনে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করার জন্য ব্যাবহারিক পরীক্ষার (Practical Examination) আয়োজন করা হয়।

ব্যাবহারিক পরীক্ষা = কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া + মৌখিক পরীক্ষা + লিখিত পরীক্ষা।

মূল্যায়ন: এইভাবে দেখা যায় অভীক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রস্তুতিমূলক ও পর্যায়কালীন মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্তরে আমাদের রাজ্যে মূল্যায়ন কার্যপরিচালনা করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনড় বা স্থির (static) নয়। বিবর্তনমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যায়ন পদ্ধতিও নিত্য বিবর্তনমূলক ও পরিবর্তনশীল।

ইতিহাসে মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Evaluation in History)

'মূল্যায়ন' (Evaluation) শব্দটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। 'শিক্ষা' শব্দের ন্যায় 'মূল্যায়ন' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্যায়ন শুধু পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞানের যাচাই ও বিচার করে না, বরং এর শিক্ষক মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিকভাবে শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ, বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত বিকাশের পরিমাপ করে থাকেন। মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে তাই বলা যায়, "Evaluation is more comprehensive concept of measurement than is implied in conventional tests and examination."

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

(i) মূল্যায়ন একটি ব্যাপক সর্বাত্মক পদ্ধতি।

(ii) মূল্যায়ন এক ধরনের শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া (Process of Teaching)।

(iii) মূল্যায়ন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নির্ধারণ করে।

(iv) মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নির্ধারণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

(v) মূল্যায়ন হল একটি ধারাবাহিক পরিচ্ছন্ন প্রক্রিয়া।

মূল্যায়ন কৌশল

সর্বাত্মক পরিমাপই হল মূল্যায়ন। সার্থক মূল্যায়নের জন্য কিছু কৌশল অনুসরণ করতে হয়।

(i) লিখিত পরীক্ষা (নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী)।

(ii) মৌখিক পরীক্ষা।

(iii) ব্যাবহারিক পরীক্ষা।

(iv) পর্যবেক্ষণ।
(v) অনুসন্ধান তালিকা (Questionnaire)।
(vi) অর্পিত দায়িত্ব পরীক্ষা।
(vii) মানসিক অভীক্ষা।
(viii) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি।
(ix) ধারাবাহিক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card)।
(x) সাক্ষাৎকার (Interview)।

মূল্যায়নের পরিমাপ পদ্ধতি

বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি-অবনতি পরিমাপ করার জন্য Five Point Scale অর্থাৎ ABCDE–এই পাঁচটি অক্ষরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানের পার্থক্য বোঝানো হয়।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

(i) বহিঃপরীক্ষার ত্রুটিগুলি দুর করা।
(ii) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও কর্মসম্পাদনের অভিপ্রায় সৃষ্টি।
(iii) শিক্ষার্থীর সার্বিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ।
(iv) সংশোধনাত্মক (Remedial Teaching) শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।
(v) পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি।
(vi) শিক্ষার্থীর সমস্যামূলক আচরণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাসের বর্তমান মূলায়ন পদ্ধতি উন্নয়নে পরামর্শ (Suggestions for Improvement of Present Evaluation System of History in West Bengal)

পঃবঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ

সম্প্রতি রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ জারি করেছেন। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসারে বছরে আটটি পার্বিক অভীক্ষার একটি বার্ষিক অভীক্ষা গ্রহণের কাজ 2007-08 শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়েছে। বর্তমানে আবার চারটি পার্বিক অভীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। নতুন এই মূল্যায়ন পদ্ধতি বা সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন (UCE) নামে চিহ্নিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'গ্রেডিং'-এর বিষয়টি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে Scale ও গ্রেডিং-এর কথা বলেছেন তা নিম্নরূপ।

স্কেল (Scale)	গ্রেড	পরিমাপের ফল
90-100	AA (এএ)	আশাতীত (Outstanding)
80-89	A+	চমৎকার (Excellent)
60-79	A	খুব ভালো (Very good)
45-59	B+	ভালো (Good)
35-44	B	সন্তোষজনক (Satisfactory)
25-34	C	প্রান্তিক (Margine)
25-এর নীচে	D	অনুত্তীর্ণ (Disqualified)

বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা

বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদপত্র, বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সান্ধ্য আড্ডায় ও একান্ত আলাপচারিতায় ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা উঠে এসেছে।

1. বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোর অভাব। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রেণিকক্ষ ও বসার জায়গার অভাব থাকায় এই পদ্ধতি অনুসরণ সম্ভব হচ্ছে না।
2. আটটি পার্বিক অভীক্ষা অথবা চারটি পার্বিক অভীক্ষায় কিছু পাঠ দিবসের অপচয়।
3. খাতা দেখা, শিক্ষার্থীদের খাতা দেখানো, দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা, একটি অভীক্ষা থেকে পরবর্তী অভীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে পাঠদান সব মিলিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর চাপ বৃদ্ধি।
4. ঘনঘন পরীক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর, মানসিক চাপ বৃদ্ধি ও পরীক্ষা ভীতি।
5. প্রশ্নপত্র তৈরি, প্রশ্নপত্র মুদ্রণের বিপুল ব্যয়ভার বহন বিদ্যালয়ের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
6. গ্রেডিং প্রথা শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
7. এই পদ্ধতি অনুসরণে বিদ্যালয়ে একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর গয়ংগচ্ছ মনোভাব ও প্রবল অনীহা প্রধান বাধা।

প্রতিবন্ধকতা প্রতিবিধানের কিছু ব্যবস্থা

মূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণেও এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

1. শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ছুটির তালিকা, কাজের হিসাব সংবলিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নের কাজ সেরে ফেলতে হবে। পাঠ্যসূচিকে 8-টি পাঠ এককে বিভক্ত করে সম্পূর্ণ করতে হবে।
2. শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করতে শ্রেণিকক্ষে ক্লাসনোট রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিষয়-শিক্ষক প্রতিদিনের কাজ সেখানে নথিবদ্ধ করবেন।

3. Cumulative Record Card তৈরির কাজ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শেষ করে ফেলতে হবে। তাহলে অতি সহজেই দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা সহজ হবে।
4. আটটি একক অভীক্ষা প্রাপ্ত মান সংরক্ষণের জন্য একটি করে নির্দিষ্ট চার্ট বছরের শুরুতে তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষক নিজেদের কাছে রাখবেন। অভীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর শ্রেণি-শিক্ষক এই শিটে লিখবেন।
5. ঘনঘন পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের পরিবর্তে পরীক্ষা ভীতি দূরীভূত হবে। তাই অভীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।
6. নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুচ্ছ তৈরি করলে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র তৈরি, বেঞ্চের অভাব, পরিদর্শকের অভাবজনিত সমস্যার সমাধান সহজেই সম্ভব। পাঠদান, অভীক্ষা গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে নান্দনিক বোধের বিকাশে বিদ্যালয়-গুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং সুফল মিলেছে।
7. গ্রেডিং প্রশ্নে বলা হয় যে, গ্রেডের পাশাপাশি প্রতি বিষয়ের নম্বরেরও উল্লেখ মার্কশিটে থাকছে। তাই সেক্ষেত্রে মার্কস সংক্রান্ত যে অভিযোগ আনা হয় তা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আসলে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হল নতুন যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার এক পদক্ষেপমাত্র। প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা বড়ো কথা হল সদিচ্ছা। তাই পরিবর্তনমুখী শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখতে হলে ও জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে এই পদ্ধতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান মূলায়ন ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ (Suggestion for the improvement of Present Evaluation System)

বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, আনুভূমিক ও সঞ্চালক বিকাশমূলক ক্ষেত্রে বিকাশ পরিমাপ করে। প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) ও পর্যায়কালীন মূল্যায়ন (Summative Evaluation) এই দুই ধরনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা হয়। উচ্চতর স্তরে প্রস্তুতিমূলক মূল্যায়নের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। Unit Test বা একক অভীক্ষার মাধ্যমে যে পর্যায়কালীন মূল্যায়ন করা হয় তা শ্রেণি অনুসারে তিনটি বা দুটি ধাপে করা হয়। বছরের শেষে সমাপ্তিকালীন পরীক্ষা নেওয়া হয়। আবার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সব ধরনের বিকাশ যাচাই করা হয়। উচ্চস্তরে ব্যাবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিচার করা হয়। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হলে এবং শিক্ষার্থীর সঠিক অগ্রগতি ও আচরণগত পরিবর্তন (Behavioural Changes) যাচাই করতে হলে মূল্যায়ন পদ্ধতির কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। একক অভীক্ষা এবং বহিঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারও প্রয়োজন। নিম্নের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায়।

মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ও পরিবর্তন

যেহেতু মূল্যায়ন হল একটি ব্যাপক, সমগ্রতাধর্মী ও সার্বিক প্রক্রিয়া তাই শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন পরিমাপ করতে হলে সূচকগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন—1. কুইজের আয়োজন, 2. বিতর্ক পদ্ধতির ব্যবহার, 3. প্রকল্প পরিকল্পনা, 4. তাৎক্ষণিক বক্তৃতার আয়োজন, 5. দলগত আলোচনা, 6. পরীক্ষানিরীক্ষা (Experimentation), 7. বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন, 8. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, 9. সমানুভূতি, 10. সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি, 11. প্রকৃতিপাঠ ও বনসৃজন।

এই সমস্ত সূচক অবলম্বন করে শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভ থেকেই সারাবছর মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন। রেকর্ড কার্ডে এক-একটি সূচকের পরিমাপ করে 'A' 'B' 'C' 'D' গ্রেড দিয়ে তা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার (Reforms of Examination System)

1. একক অভীক্ষাগুলির জন্য যে নির্দিষ্ট অভীক্ষাপদ তৈরি করা হয় তার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।
2. পরীক্ষকের খেয়ালখুশি নম্বরদান থেকে উত্তরপত্রের মূল্যায়নকে রক্ষা করা প্রয়োজন। বলা হয়ে থাকে শিক্ষকের নম্বরদান মন-মেজাজের উপর নির্ভর করে। ***Prof. Sandiford*** তাই রহস্য করে বলেছেন, 'It (marking) alters from hour to hour and does not mean the same thing before lunch and not after lunch'। অর্থাৎ নম্বর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালটায়। ভোজনের আগে একরকম ও পরে অন্যরকম।
3. পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়নের জন্য রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আধিক্য আনা প্রয়োজন।
4. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদের আবার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা থাকতে হবে। অভীক্ষাপদের বৈচিত্র্য থাকা জরুরি। যেমন—সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ (True-false Type), সম্পূর্ণকরণ (Completion type), সাদৃশ্য অনুযায়ী সাজানো (Arrangement Type), সামঞ্জস্যবিধান (Relation Type), শ্রেণিবিন্যাস (Classification Type), উপমান জাতীয় (Analogy Type) অভীক্ষাপদ মূল্যায়ন ব্যবস্থায় থাকা প্রয়োজন।
5. আদর্শ উত্তরপত্রের রচনা ও উত্তর-সংবলিত পত্র (Scoring Key) প্রস্তুত করে প্রশ্নোত্তরগুলির মূল্যায়ন স্থির করতে হবে। কমপক্ষে একই উত্তরপত্র দুজন পরীক্ষার্থী দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে।
6. রচনাধর্মীর প্রশ্নের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং এই ধরনের প্রশ্নের নম্বরও কমানো প্রয়োজন। 6 নম্বরের অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। রচনাধর্মী প্রশ্নের আদর্শ

বৈশিষ্ট্যগুলি থাকাও প্রয়োজন। যেমন—বর্ণনামূলক, তুলনামূলক, কার্যকারণমূলক, বিচারমূলক, সংক্ষিপ্তকরণ, সিদ্ধান্ত নির্ণায়ক, শ্রেণি বিন্যাসকরণ, সৃজনমূলক, প্রয়োগমূলক, বিশ্লেষণমূলক, সংশ্লেষমূলক, মূল্যায়নভিত্তিক প্রশ্নপদ থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত প্রশ্নের 'Part Marking'-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মন্তব্য: মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থির (Static) নয়। তাই শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement Test)

ভূমিকা:

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'—*মহামতি গোখেলের* ভাষায় বলা যায়। একটি অশিক্ষিত জাতি কখনোই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ে সর্বতোভাবে শিক্ষক যত্ন সহকারে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে থাকেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং জ্ঞান লাভে সচেষ্ট হয়। এই দক্ষতা ও পারদর্শিতা এবং জ্ঞানলাভই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন ও উন্নতির মূল চাবিকাঠি। কিন্তু পাশাপাশি একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষার্থীর গুণগত মান কতটা বিকশিত হল তা বিচারবিশ্লেষণ করা দরকার। শিক্ষাগত মূল্যায়নের জন্য যে সমস্ত অভীক্ষা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার পারদর্শিতার অভীক্ষার গুরুত্বই বেশি। কারণ এই পারদর্শিতার অভীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাগত মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিমাপক কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার অভীক্ষার সংখ্যাই বেশি।

পারদর্শিতার অভীক্ষা:

পারদর্শিতা বলতে কোনো কিছু সম্পাদনের দক্ষতাকে বোঝানো হয়। সুতরাং পারদর্শিতার অভীক্ষা হল এমন এক ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কর্মদক্ষতা পরিমাপ করা যায়। ব্যক্তির কর্মসম্পাদনের দক্ষতা দু-ভাবে আসতে পারে—1. জন্মগতভাবে, 2. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। পারদর্শিতার অভীক্ষা সাধারণত প্রশিক্ষণের প্রভাবে অর্জিত কোনো বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার কার হয়। এই অর্জিত দক্ষতা ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণে লাভ করতে পারে। যার প্রভাবে জীবনের ক্রমোন্নতি হতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্যাবলি, প্রশিক্ষণ এবং সময়—এই ত্রৈমাসিক তলের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের যে অগ্রগতি অভীক্ষা দ্বারা পরিমাপ করা হয়, তাকে বলে পারদর্শিতার অভীক্ষা। অর্থাৎ কেনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে এবং নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণের প্রভাবে ব্যক্তির যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা করা হয় তাকে বলে পারদর্শিতার অভীক্ষা। (Achievement test are those which measure the effect of some controlled training programme on individual for a specific span of time.)

পারদর্শিতার অভীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Achievement Test):

পারদর্শিতার অভীক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) পারদর্শিতার অভীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা সাধিত অগ্রগতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

(ii) শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ দক্ষতা ও তার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর দুর্বলতার দিকগুলিও এই অভীক্ষার সাহায্যে যাচাই করা যায়।

(iii) পারদর্শিতার অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর সমস্যাসমাধান ও শিক্ষার্থীর উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

আদর্শায়িত অভীক্ষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Special features of Standardised Test):

যদি কোনো অভীক্ষা সঠিকভাবে মানসিক বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপের জন্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় এবং মনোবিজ্ঞান সম্মত হয় তাহলে তাকে আদর্শায়িত অভীক্ষা বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য: নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, স্বল্প সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ সহজ মান নির্ণয়, সহজ পরিচালন এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য হল আদর্শায়িত অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য।

পারদর্শিতার অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ:
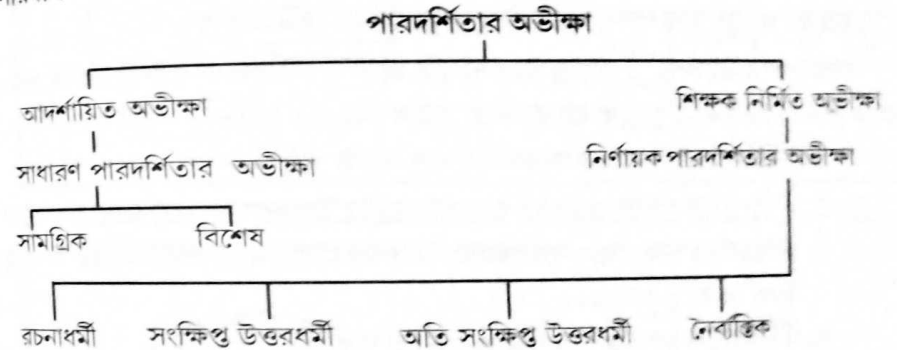
পারদর্শিতার অভীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য:

প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য: 1. শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও বিষয় সম্পর্কে কতটা জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপ করা। 2. ইতিহাসের শিক্ষামূলক দিকগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগে সাহায্য করা।

পরোক্ষ উদ্দেশ্য: 1. শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

2. ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো। ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি। মানচিত্র অঙ্কন, পট তৈরি, মডেল নির্মাণ, সময় রেখা তৈরি ইত্যাদি দক্ষতা বৃদ্ধি।

সাধারণ উদ্দেশ্য: যে সমস্ত অভীক্ষাপত্র এই অভীক্ষায় গ্রহণ করা হল সেগুলির দ্বারা অভীক্ষার্থীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করা যায়। যথা—1. সংশোধনমূলক, 2. তথ্য বা জ্ঞান আহরণমূলক; 3. বিশ্লেষণমূলক; 4. সংশ্লেষণমূলক ; 5. প্রয়োগমূলক, 6. মূল্যায়ন।

অভীক্ষাপত্র তৈরি করার সময় অভীক্ষাপত্রের মধ্যে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক—এই চার প্রকার প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য: এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অভীক্ষার্থী কী ভাবে বিষয়গুলি স্মরণ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারছে তার পরিমাপ করা হয়। সংজ্ঞা, নিরূপণ, বিবৃত করা, উদাহরণ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি এই উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে।

বোধমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য: বোধমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা বিষয়টি কতটা বুঝেছে, তারা তা কতটা ব্যাখ্যা করতে পারছে, তা নির্ণয় করা। দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, খুজে বার করা, কেন বা কীভাবে হল তা শনাক্ত করা।

প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য: প্রয়োগমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা বিষয়টির গুরুত্ব কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, তা নির্ণয় করা।

দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য: বিষয়টি পাঠের মধ্যে দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা জানার জন্য দক্ষতামূলক কিছু কাজ তাদের দেওয়া হবে।

আচরণগত উদ্দেশ্য: উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও আচরণগত উদ্দেশ্যের যে সকল বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্জিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হল—

1. ইতিহাসের তাৎক্ষণিক সংজ্ঞা নিরূপণে সচেষ্ট হবে।
2. ঐতিহাসিক সত্যতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারবে।
3. ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে।
4. ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার প্রয়োগ জানতে পারবে।

অভীক্ষাপত্রের পরিকল্পনা:

পরীক্ষা মূলত দুই প্রকারের হয়। যথা—1. মৌখিক এবং 2. লিখিত।

পারদর্শিতার অভীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি শিক্ষাগত অভীক্ষা বা লিখিত পরীক্ষার জন্য একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। এই অভীক্ষাপত্রে বহু নির্বাচনী অভীক্ষা, মিলকরণ অভীক্ষা, ঘটনাক্রম অভীক্ষা প্রভৃতি প্রশ্ন রাখা হবে।

শুধু তাই নয়, পারদর্শিতার অভীক্ষার ক্ষেত্রে রচনাধর্মী প্রশ্ন রাখা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার সুযোগ পাবে।

এছাড়াও পারদর্শিতার অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ, মাঝারি, কঠিন সব ধরনেরই প্রশ্ন রাখা উচিত।

পারদর্শিতার অভীক্ষার রূপরেখা:

বিষয় : ইতিহাস　　　　সময় : 40 মিনিট

শ্রেণি : অষ্টম　　　　পূর্ণমান : 25

পাঠ্য বিষয়বস্তু অনুসারে নম্বর বিভাজন:

উপএকক	নম্বর	শতকরা হার
ফরাসি বিপ্লবের কারণ	16	64 %
দার্শনিকদের অবদান	9	36 %

উদ্দেশ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন:

উদ্দেশ্য	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট
নম্বর	11	4	6	4	25
নম্বরের শতকরা হার	44 %	16%	24%	16%	100%

প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন:

প্রশ্নের ধরন	নৈর্ব্যক্তিক	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	রচনাধর্মী	মোট
নম্বর	9	6	4	6	25
নম্বরের শতকরা হার	36 %	24%	16%	24 %	100%
নির্ধারিত সময় (মিঃ)	10	5	10	15	40

কাঠিন্যের স্তর অনুসারে নম্বর বিভাজন:

কাঠিন্যের স্তর	অতিসহজ	সহজ	মাঝারি	কঠিন	মোট
নম্বর	11	4	4	6	25
নম্বরের শতকরা হার	44 %	16%	16%	24%	100%

বিষয়বস্তু	জ্ঞানমূলক				বোধমূলক				প্রয়োগমূলক				দক্ষতামূলক				মোট নম্বর	শতকরা হার
	রঃধঃ	সঃধঃ	অঃসঃধঃ	নৈঃ	রঃধঃ	সঃধঃ	অঃসঃধঃ	নৈঃ	রঃধঃ	সঃধঃ	অঃসঃধঃ	নৈঃ	রঃধঃ	সঃধঃ	অঃসঃধঃ	নৈঃ		
ফরাসি বিপ্লব																		
				5														
						4												
			6															
									6									
																8		
মোট নম্বর	11				4				6				4				25	100%
শতকরা হার	44%				16%				24%				16%					

বি: দ্র: র:ধ:-রচনাধর্মী, স:ধ:-সংক্ষিপ্তধর্মী, অঃসঃধঃ-অতিসংক্ষিপ্ত ধর্মী, নৈ:-নৈর্ব্যক্তিক। বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নসংখ্যা এবং বন্ধনীর ভেতর প্রশ্নের মান।

পারদর্শিতার অভীক্ষা পরীক্ষা:

বিষয় : ইতিহাস　　　　একক : ফরাসি বিপ্লব

শ্রেণি : অষ্টম　　　　পূর্ণমান : 25

সময় : 40 মি:

বিভাগ-'ক'

1. সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও : (নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানমূলক, অতিসহজ)　5×1=5

(ক) ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন (চতুর্দশ লুই / ষোড়শ লুই)।

(খ) রুশো রচিত গ্রন্থটির নাম (সামাজিক চুক্তি / পারসিক পত্রাবলি)।

(গ) 'কাঁদিদ' গ্রন্থের রচয়িতা (রুশো / ভলতেয়ার)।

(ঘ) 'আমিই রাষ্ট্র' বলতেন (চতুর্দশ লুই / ষোড়শ লুই)।

(ঙ) অধিকারহীন শ্রেণি গির্জাকে প্রদান করত (টাইথ বা ধর্মকর / ক্যাপিটেশন বা আয়কর)।

বিভাগ-'খ'

2. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (জ্ঞানমূলক, অতিসহজ)　5×1=5

(ক) ফরাসি বিপ্লব কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?

(খ) ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করত?

(গ) প্রাক্-বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারকারী দার্শনিকের নাম লিখুন।

(ঘ) প্রাক্-বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে প্রচলিত কয়েকটি করের নাম লেখো।
(ঙ) ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন?
(চ) ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সমাজ ক-টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?

বিভাগ-'গ'

3. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (বোধমূলক, সহজ) 2×2=4

(ক) সামাজিক বৈষম্য কীভাবে ফরাসি বিপ্লব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল তা ব্যাখ্যা করো।
(খ) ফরাসি বিপ্লবের জন্য বুঁরবো রাজবংশ কতটা দায়ী ছিল তা ব্যাখ্যা করো।

বিভাগ-'ঘ'

4. রচনাধর্মী প্রশ্ন : (প্রয়োগমূলক, কঠিন) 1×6=6

(ক) ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে দার্শনিকদের ভূমিকার গুরুত্ব নিরূপণ করো।

বিভাগ-'ঙ'

5. নির্দেশ অনুসারে কাজ করো : (দক্ষতামূলক, মাঝারি, নৈর্ব্যক্তিক) 1×6=6

(ক) প্রাক্ -বিপ্লব যুগের ফরাসি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস একটি চার্টের মাধ্যমে প্রদান করো।

পারদর্শিতার পরীক্ষার উত্তরপত্র :

বিষয় : ইতিহাস — **একক** : ফরাসি বিপ্লব
শ্রেণি : অষ্টম — **পূর্ণমান** : 25
সময় : 40 মিঃ

বিভাগ-'ক'

1. সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও : (নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানমূলক, অতিসহজ) 5×1=5

(ক) ষোড়শ লুই, (খ) রুশো রচিত গ্রন্থটির নাম 'সামাজিক চুক্তি'।
(গ) ভলতেয়ার, (ঘ) ষোড়শ লুই, (ঙ) টাইথ বা ধর্মকর।

বিভাগ-'খ'

2. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (জ্ঞানমূলক, অতিসহজ) 5×1=5

(ক) 1789 খ্রিঃ। (খ) বুঁরবো রাজবংশ। (গ) ভলতেয়ার, রুশো, মন্তেস্কু। (ঘ) টৈইলি বা ভূমিকর, ক্যাপিটেশন বা আয়কর। (ঙ) ষোড়শ লুই। (চ) দুটি শ্রেণিতে— 1. অধিকারভোগী 2. অধিকারহীন।

বিভাগ-'গ'

3. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (বোধমূলক, সহজ) 2×2=4

(ক) সামাজিক ক্ষেত্রে ফরাসি জনসাধারণের মধ্যে যে বিভাজন ছিল তা হল মূলত বংশকৌলীন্যগত। অভিজাত ও যাজক শ্রেণি ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণি। অপরদিকে ফরাসি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা মূলত মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়, কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষদের নিয়ে গঠিত ছিল সুবিধাহীন বা অধিকারহীন শ্রেণি। সুবিধাভোগী শ্রেণি ছিল সমস্ত সামাজিক সুযোগসুবিধা ও সরকারি উচ্চপদের অধিকারী, অথচ তাদের কোনো কর দিতে হত না। অপরদিকে অধিকারহীন শ্রেণি ছিল করভারে জর্জরিত। এই শ্রেণি বৈষম্যই ফরাসি সমাজে এক বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল।

(খ) বুঁরবো রাজাদের বিলাসবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা, বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও ভ্রান্ত অর্থনীতি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। রাজাদের অকর্মণ্যতা, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। ফলে ফরাসি রাজতন্ত্র যা ছিল মূলত সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতিয়ার, ফরাসি জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।

বিভাগ-'ঘ'

4. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ (প্রয়োগমূলক, কঠিন) 1×6=6

(ক) প্রাক্-বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে ***রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কু*** প্রমুখ দার্শনিকগণ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ফ্রান্সে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতা জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং এই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। রুশো তাঁর 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে ফরাসি জনসাধারণের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ভলতেয়ার তাঁর 'কাঁদিদ' ও 'লেতর ফিলজফিক' গ্রন্থে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের সকল প্রকার দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান। মন্তেস্কু তাঁর 'পারসিক পত্রাবলি' গ্রন্থে গির্জা ও রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। এই সকল দার্শনিকদের রচনা ফ্রান্সে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বিভাগ-'ঙ'

5. নির্দেশ অনুসারে কাজ করো : (দক্ষতামূলক, মাঝারি, নৈর্ব্যক্তিক) 1×6=6

প্রাক্-বিপ্লব যুগের ফরাসি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

- বিশেষ অধিকারী শ্রেণি
- অধিকারহীন শ্রেণি

পারদর্শিতার অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা:

ক্রমিক সংখ্যা	অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর	ক্রমিক সংখ্যা	অভীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
1	19	17	12
2	18	18	অনুপস্থিত
3	20	19	অনুপস্থিত
4	14	20	7
5	21	21	অনুপস্থিত
6	20	22	8
7	17	23	10
8	18	24	12
9	অনুপস্থিত	25	11
10	17	26	15
11	12	27	অনুপস্থিত
12	15	28	অনুপস্থিত
13	17	29	অনুপস্থিত
14	10	30	11
15	14		
16	12		

মূল্যায়ন :

আভিধানিক অর্থে মূল্যায়ন বলতে বোঝায় কোনো কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা। অর্থাৎ ব্যক্তির সম্পাদিত আচরণের উপর মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ন। আধুনিক কোনো বিভাজনই তার কর্মক্ষেত্রকে বর্তমান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। তা রাখলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মূল্যায়ন করার অর্থ হল ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আচরণের উপর মূল্য আরোপের প্রক্রিয়া।

স্বল্প সময়ের জন্য এই অভীক্ষায় প্রশ্নের যথার্থ বিন্যাস ও সেই অনুযায়ী প্রশ্নের স্তরগুলি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই অভীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা পরিমাপ করা যায় এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা কোন্ ধরনের অভীক্ষা অর্জন করতে পারবে তা বোঝা যায়।

আমি (নাম) .... মহাবিদ্যালয়ের, ... শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী, ... বিদ্যালয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাঠদান করি। পাঠদানের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কতখানি আয়ত্ত হয়েছে তা যাচাই করার জন্য অষ্টম শ্রেণিতে ফরাসি বিপ্লবের উপর একটি অভীক্ষাপত্র রচনা করি।

এই অভীক্ষাপত্রে চার ধরনের প্রশ্ন করি, যথা—জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক। এই অভীক্ষাটির পূর্ণ মান নির্ধারণ করি 25 নম্বর। এর মধ্যে জ্ঞানমূলক-11 নম্বর, বোধমূলক - 4 নম্বর, প্রয়োগমূলক -6 নম্বর এবং দক্ষতামূলক -4 নম্বর।

এই জাতীয় অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন নম্বরের পরিমাপ নিম্নে আলোচনা করা হল—

সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন	নির্ধারিত নম্বর	সর্বোচ্চ নম্বর	সর্বনিম্ন নম্বর
জ্ঞানমূলক	11	9	7
বোধমূলক	4	3	1
প্রয়োগমূলক	6	4	2
দক্ষতামূলক	4	2	1

প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিভাজন :

অভীক্ষা গ্রহণের পর উত্তরপত্রে দেখা গেল শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের ভালো উত্তর দিতে পেরেছে। তবে অভীক্ষা যদি চালিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তারা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে দিতে সক্ষম হবে।

বিভাগ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত নম্বর
ক	1- 8	61- 80
খ	9-17	41- 60
গ	18- 21	21- 40
ঘ	22- 25	1- 20

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (Text Book Review)

শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রভৃতি উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হয় যা শিক্ষার্থীর আচরণধারা পরিবর্তনের সহায়ক হয়।

কোঠারি কমিশন পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, "A modern educational system without a Tex Book is as difficult to imagine as Hamlet without the prince of Denmark."

আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের অবশ্যম্ভাবী শর্ত হিসেবে কিছু আবশ্যিক শর্ত থাকে। Johnson কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও পুনরালোকপাতের জন্য সেই সমস্ত শর্তের আলোচনা প্রয়োজন। Johnson-এর প্রশ্নগুলির মাধ্যমে সেই শর্তগুলি প্রতিফলিত হয়।

1. Is the book accurate?
2. What is its special point of view?
3. What is the character of the pictures, maps and other aids to visualization?
4. Are the reference for colateral reading suitable?
5. Are the questions, outlines, digests and other pedagogical aids in its contents helpful?
6. Is there a good table contents?
7. Is there a full index? Does it offer a good language?
8. Is it interesting?

উন্নত বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকের মর্যাদালাভের জন্য এই সমস্ত গুণাবলি সংবলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রয়োজন।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু যথেষ্ট উন্নত হবে। শিক্ষার্থীর বিকাশের উপযোগী হবে। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসারী হবে। শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে সুসজ্জিত থাকতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের উপযোগী হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিজ্ঞানধর্মী পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আরও আধুনিক, মনস্তত্ত্বনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যানুসন্ধানের প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সৃজনধর্মীতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় প্রয়োজন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় সংহতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনার উদ্দেশ্য:

1. পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণে সহায়ক কিনা তা বিচার করা।
2. পাঠ্যপুস্তকের উপাদানগুলি ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, সমাজসত্তার বিকাশ এবং জীবিকার্জনে সহায়ক কিনা তা যাচাই করা।
3. পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীর চাহিদা (Needs) ও সামর্থ্যের (Capacity) উপযোগী কিনা তার মূল্যায়ন করা।
4. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তার স্তর (Intelligence Level) ও পরিণমনের (Maturity) স্তর অনুসারে রচিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।
5. পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীর জৈবিক চাহিদা (Organic need) মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা (Psychological need) ও সামাজিক চাহিদা (Social need) পূরণে সমর্থ কিনা তার উপর আলোকপাত করা।
6. পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তুর সাংগঠনিক বিন্যাস (Organizational Factors) পরীক্ষা করা। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সহজ থেকে কঠিন ক্রমবিন্যাস, নমনীয়তার ও অনুবন্ধ নীতির বিন্যাস লক্ষ করা।
7. পাঠ্যপুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায়ের একক ও উপএককগুলি যৌক্তিক স্তর বিন্যাস (Logical Sequence) ও সমন্বয়নের নীতি (Integration) অনুসারে সুসজ্জিত কিনা তা যাচাই করা।
8. পাঠ্যপুস্তকের মূল বিষয়বস্তু নিম্নের সমস্ত পাঠক্রম রচনার নীতি অনুসারে বিন্যস্ত হয়েছে কিনা সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা—

যেমন, শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি, সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি, কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি, বৈচিত্র্যের নীতি, নমনীয়তার নীতি, অনুবন্ধের নীতি, সার্বিক অভিজ্ঞতার নীতি, উপযোগিতার নীতি, সংরক্ষণের নীতি, সৃজনশীলতার নীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের নীতি, সামঞ্জস্যের নীতি, অবসর বিনোদনের নীতি।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু রচিত ও বিন্যস্ত কিনা তার মূল্যায়ন করা।

9. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পাঠদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশলের উপযোগী কিনা তা বিচার করা।
10. পাঠ্য বিষয়বস্তু মূল্যায়নের উপযোগী অনুশীলনী আছে কিনা দেখা।

সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন

অতীত ও ঐতিহ্য

সূচিপত্র: অধ্যায়/একক	উপএকক
1. ইতিহাসের ধারণা	1.1 ইতিহাসের গল্প-সল্প 1.2 ইতিহাস জানার রকমফের 1.3 ইতিহাসের গুণ-ভাগ 1.4 ইতিহাসের গোয়েন্দা
2. ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	2.1 প্রাচীন বাংলা 2.2 শশাঙ্ক 2.3 বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল (অষ্টম থেকে একাদশ শতক) 2.4 বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল 2.5 অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান 2.6 দক্ষিণ ভারতের চোলশক্তি 2.7 ইসলাম ও ভারত
3. ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)	3.1 ভারতের অর্থনীতি 3.1.1 ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা 3.1.2 দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি 3.2 বাংলায় সমাজ ও সংস্কৃতি 3.3 ভারত ও বহির্বিশ্ব
4. দিল্লি সুলতানি তুর্কো-আফগান শাসন	4.1 সুলতান কে? 4.2 খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক

সূচিপত্র: অধ্যায়/একক	উপএকক
	4.3 দিল্লি সুলতানি: খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ 4.4 সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্ব দান গিয়াসউদ্দিন বলবন 4.5 দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার: আলাউদ্দিন খলজি 4.6 দিল্লি সুলতানি: খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক 4.7.1 সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: সামরিক নিয়ন্ত্রণ 4.7.2 সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। 4.7.3 সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জন কল্যাণকর সংস্কার 4.8 প্রাদেশিক শাসন 4.8.1 বাংলায় ইলিয়াস শাহি ও হোসেন শাহি শাসন 4.8.2 দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান।
5. মোগল সাম্রাজ্য	5.1 মোগল কারা? 5.2 মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার: যুদ্ধ ও মৈত্রী 5.3 মোগলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব 5.3.1 মোগল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্ক 5.3.2 মোগল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য 5.4 বাদশাহি শাসন: প্রশাসনিক আদর্শ

সূচিপত্র: অধ্যায়/একক	উপএকক
6. নগর, বণিক ও বাণিজ্য	6.1 মধ্যযুগের ভারতের শহর 6.1.1 সুলতানদের রাজধানী দিল্লি (ত্রয়োদশ-ষোড়শ শতক) 6.2 বণিক ও বাণিজ্য 6.2.1 দেশের ভেতরের বাণিজ্য 6.2.2 দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য 6.3 ভারতে বিদেশি বণিকদের আগমন
7. জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সুলতানি ও মোগল যুগ	7.1 জীবনযাত্রা 7.2 নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা-ভক্তি ও সুফিবাদ 7.3 শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ: সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব 7.4 দীন-ই-ইলাহি 7.5 সুলতানি ও মোগল স্থাপত্য 7.6 সুলতানি ও মোগল যুগের শিল্পকলা 7.7 ভাষা ও সাহিত্য 7.7.1 আরবি ও ফারসি
8. মোগল সাম্রাজ্যের সংকট	8.1 গোড়ার কথা 8.2 শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি ও মোগল রাষ্ট্র 8.3 জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট: কারণ ও প্রভাব
9. আজকের ভারত: সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন	

আদর্শ ইতিহাস পুস্তকের বৈশিষ্ট্য:

1. ***সুন্দর প্রচ্ছদপট :*** পুস্তকের বহিরাবরণ পুস্তকপ্রেমীকে আকর্ষণ করে। সে কারণে ইতিহাসের প্রচ্ছদপট যেন সুন্দর ও মনোরম হয় এবং বিষয়বস্তুর অর্থ ও ভাব যেন প্রচ্ছদপটে পরিস্ফুট হয়।
2. ***সুনির্দিষ্ট ও মূর্ত বিষয়বস্তু :*** ইতিহাস পুস্তকের বিষয়বস্তু হবে সুনির্দিষ্ট (definite) ও মূর্ত (concrete)। শিক্ষার্থীরা যেন স্ব স্ব চেষ্টায় বিষয়বস্তুর ধারা ও অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করতে পারে।
3. ***যথার্থ ও অবিকৃত তথ্য :*** ইতিহাস হবে যথার্থ ও অবিকৃত তথ্যসমৃদ্ধ। কারণ সত্যানুসন্ধানই ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।
4. ***ভাষার সাবলীলতা :*** অবাস্তব অর্থদ্বারা ইতিহাস পুস্তকের বিষয়বস্তু ভারাক্রান্ত হবে না। নির্বাচিত শব্দগুলি যেন বয়স স্তরের উপযোগী হয়। তাই অবাস্তব, জটিল শব্দের পরিহার করা উচিত।
5. ***আকর্ষণীয় ও সুচিন্তিত পুস্তক :*** ইতিহাস পুস্তক হবে সুচিন্তিত পুস্তক। এতে থাকবে আকর্ষণীয় চিত্রাদি, মানচিত্র, সময়ের চার্ট, বংশতালিকা, তুলনামূলক চার্ট প্রভৃতি।
6. ***সময়ানুক্রম সমৃদ্ধ :*** ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি কালে ভাগ করতে হয়। এক একটি যুগের ইতিহাস এক একটি শ্রেণির পাঠ্যবস্তু হতে পারে। ঘটনাবলি সময়ানুক্রম অনুসারে যেন সুসজ্জিত থাকে।
7. ***নির্বাচিত ঘটনা সমৃদ্ধি :*** ইতিহাস পুস্তকের ঘটনা হবে নির্বাচিত (Selective)। কোন্ ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কতখানি, কোন্ ঘটনার প্রভাবে ইতিহাসের গতি নতুন মোড় নেয়, Turning Point ইত্যাদি নির্বাচন করে পাঠ্যপুস্তকে রচনা করতে হয়।
8. ***তারিখ ও সাল সমৃদ্ধি :*** ইতিহাস পুস্তকের সময় কাল অনুষঙ্গকে মূর্ত করে তুলতে পুস্তক তারিখ ও সাল সমৃদ্ধ হতে হবে।
9. ***সমধর্মী পুস্তক পাঠের সুযোগ :*** বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সমধর্মী পুস্তক, সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রপত্রিকার নাম উল্লেখ প্রয়োজন।
10. ***ঐতিহাসিক উৎসের উদ্ধৃতি :*** ইতিহাস পুস্তকে ঐতিহাসিক উৎস থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা প্রয়োজন।
11. ***শিরোনাম সমৃদ্ধ অধ্যায় :*** প্রত্যেক অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে শিরোনাম থাকা বাঞ্ছনীয়।
12. ***প্রশ্নের অনুশীলনী :*** প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতামূলক প্রশ্নের অনুশীলনী থাকা প্রয়োজন।

13. ***বাৎসরিক ও মৌখিক প্রশ্নের নমুনা*** : পাঠ্যপুস্তকের শেষে বাৎসরিক ও মৌখিক প্রশ্নপত্রের নমুনা দেওয়া উচিত।

14. ***গৃহকাজের নমুনা*** : পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুশীলনী তথা গৃহকাজের নমুনা থাকতে হবে।

15. ***সময় নির্ঘণ্ট*** : আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকে সময় নির্ঘণ্ট থাকে না। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পাঠক্রমের পাঠদান সমাপনের জন্য সময় নির্ঘণ্ট প্রয়োজন।

16. ***সূচিপত্রের উপস্থিতি*** : সূচিপত্র থাকলে অনায়াসেই ইতিহাসের অধ্যায়গুলি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

17. ***স্পষ্ট মুদ্রণ*** : ইতিহাস পুস্তকের মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন হবে। প্রতিটি হরফ সুদৃশ্য ও সুস্পষ্ট হবে।

18. ***সাহিত্যিক আবেদন*** : ইতিহাস বিষয়কে নীরস থেকে সরস ও মাধুর্য দান করে সাহিত্য। তাই সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাস রচনা করলে ইতিহাসের সাহিত্যিক আবেদন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

বর্তমানে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাতে প্রতিফলিত হয় তার জন্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে বর্তমানে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে। এব্যাপারে রাজ্যের SCERT ও জাতীয় স্তরে NCERT প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। বর্তমানে সমাজবিদ্যার বিষয়গুলিকে তত্ত্বনির্ভর না রেখে অনেকাংশে বাস্তবজীবন অভিমুখী ও প্রয়োগধর্মী করে তোলা হচ্ছে।

ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দেশের সনাতন ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি যাতে প্রতিফলিত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সেগুলি সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের উপযোগিতা অনুভব করতে পারে সেজন্য ইতিহাস পাঠ্যপুস্তককে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে। সর্বোপরি দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ, স্বাদেশিকতার বিকাশ, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশ যাতে যথাযথভাবে বিকশিত হয় সেইভাবে ইতিহাস পুস্তক রচনার প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক চরিত্রের বিকাশ, পরিবেশ সচেতনতা বোধ, জনবিস্ফোরণের ভয়াবহ পরিণতি এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতার জাগরণ যাতে যথাযথ হয় সেই কারণে ইতিহাস পুস্তকের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হচ্ছে। সপ্তম শ্রেণির 'অতীত ঐতিহ্য' পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সবশেষে বর্তমান ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার ও স্বায়ত্বশাসনের সচেতনতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- এই পুস্তকে সময় চেতনা ও স্থান চেতনার বিন্যাস লক্ষ করা যায়।
- সুন্দর প্রচ্ছদপট ও রঙিন চিত্রায়নের দ্বারা বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।
- একক থেকে উপ-এককগুলিতে বিন্যস্ত করে ঘটনাবলির বিন্যাস ঘটানো হয়েছে।
- সাধারণ মানুষের—সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।
- জনগণের স্বায়ত্বশাসন ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের সঞ্চালন ঘটানো হয়েছে।

মূল্যায়ন:

তথাপি এই পাঠ্যপুস্তকে সাধারণ মানুষের শিক্ষায় অগ্রগতির কাহিনি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। সাধারণ মানুষের জাতীয় চেতনা বিকাশের উপযোগী বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়নি। পাঠক্রম রচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যেমন—Integral Approach, Co-ordinational Approach, Co-relation Approach এবং Spiral Approach-এর যথার্থ অনুসরণ করা হয়নি। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীত ঐতিহ্যকে পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় ভারতের সুমহান অতীত ঐতিহ্য এই পাঠ্যপুস্তকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

ব্যাবহারিক
(Engagement with Field/Practicum)

প্রকল্প (Project)

ভূমিকা

দেবী অন্নপূর্ণাকে নদী পার করে দিয়ে বিনিময়ে ঈশ্বরী পাটনী চেয়েছিলেন সন্তানের দুধে-ভাতের নিশ্চয়তা। এককথায় সুস্থ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের প্রতিশ্রুতি। যুগ যুগ ধরে মানুষ সুস্থ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের আকাঙ্ক্ষাকে আজও লালন করে আসছে, কারণ — প্রত্যেক মা বাবা-ই চান তাদের সন্তান হোক সুস্থ, সবল আর বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। মানুষের এই চিন্তাভাবনাকে নিয়ে মানুষের অভিভাবক হিসেবে পাশে এসেছে গ্রাম পঞ্চায়েত। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন ও জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের মতো বৃহত্তর কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব নিয়েছে পঞ্চায়েত। গ্রামে গড়ে উঠেছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মুখ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠান। গ্রাম পঞ্চায়েতে উপসমিতি ও গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব নিয়েছে পঞ্চায়েত।

যে-কোনো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিমাপের মাপকাঠি হল সেই জনগোষ্ঠীর রোগ-ভোগের হার, স্বাস্থ্যহানি-জনিত ক্ষতির সামগ্রিক পরিমাণ, মৃত্যুর হার পুষ্টির অবস্থান ইত্যাদি। রোগমুক্তি থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন—এ সবের এমন কিছু বিষয়ের উপর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। গ্রামে স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নয়নে পঞ্চায়েত কতটা সক্ষম? সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে কতটা সফল? 'আশা' দিদিরা কি জনগণের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার ঘটাতে পেরেছে? উপসমিতি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কি সক্রিয়? স্বাস্থ্য বিমা কি জনগণ পায়? এই সকল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে একটি ক্ষেত্রভিত্তিক সমীক্ষা করা হয়েছে, এবং সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে, **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা** কেমন তা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নেতৃত্বে "জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের" কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল —

1. গর্ভবতী মায়ের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব: মায়ের মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু বন্ধ করার জন্য গর্ভবতী মায়ের যত্ন এবং নিরাপদ প্রসবের বন্দোবস্ত খুবই জরুরি। জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচির মূল কাজ হল গর্ভবতী মায়েদের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করা, তাদের নাম নথিভুক্ত করা এবং ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করানো। যাতে করে তাদের প্রয়োজনীয় চেক-আপ করা, টিটেনাস, টিকা ও আয়রন বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। নিরাপদে প্রসবের কতকগুলি বিশেষ দিক আছে, যেমন — রক্তাল্পতা পরীক্ষা, ওজন বৃদ্ধির হার, রক্তচাপ পরিমাপ করা এবং গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করা ও সতর্কতা অবলম্বন করা।

2. প্রত্যেক মা ও শিশুর টিকাকরণ: শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান হল টিকাকরণ সুনিশ্চিত করা। জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের কর্মসূচির মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক টিকাকরণ করতে পারলে ছয়টি মারণ রোগ আটকানো যায়। এইগুলি হল—

কোন্ টিকা	কোন্ রোগের প্রতিষেধক
বি সি জি (ইঞ্জেকশন)	যক্ষ্মা
ওরাল পোলিয়ো (মুখে খাওয়ানো হয়)	পোলিয়ো
ডিপিটি (ইঞ্জেকশন)	ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস
হাম (ইঞ্জেকশন)	হাম
ভিটামিন 'এ' তেল (মুখে খাওয়ানো হয়)	রাতকানা
ডিটি (ইঞ্জেকশন)	ডিপথেরিয়া, টিটেনাস

3. শিশুর অপুষ্টি দূরীকরণ: শিশুদের অপুষ্টি এখন একটি ব্যাপক সমস্যা। অপুষ্টি শিশু সহজেই নানা রোগের শিকার হয়। অপুষ্টি শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতিটি শিশুকে জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়স অবধি প্রতি মাসে ওজনের মাপ নেওয়া হয় এবং তা খাতায় লিখে রাখা হয়। অপুষ্টি অনুযায়ী শিশুদের চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন — (ক) সাধারণ অপুষ্টির জন্য — নীল রং, (খ) বেশি অপুষ্টির জন্য — হলুদ রং, (গ) ভীষণ অপুষ্টির জন্য — কমলা রং, (ঘ) মারাত্মক অপুষ্টির জন্য — লাল রং। এই চার্ট অনুযায়ী শিশুদের পুষ্টির জন্য অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রে মাসে 25 দিন তৈরি খাবার দেওয়া হয়।

4. নিরাপদ পানীয় জল, শৌচাগার ও নির্মল পরিবেশ তৈরি করা: প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ পানীয় জল, শৌচাগার ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ নির্মাণ, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার গড়ে তোলা এবং গ্রামে সচেতনতার মাধ্যমে নির্মল পরিবেশ তৈরি করা।

5. ডায়রিয়া ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ: জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাধারণ মানুষের অসুখ যথা - ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ ও কালাজ্বর ইত্যাদির প্রকোপ থেকে প্রতিকার করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এ ছাড়া স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা শিবির করা, স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়ার জায়গায় পৌঁছোনোর জন্য স্থানীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করা, কম বয়সে বিবাহ কম বয়সে মা হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতির ক্ষেত্রে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য ও বিভিন্ন কর্মসূচি

স্বাস্থ্য বলতে কেউ কেউ চিকিৎসার কথা বুঝে থাকেন। কেউ কেউ আবার স্বাস্থ্য বলতে বোঝেন মোটাসোটা চেহারা। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই সব ধারণা ঠিক নয়। মনে রাখা দরকার যে, কেবল অসুখ না হওয়াকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। কেবলমাত্র শরীরের দিক থেকে সুস্থ থাকাটাই স্বাস্থ্য নয়, মনের দিক থেকে ভালো থাকাটাও স্বাস্থ্যের মধ্যে পড়ে। আবার সমাজকে বাদ দিয়ে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই স্বাস্থ্য মানে হল শারীরিক,মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা।

জনস্বাস্থ্য:

জনস্বাস্থ্য বলতে কোনো একটি এলাকার সব শ্রেণির জনগণের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা বোঝায়। সেইজন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়টির মধ্যে শুধু স্বাস্থ্যের কথা বলা হয় না। এর মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, পুষ্টি, পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল,ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। তাই, কেবলমাত্র নিজের নয়, এলাকার সমস্ত মানুষের এবং পরিবেশের সুস্থ থাকাটাও জনস্বাস্থ্যের আওতায় পড়ে।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন:

গ্রামীণ জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 2005 খ্রিস্টাব্দে 12 এপ্রিল ''জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন''-এর সূচনা করে। এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হল — পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাহায্যে এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো। এটি 7 বছরের (2005-2012) পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই মিশনের অঙ্গ হিসেবে গ্রামে ''আশা''-র নিয়োগ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতবর্ষে 18টি রাজ্যে এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 8টি জেলাতে কাজ শুরু হয়েছে। এখানে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এর কাজের দায়িত্ব নিয়েছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি। যদি কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত না হয়ে থাকে তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই দায়িত্ব নিয়ে এই কাজ করতে হবে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন -এর লক্ষ্যগুলি হল —

1. শিশু মৃত্যুর হার/মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার/মোট প্রজনন হার কমানো।
2. নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং টিকাকরণের উপর জোর দেওয়া।
3. সংক্রামক ও অসংক্রামক অসুখের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
4. জনসংখ্যার স্থিতিকরণ, জনসংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষের ভারসাম্য নিয়ে আসা।
5. জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে উৎসাহিত করা।

আশা (Accridited Social Health Activities)

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এর অঙ্গ হল — ''আশা'' অর্থাৎ মান্যতাপ্রাপ্ত সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামে নিয়োগ করা হয়। যারা গ্রামীণ জনগণ ও স্বাস্থ্য পরিসেবার মধ্যে সেতু রূপে কাজ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জেলাগুলিতে আশা নিয়োগ করেছে। আশা গ্রামের সক্ষম দম্পতি, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা জানবেন ও তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পরিসেবা প্রদান করবেন।

জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি:

''জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কথাটির অর্থ হল — এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও তার উন্নয়নের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের এক সঙ্গে এক জোট প্রচেষ্টা নেওয়া। এই জন্য সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও বেশি ব্যবহারের পাশাপাশি জনগণকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ গত 2004 খ্রিস্টাব্দ থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণে ''জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। —এ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সরকারি আদেশনামাতে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার উপযোগী কার্যকলাপ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিসেবার নিজ নিজ স্তরে পঞ্চায়েতের অংশগ্রহন ও মালিকানা সুনিশ্চিত করার জন্য নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মাসের শেষ শনিবার পঞ্চায়েতে বৈঠক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে একক ধরে এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছিল, বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ''জন-উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কর্মসূচি চালু হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধিত হয়ে গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। গ্রাম উন্নয়ন

সমিতির আইন গত অবস্থানের ফলে জনস্বাস্থ্যের কাজ করা এখন তাদের বিধিবদ্ধ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি:

স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি বলতে মল মূত্র এবং সব রকম বর্জ্য পদার্থের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণ করা এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা। স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি-র মধ্যে পড়ে— স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করা, ধোঁয়াহীন চুল্লি ব্যবহার করা, নিয়মিত দাঁত মাজা, নিয়মিত স্নান করা, নিয়মিত নখ কাটা, বাড়ির বাইরে জুতো পরে হাঁটা, যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা, নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার করা, খাবার আগে হাতে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া পরিষ্কার পোশাক পরা, নোংরা জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা করা, পরিবেশ জঞ্জালমুক্ত রাখা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা শিবির করা দরকার। এ ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একজন করে মহিলা অথবা পুরুষ স্বাস্থ্য সুপারভাইজার থাকেন। এরা নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সহায়কের কাজের তদারকি করবেন। গ্রাম সংসদ এলাকায় অবস্থিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চায়েত আইন ও জনস্বাস্থ্য

ঊপনিবেশিক কালে স্বাধীন ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গো পঞ্চায়েত আইনে (1973) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়টি উল্লেখ ছিল। 1993 খ্রিস্টাব্দে 73তম সংবিধান সংশোধনের গড়ে ওঠা তৃতীয় প্রজন্মের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত পঞ্চায়েত আইনগুলি হল—

1. 1974 খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে স্বাস্থ্য বিধানের সঙ্গো সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি এবং জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তকরণের ক্ষমতা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের 19.05.1997 তারিখে প্রজ্ঞাপন সংখ্যা - HF/O/FW/4C-2/94(1)/174-এর মাধ্যমে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে দেওয়া হয়েছে।

2. 2003 খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গো সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পাঁচটি উপ-সমিতি গঠন করা এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নিয়মাবলি 64-70 নিয়ম ও সরকারি আদেশনামা 3373 পি.এন/0/1/1এম-1/04 তাং 30.09.2004 অনুসারে এলাকার সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-সমিতি ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিসেবাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করতে পাঁচটি উপ-সমিতির মধ্যে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি এবং নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

3. পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের আদেশনামা নং - 1678/পি.এন/0/1/1এ-1/04 (পার্ট-1) তাং- 16.08.2006 তে উল্লিখিত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে (1973) ধারা 212 অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করবে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের নির্দেশ জনস্বাস্থ্য রূপায়ণের জন্য প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে অন্ততপক্ষে 50% মহিলা সদস্য সহ এই কমিটি তৈরি করতে হবে। এই কার্যকরী কমিটি গ্রামস্তরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধানের বিষয়ে সেই এলাকার উন্নতিকল্পে কাজ করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন যোজনা ও বিমা

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (Rashtriya Swasthva Bima Yojana)

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও নিয়োগ মন্ত্রকের একটি প্রকল্প। দারিদ্র্য সীমার নীচের (বিপিএল) পরিবারদের জন্যও করা, স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক অর্থ বিনা স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। বর্তমানে দারিদ্র্য সীমার উপরেও এই প্রকল্পটি প্রসারিত। আর. এস. বি. ওয়াই. বা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার অধীনে সুবিধাপ্রাপকরা — হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এমন রোগের জন্য বাৎসরিক 30 হাজার টাকা পর্যন্ত সুবিধা পাবে। পরিবারের 5 জন পর্যন্ত এই ব্যবস্থার সুবিধা পাবে, যার মধ্যে গৃহকর্তা, তনার স্ত্রী এবং 3 জন পর্যন্ত নির্ভরশীল ব্যক্তি এর আওতায় থাকতে পারবে।

জননী সুরক্ষা যোজনা:

জাতীয় মাতৃত্বজনিত সহায়তা প্রকল্প—এর পরিবর্তিত নাম "জননী সুরক্ষা যোজনা"। তফশিলি জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী যে-কোনো পরিবারের 19 বছর বা তার উপরে বয়সের সন্তানসম্ভবা মাকে তার প্রথম দুটি জীবিত সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় এককালীন সহয়তা দেওয়া হয়। জননী সুরক্ষা যোজনা উপভোক্তাকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস হলে তার প্রমাণপত্র ও তপশিলি জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হলে তার সার্টিফিকেট স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে দাখিল করতে হয়। প্রসবের আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে 500 টাকা পাওয়া যায়। তবে গর্ভাবস্থায় কম করে তিন বার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তবেই এই সহায়তা দেওয়া হয়। সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে প্রসবের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 500 টাকা ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে 7 দিন বাদে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া হাসপাতালে যাওয়া খরচ বাবদ 10 কিমি পর্যন্ত 150 টাকা, 10 কিমি - 20 কিমি পর্যন্ত 250 টাকা এবং 20 কিমির বেশি হলে 350 টাকা পাওয়া যায়। এই সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বি.এম.ও.এইচ.-এর সঙ্গো যোগাযোগ করতে হবে।

বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা:

বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা হল সমাজ কল্যাণ বিভাগের একটি প্রকল্প। এই সহায়তা সিডিপিও অফিস থেকে সরাসরি পাওয়া যায়। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী কোনো পরিবারের কন্যা সন্তানের জন্য নিবন্ধীকরণের কাজ শেষ হলেই এককালীন 500 টাকা এই প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেওয়া হয়। শিশুকন্যাটি যখন বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করে, তখন সে এই প্রকল্পের আওতায় স্কলারশিপ পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর ভূমিকা

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা:

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে (1973) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রধান তিনটি কাজের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদান করা হয়েছে। এইগুলি হল —

1. জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।
2. দ্বিতীয় ধরনের দায়িত্বগুলি বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতকে বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ মারফৎ ন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন-স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র এবং অঙ্গানোয়াড়ি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেয় সমস্ত রকম সরকারি কর্মসূচির পরিসেবাগুলির মধ্যে সমন্বয় সুনিশ্চিত করা।
3. তৃতীয় ধরনের দায়িত্বগুলি বিভিন্ন পঞ্চায়েত, সরকার দ্বারা বিকেন্দ্রিত ক্ষমতা ছাড়াই, এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য নিজেদের তাগিদেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। যেমন — কোনো পঞ্চায়েত সেই এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নিজের সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্যোগেই কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপরে তিনটি কাজ ছাড়াও জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবে। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং অঙ্গানোয়াড়ি কেন্দ্রের কাজের হিসেব এবং গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে রক্ষিত জন্ম-মৃত্যুর হিসেব এবং জিল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিধানের অগ্রগতি ইত্যাদি তথ্য থেকে নিজেদের অবস্থান জানা যাবে। প্রতি মাসের শেষ শনিবার বৈঠকে আলোচনার জন্য স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক ও পঞ্চায়েত কর্মীরা এই তথ্যগুলি সংকলন করবেন।

উপ-সমিতির ভূমিকা:

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকে ভাগ করে নিতে গড়ে উঠেছে 5টি উপ-সমিতি এর মধ্য জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি এবং নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ। এই উপ-সমিতিগুলির সঞ্চালক ও সদস্যরা অধিকাংশ

মহিলা। মহিলা সঞ্চালকের সভাপতিত্বে মাসে দুইবার করে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে পঞ্চায়েত এলাকায় সকল জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের সকল দায়িত্ব এই দুই উপ-সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ভূমিকা:

জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1. প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে একটি করে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কার্যকরী কমিটি গড়া।
2. কম বয়সে বিবাহ ও কম বয়সে মা হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতনতা বাড়ানো।
3. গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও নিরাপদ প্রসব সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো।
4. শিশুদের পুষ্টির অবস্থানের উন্নতি সম্বন্ধে তদারকি করা।
5. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো।
6. সম্পূর্ণ টিকাকরণের জন্য সচেতনতা বাড়ানো।
7. স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা:

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি গ্রামের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে গ্রামীণস্বাস্থ্যকেন্দ্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সার্বিক টিকাকরণ, শিশুর সুস্বাস্থ্য ও অপুষ্টি দূর, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরণ, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, থ্যালাসেমিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশা দিদিরা গ্রামীণ জনগণ ও স্বাস্থ্য পরিসেবার মধ্যে সেতুরূপে কাজ করেন। গ্রামীন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ত্রিস্তরীয় যেমন —

1. গ্রামে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, সদর স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ও অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্র।
2. পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে—প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
3. জেলা স্তরে—জেলা হাসপাতাল।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ভূমিকা:

জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রেড-1 পাশ করা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

1. স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা গর্ভবতী মায়েদের নাম নথিভুক্ত করে এবং তাদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাকরণ, আয়রন বড়ি খাওয়া ও সুষম খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করে।
2. গর্ভবতী মা ও তার পরিবারের মানুষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
3. সম্পূর্ণ টিকাকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও শিশুদের অপুষ্টি দূর করার জন্য তাদেরকে অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য-এর উন্নয়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে একটি সমীক্ষা ও তথ্য বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসেবাকে উন্নত করতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত কি গ্রামীন স্বাস্থ্য পরিসেবাকে সজীব প্রাণবন্ত করতে পেরেছে ? গ্রামে কি শিশু মৃত্যু ও শিশু অপুষ্টি কমেছে? গ্রামের গর্ভবতী মায়ের অবস্থা কেমন ? সকল গ্রামবাসী কি স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলে? গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা কি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পেরেছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি।

সমীক্ষার ক্ষেত্র:

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুঁজতে তিনটি ক্ষেত্রকে নিয়ে এখানে সমীক্ষা করা হয়েছে। এইগুলি হল—

1. শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি,
2. এই পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের পূর্বপাড়ায় পরিবার সমীক্ষা এবং
3. গ্রামের উপস্থাস্থ্য কেন্দ্র।

সমীক্ষার পদ্ধতি:

সমীক্ষা করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে, পঞ্চায়েতের উপ সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এবং আশা কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা:

এখানকার গ্রাম প্রকৃতিতে একই সমাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্মের মানুষ বসবাস করছে। সমাজে জাতপাতের প্রাধান্য নেই। এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবন জীবিকা কৃষিকাজের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখানে বাম-ডান দু'টি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য রয়েছে। নিম্নে জনসাস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রের সমীক্ষার তথ্য সারণি অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষাগত অবস্থা:

স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল — শিক্ষা। কারণ শিক্ষা মানুষের মধ্যে চেতনা আনে। দেখা যাক এই অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা কেমন —

সারণি-1

পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত বিন্যাস

শিক্ষা	মহিলা	পুরুষ	মোট
নিরক্ষর	5%	6%	11%
প্রাথমিক	13%	18%	31%
অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত	9%	12%	21%
মাধ্যমিক	8%	7%	15%
উচ্চমাধ্যমিক	10%	13%	23%
স্নাতক	3%	6%	9%
মোট	48%	62%	100%

উৎস - সাক্ষাৎ ভিত্তিক

শিক্ষাগত সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মোট 328 জনের মধ্যে নিরক্ষরতা 11% এর মধ্যে পুরুষ নিরক্ষরতার সংখ্যা বেশি অর্থাৎ 6% । সবচেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার হার বেশি 31% এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার হার 21% । মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক হার যথাক্রমে 15% , 23% । তবে মেয়েদের শিক্ষার হার কম, যথাক্রমে - 8% , 10% । গ্রামে স্নাতক স্তরে শিক্ষার হার অনেক কম যথাক্রমে - 9% । শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের হার কম যথা-48%।

অতএব গ্রামে বেশির ভাগেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা হল সাধারণ মানের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং গ্রামে এখন নিরক্ষরতা আছে।

সারণি-2

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত চেতনার বিন্যাস

নির্দেশক		শতকরা হিসেবে	
		হ্যাঁ	না
1. পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার আছে কি?		95	5
2. রান্নার জন্য ধূমহীন চুলা ব্যবহার করেন ?		91	9
3. পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করেন?		72	28
4. আবর্জনা ফেলার গর্ত আছে কি?		54	46
5. বাড়ির চারদিকে সমসময় পরিষ্কার করা হয়?		57	43
স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত চেতনার বিকাশ—	মোট	369	131
	%	74.31	25.69

উৎস - সাক্ষাৎ ভিত্তিক

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত চেতনা রয়েছে 74.31% এবং 25.69% মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত চেতনা গড়ে ওঠেনি।

সুতরাং বলা যায় কালিকাপুর গ্রামের মানুষের মধ্য স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিকাশ ঘটেছে।

সারণি-3

সামাজিক ও পারিবারিক চেতনার বিন্যাস

নির্দেশক		শতকরা হিসেব		
		হ্যাঁ	না	জানি না
1. মেয়েদের 18 বছরের কম বয়সের বিয়ে দেওয়া হয় কি?		45	25	30
2. পণ প্রথা আইনত অপরাধ জানে কি?		40	50	10
3. বিবাহের সময় ছেলেমেয়ের রক্ত পরীক্ষা করতে হয় জানে কি?		12	58	30
4. ছেলে কিংবা মেয়ে বাড়বে সমান আদর পেয়ে কথাটি মানে ?		50	30	20
5. সামাজিক কুসংস্কার রোধে মানুষের ভূমিকা কি ভালো?		60	20	20
সামাজিক ও পারিবারিক চেতনার বিকাশ	মোট	207	183	110
	%	41.40	36.60	22.00

উৎস-সাক্ষাৎ ভিত্তিক মতামত

সামাজিক ও পারিবারিক চেতনার বিন্যাস সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে-গ্রামের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক চেতনা ভালো বিকাশ হয়েছে 41.40% এখন পর্যন্ত চেতনা ঘটেনি 36.60%। এবং সামাজিক ও পারিবারিক মতামত থেকে বিরত থাকে 22%।

সুতরাং বলা যায় গ্রামের মানুষের মধ্য সামাজিক ও পারিবারিক চেতনার উন্নতি ঘটেছে এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতন হচ্ছে।

সারণি-4

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য

নির্দেশক		শতকরা হিসেবে		
		হ্যাঁ	না	জানি না
1. জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আশার ভূমিকা কেমন?		60	20	20
2. "দু'টি সন্তান সুখী পরিবার" এ সম্পর্কে পরিবারের ধারণা কী?		50	10	40
3. বাড়ির পুরুষদের বন্ধ্যাত্বকরণ সম্পর্কে ধারণা কি ভালো ?		10	60	30
4. পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা কেমন?		70	20	10
	মোট	190	110	100
	%	47.50	27.50	25.00

উৎস — সাক্ষাৎ ভিত্তিক মতামত

পরিবার পরিকল্পনা তথ্যের সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে — গ্রামের মানুষের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সচেতনতার হার 47.50%। পরিবার পরিকল্পনায় চেতনা ঘটেনি 27.50% জনগণের এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানি না মতামতের হার 25.00%।

সুতরাং বলা যায় গ্রামের মানুষের মধ্য পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক্ষেত্রে আশাকর্মী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সারণি -5

গ্রামে বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য

রোগের নাম	শতকরা হিসেবে		
	আক্রান্তের সংখ্যা	কোথায় চিকিৎসা হয়েছে	
		সরকারি হাসপাতাল	বেসরকারি হাসপাতাল
জ্বর, সর্দি-কাশি	29%	21%	8%
পেটের অসুখ	38%	30%	8%
শ্বাসকষ্ট	5%	1%	4%
চর্ম রোগ	7%	2%	5%
স্ত্রী রোগ	17%	7%	10%
যক্ষ্মা	3%	3%	-
মানসিক রোগ	1%	1%	-
মোট	100%	65%	35%

উৎস — সাক্ষাৎ ভিত্তিক

গ্রামে বিভিন্ন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে— গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি পেটের অসুখে — 38% এবং জ্বর, সর্দি-কাশিতে 29% আক্রান্ত হয়েছে। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট, চর্ম রোগ, স্ত্রী রোগ, যক্ষ্মা রোগ ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে যথাক্রমে 5%, 7%, 17%, 3%, 1%। রোগাক্রান্ত মানুষ চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে 65% এবং বেসরকারি হাসপাতালে গিয়েছে 35%।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে।

সারণি -6

রোগ প্রতিরোধ ও পরিসেবা

নির্দেশক		শতকরা হিসেবে		
		হ্যাঁ	না	জানি না
1. যক্ষ্মা রোগীদের ডট্স পরিসেবা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা ভালো কি ?		70	5	25
2. সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা কী ?		50	30	20
3. ডায়রিয়া রোগীদের ORS দেওয়া হয় কি ?		60	10	30
4. 1, 2, 3 মার্চ ফাইলেরিয়া দুরীকরণ কর্মসূচি কি সফল ?		80	10	10
রোগ প্রতিরোধ ও পরিষেবা	মোট	260	55	85
	%	65.00	13.75	21.25

উৎস — সাক্ষাৎ ভিত্তিক

রোগ প্রতিরোধ ও পরিসেবার সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে — গ্রামে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি 65%, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি 13.75%। এবং জানি না মতামত 21.25%।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রামের রোগ প্রতিরোধ ও পরিসেবার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভূমিকা ভালো।

অভিজ্ঞতা

জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুঁজতে গিয়ে একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষা থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। যথা—

সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি সফল করতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ভালো। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সবচেয়ে আগে দরকার শিক্ষা। কারণ শিক্ষা মানুষের মধ্যে চেতনা আনে। আর এই চেতনা মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তলে। এখানে সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ মানের শিক্ষা ছিল, নিরক্ষরতার হারও খুব কম ছিল এবং মানুষের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে চেতনার বিকাশ ঘটেছে ফলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গ্রামবাসী স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি মেনে চলছে। তারা মাঠে-ঘাটে আর পায়খানা করে না। নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে।

বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করছে। অধিকাংশ বাড়িতে ধোঁয়াহীন চুল্লি ব্যবহার হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া সচেতনতা যাত্রার ফলে গ্রামবাসী বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার রাখছে।

পোলিয়ো টিকাকরণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় 17 জুন 2012 খ্রিস্টাব্দের টিকাকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতে 95%, আবার কোনো গ্রামে 100 শিশুদের পোলিয়ো টিকা দেওয়া হয়েছে।

এখানকার অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রতিমাসে ওজন নেওয়া হয়। অপুষ্টি দূর করার জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। কেন্দ্রগুলিতে গর্ভবতী মায়েদেরও নাম লেখানো হয় এবং তাদেরও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। অঙ্গানওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে তদারকির দায়িত্বে থাকেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। কারণ পঞ্চায়েতের মিটিং-এ তাদের বলে দেওয়া হয়। সুতরাং অপুষ্টি দূরীকরণে পঞ্চায়েত এগিয়ে আসছে।

1, 2, 3 মার্চ যে ফাইলেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছিল। ব্লকে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য মেলায়' সকল গ্রামবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে মাইকে প্রচার চালানো হচ্ছে। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন কর্মসূচি ও স্বাস্থ্য শিবির গড়ে তুলছে।

গর্ভবতী মায়েরা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছে। তারা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করছে। এবং একটি কার্ড দেওয়া হয় যাতে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকাকরণের তারিখ দেওয়া থাকে। মায়েরা বিনামূল্যে বিভিন্ন টিকা ও আয়রন বড়ি পাচ্ছে। তাদের মাতৃত্বজনিত বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। গ্রামে অতীতে কুসংস্কার ছিল ফলে জন্মের পর এক মাস পর্যন্ত আতুরঘরে থাকতে হত। এখন মানুষ সচেতন হয়েছে, তারা জন্মের 2 দিন পর বাচ্চা ও তার মাকে গ্রামের উপস্থাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসে। এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে আশা দিদি ও গ্রাম পঞ্চায়েত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। প্রধানত আশা দিদিরা পাড়াতে গেলেই মায়েরা বুঝতে পারে যে তার এবং তার শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে মিটিং হয়। মিটিং-এ রাজনৈতিক আলোচনা হলেও স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পায়। গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে বলে 2011 খ্রিস্টাব্দে ''নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত" এর স্বীকৃতি পেয়েছে।

তবে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের অংশগ্রহণ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. প্রশ্নোত্তরে জনস্বাস্থ্য, পরিশ্চমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
2. ভারতী ঘোষ ও চৈতালী চক্রবর্তী, ''জনস্বাস্থ্য : জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন", পঞ্চায়েতি রাজ, প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, এপ্রিল - 2008।
3. গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রশিক্ষণের পাঠোকরণ, প্রশ্নোত্তরে জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
4. প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্যের তথ্যপঞ্জি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
5. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
6. গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিসেবার রূপরেখা, ''সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান ও জনস্বাস্থ্য" পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
7. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
8. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
9. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ সমিতির ক্ষমতা ও তার জন্য পরিকল্পনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর, 2008।
10. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
11. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
12. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ সমিতির ক্ষমতা ও তার জন্য পরিকল্পনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর, 2008।
13. উপ সমিতির সঞ্চালক ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের পাঠক্রম, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
14. গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের প্রশিক্ষণের পাঠোপকরণ, প্রশ্নোত্তরে জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
15. জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
16. প্রশ্নোত্তরে জনস্বাস্থ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
17. WWW.Wikipedia.org
18. ডা. জ্যোতির্ময় চাকী ''জননী সুরক্ষা : কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, এপ্রিল-2009।
19. প্রশ্নোত্তরে জনস্বাস্থ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সময়রেখা তৈরির দক্ষতার বিকাশ
(Development of skill of Time line)

ভূমিকা

ইতিহাস হল কালের সন্নিধানে মনের উন্মোচন (হেগেল)। স্থান ও কালের পটভূমিকায় কর্ম মানুষের কর্মমুখী কর্মধারা বয়ে চলে দেশে দেশে দিকে দিকে অজস্র চরিতার্থতায়। ইতিহাসের আলোকে বহমান মানবসভ্যতা দুটি মৌলিক সম্বন্ধকে আশ্রয় করে তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠে। একটি হল কালের সম্বন্ধ (Time Relation) আর অপরটি হল স্থানগত সম্বন্ধ (Space Relation) বিচার্ড হাকুলিয়াৎ তাই বলেছেন, "Chronology and Geography are the two eyes of History, the right eye and the left eye of all history" তবে সময় চেতনা ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস শিখনে সময় চেতনা বা কাল চেতনা জাগরণে অন্যতম শিক্ষণ সহায়ক উপকরণটি হল সময়রেখা (Time line)। সময়রেখার মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যা সহজসাধ্য হয়।

সময়ের ধারণা :

'সময়' একটি বিমূর্ত- চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সময়ের এই বিমূর্ততার জন্যই সময় চেতনার মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 'সময়' সম্পর্কে ধারণা কোনো স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান থেকে আসে না। কাল চেতনা এক ধরনের অনুমিতি (Inference) যা কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তাই সময় রেখার মাধ্যমে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সময় চেতনা পরিস্ফুট হয়। কাল অবিনশ্বর, অনাদি ও অনন্ত তাই কোনো আচ্ছাদনের মাধ্যমে কাল স্রোতকে বেঁধে রাখা যায় না। সময়ের বিমূর্ত ধারণা মূর্ত হয়ে উঠে সময় রেখার মাধ্যমে।

সময় চেতনার স্বরূপ ও সময়রেখা :

সময় চেতনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। যেমন—

1. সময় চেতনার দূরত্ববোধ (Distance)
2. সময় চেতনার ব্যাপ্তি (Duration)
3. সময়ের স্রোতের মধ্যে ঘটনার কালের অবস্থান (Location)।

সময়রেখার প্রস্তুতি এই স্বরূপ অনুযায়ী হওয়া উচিত। সময়রেখার মাধ্যমে যেন সময়ের দূরত্ব ব্যাপ্তি ও অবস্থান পরিস্ফুট হয়।

সময় চেতনার দূরত্ব (Distance of Time)

শিক্ষার্থীর স্থায়ী স্মৃতিতে ইতিহাসের সময়ানুক্রম ধারণের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে সময়ের দূরত্বের উপর। দীর্ঘদিন আগে যে ঘটনাগুলি ঘটে তার সময়কাল মনে রাখা কঠিন হয়। কিন্তু বর্তমানের বিভিন্ন ঘটনার সময়কাল সহজে কার্যকরী স্মৃতিতে চলে আসে। এই অসুবিধা দূর করতে সময়রেখা শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের প্রাচীন ঘটনাবলি স্মরণে রাখতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলে।

সময়ের ব্যাপ্তি (Duration of Time) :

যে ঘটনা যত বেশি সময় ধরে চলে সেই ঘটনার সময়ের পরিসর সহজে স্মরণে থাকে। তাই কার্যকরী স্মৃতিতে ধারণার জন্য সময়ের ব্যাপ্তি একটি অপরিহার্য শর্ত। স্বল্প ব্যাপ্তিযুক্ত ঘটনার সময় স্মরণে রাখা কঠিন হয়। সেক্ষেত্রে সময়রেখার মাধ্যমে একটি দৃঢ় সময় চেতনার ধারণা তুলে ধরা যায়।

সময়ের অবস্থান (Location of Time) :

সময় অনাদি ও অনন্ত। কালস্রোতের মধ্যে যে ঘটনাপ্রবাহ ঘটে সেই ঘটনাগুলির সময়কালের অবস্থান কোথায় তা জানতে সময়রেখার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়।

সময় চেতনার মূল্য ও সময়রেখা :

সুদূর অতীতের বিমূর্ত ঘটনাকে মূর্ত করে তুলতে ও শিক্ষার্থীর মনশ্চক্ষুতে সেই ঘটনার কালক্রম প্রস্ফুটিত করতে সময়রেখার কার্যকারিতা অসীম। সময় চেতনার মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বোধগম্যতা সুস্পষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা ঘটনার কালক্রম অনুধারণ করে অতীতের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণে দক্ষ হয়ে উঠে।

সময় সারণি

মুঘল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সময়কাল

সময়কাল	ঘটনা
1525 খ্রিস্টাব্দ	বাবরের ভারত আক্রমণ
1526 খ্রিস্টাব্দ	প্রথম পানিপথের যুদ্ধ
1527 খ্রিস্টাব্দ	খানুয়ার যুদ্ধ
1528 খ্রিস্টাব্দ	চান্দেরির যুদ্ধ
1529 খ্রিস্টাব্দ	ঘর্ঘরার যুদ্ধ
1530 খ্রিস্টাব্দ	বাবরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ
1531 খ্রিস্টাব্দ	
1532 খ্রিস্টাব্দ	দাদরের যুদ্ধ
1533 খ্রিস্টাব্দ	
1534 খ্রিস্টাব্দ	সুরজগড়ের যুদ্ধ ও শেরশাহ কর্তৃক বিহারের সিংহাসন লাভ।
1535 খ্রিস্টাব্দ	শেরশাহ কর্তৃক বাংলা জয়।
1536 খ্রিস্টাব্দ	শেরশাহের গৌড় অবরোধ
1537 খ্রিস্টাব্দ	শেরশাহের গৌড় জয়
1538 খ্রিস্টাব্দ	চৌসার যুদ্ধ
1539 খ্রিস্টাব্দ	কনৌজ বা বিল্বগ্রামের যুদ্ধ ও শেরশাহের সিংহাসন লাভ।
1540 খ্রিস্টাব্দ	

সময় সারণি তৈরির সময় বিভিন্ন সতর্কতা

1. সময় অনন্ত ও অনাদি। তাই সময়ের গতি প্রাবাহে কোনো বাধা বা ছেদ থাকে না। সময় রেখা তৈরির সময় তাই দু-প্রান্ত কোনো রকম বাধা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে না। দু-প্রান্ত উন্মুক্ত থাকবে।
2. সময়রেখাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে (প্রতি পাঁচ বা দশ বছর অন্তর) প্রতিবছরের স্কেলিং করতে হবে। স্কেলিং-এর ক্ষেত্রে সমান পরিমাপের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
3. সাধারণত বাম দিকে সময়কাল ও রেখার ডান দিকে ঘটনার উল্লেখ থাকবে।
4. বৃহৎ ভাগগুলিকে (পাঁচ বা দশবছর) আলাদাভাবে দেখাতে হবে।
5. যদি কোনো বছর এর সমান্তরাল কোনো ঘটনা না ঘটে থাকে তাহলে সেই বছর ঘটনার ঘরে × চিহ্ন দিতে হবে।
6. সময়রেখার দুইপ্রান্তে দু-টি তির চিহ্ন (↗) দিয়ে সময়ের মহাশূন্যতা বোঝাতে হবে।

মূল্যায়ন

সময়রেখার মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করলে ইতিহাসের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছধারণা গঠিত হয়। সময়ের প্রেক্ষাপটে ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অর্থবহ হয়ে উঠে। তাই সময়রেখার গুরুত্ব অসীম। তবে সময়রেখা সঠিকভাবে নির্মাণ ও উপস্থাপনের উপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

পারদর্শিতার অভীক্ষা
(Achievement Test)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পঞ্চম অধ্যায় (পৃষ্ঠা নং - ২১৬) দেখুন।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম :	বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : ষষ্ঠ	একক : সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন
বিভাগ :	উপ-একক :
ছাত্রসংখ্যা :	1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গড় বয়স :	2. অশোক *
সময় :	3. প্রথম কনিষ্ক
তারিখ :	4. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
শিক্ষকের নাম :	5. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ শিক্ষার্থীরা মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম বলতে পারে। ❖ অশোক জীবনে কার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে। ❖ অশোক কোন্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কী? ❖ অশোক জীবনে কার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন? ❖ অশোক কোন্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

আজকের পাঠ ঘোষণা: উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'মৌর্য সাম্রাজ্য অশোকের কৃতিত্ব' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরে বিন্দুসার সম্রাট হন। বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বিশেষ বাড়েনি। এরপর বিন্দুসারের পুত্র অশোক প্রায় চার দশক শাসন করেন। অশোকের সময়ে মৌর্যবংশ অন্যরূপ লাভ করে এবং এর আয়তনও প্রসারিত হয়। নিজস্ব ধর্ম প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি বিশ্বের মহান সম্রাটদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা পাবে।
বিশেষ উদ্দেশ্য:	
● জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	❖ সম্রাট অশোকের পিতার নাম কী? ❖ কত খ্রিস্টাব্দে অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?

❖ অশোক কোন্ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?
❖ মৌর্য শাসনে রাজকর্মচারীদের কী বলা হত?

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য:** ❖ অশোকের ধম্মের স্বরূপ কেমন ছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  ❖ কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের জীবনে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  ❖ অশোক কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:** ❖ মৌর্য সম্রাট অশোক ও সম্রাট আকবরের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
  ❖ কুষাণ সম্রাট কনিষ্ককে কী 'দ্বিতীয় অশোক' বলা যুক্তিযুক্ত তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
- **বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:** ❖ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য চালানোর নানাদিক, তার সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং অশোক প্রবর্তিত ধম্মের স্বরূপ শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- **সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:** ❖ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করতে পারবে।
- **মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:** ❖ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক কীভাবে বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন এবং তার কৃতিত্ব সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে কতখানি তার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- **আনুভূতিক উদ্দেশ্য:** ❖ সম্রাট অশোক সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন তার রণনিপুণতা এবং বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণের কথা জানতে পারবে তেমনি তার মানবপ্রেম, পশুপক্ষীর প্রতি ভালোবাসা এবং নানাবিধ গুণাবলির কথা জানতে পারবে ফলে তাদের কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।
- **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:** ❖ সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যসীমা কতখানি বিস্তৃত ছিল তা শিক্ষার্থীরা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।
  ❖ ধম্ম সম্পর্কে অশোক যেসব সামাজিক গুণাবলি অনুসরণ বা চর্চা করতে বলেছেন সেই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীরা একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রিয়দর্শী অশোক চার দশক শাসন করেন। • অশোক জীবনে কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশ নেন। এই যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যাওয়ার কারণে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেন। • এরপর থেকে অশোক মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন যার ফলে 'ধম্ম' নামে নতুনএক আদর্শের সূত্রপাত ঘটান যেখানে তিনি মানুষের উন্নতিবিধানের কার্যাবলি গ্রহণ করেন। • এইভাবে বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে জনপ্রিয় শাসক হিসেবে পরিচিত হন যে কারণে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়।	অশোকের সাম্রাজ্য পরিচালনা এবং মৌর্য সাম্রাজ্য অশোকের কৃতিত্ব জানার জন্য আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহৎ আঙ্গিকে অশোকের অবদান আলোচনা করার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছবি এবং তার উত্তরসূরি রূপে সম্রাট অশোকের ছবি এবং অশোকের ধম্মের গুণাবলি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন—অশোক কবে কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, তিনি কোন্ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, অশোকের সময়ে মৌর্যদের রাজধানী কোনটি ছিল ইত্যাদি। শিক্ষক / শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	নবায়নের জন্য— 1. অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে যেমন- অশোক কেন কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? অশোকের ধম্মের সামাজিক গুণাবলি কেমন ছিল? 2. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা যেমন-অশোক মহান আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে— এ প্রসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যেমন— মৌর্য সম্রাট অশোক কোন্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন? কার কাছে তিনি বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা নেন? অশোকের পিতার নাম কী? পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহদান করবেন। পাঠদানের সময় সর্বদা শিক্ষক Integrated Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: আজকের পাঠ শিক্ষার্থীর যা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা হল নিম্নরূপ—
বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোক প্রায় চার দশক (আনুমানিক 273 — 232 খ্রি. পূ.) শাসন করেন। তিনিই ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মৌর্য শাসক হিসেবে পরিচিত। 261 খ্রি. পূ. তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এই যুদ্ধে হিংসার অনুপ্রবেশ দেখে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সম্রাট অশোকই বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বধর্মে পরিণত করেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও শাসনব্যবস্থাকে তিনি দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালিত করেন এবং নিজস্ব একটি ধর্মীয় আদর্শ গড়ে তোলেন যেখানে সামাজিক গুণাবলির কথা প্রাধান্য পায় যা 'ধম্ম' নামে পরিচিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী শাসক বলে পরিচিত অশোকের সময়েই মৌর্যসাম্রাজ্য চরম উন্নতির শিখরে পৌঁছোয়।

মূল্যায়ন: এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

1. মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কী? (জ্ঞানমূলক)
2. অশোকের সময়ে মৌর্য রাজ্যকর্মচারীদের কী বলা হয়? (জ্ঞানমূলক)
3. অশোকের ধম্মের স্বরূপ কেমন ছিল? (বোধমূলক)
4. কেন অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন? (বোধমূলক)
5. সম্রাট হিসেবে অশোক ও কণিষ্কের তুলনামূলক মূল্যায়ন করো। (প্রয়োগমূলক)
6. মৌর্য আমলে দুটি করের নাম লেখো। (জ্ঞানমূলক)

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল—

1. বিশ্বের বিভিন্ন সম্রাটদের মধ্যে মৌর্য সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের অবস্থান মূল্যায়ন করো।
2. তুমি কী মনে করো অশোক সত্যিই মানবহিতৈষণার নজির স্থাপন করেছিলেন—তোমার নিজের মতামত ব্যক্ত করো।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম :	**বিষয়** : ইতিহাস
শ্রেণি : ষষ্ঠ	**একক** : সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন
বিভাগ :	**উপ-একক** :
ছাত্রসংখ্যা :	1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গড় বয়স :	2. অশোক
সময় :	3. প্রথম কনিষ্ক *
তারিখ :	4. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
শিক্ষকের নাম :	5. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ শিক্ষার্থীরা কুষাণ বংশের সেরা রাজার নাম বলতে পারে। ❖ কনিষ্কের রাজধানীর নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। ❖ শকাব্দ কবে থেকে শুরু হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ কুষাণ বংশের সেরা রাজার নাম কী? ❖ কনিষ্কের রাজধানীর নাম কী? ❖ শকাব্দ কবে থেকে শুরু হয়?

আজকের পাঠ ঘোষণা: উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ "সম্রাট হিসেবে প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	বিম কদফিসেস-এর পুত্র প্রথম কনিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর 23 বছরের রাজত্বকালে তিনি কুষাণ বংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। কীভাবে তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করতে পারবে।
বিশেষ উদ্দেশ্য: • জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	❖ শকাব্দ কত খ্রিস্টাব্দে চালু হয়? ❖ প্রথম কনিষ্কের রাজধানীর নাম কী? ❖ কুষাণরা কোন্ দেশের মানুষ ছিলেন? ❖ ভারতীয় উপমহাদেশে কোন্ কুষাণ শাসক সোনার মুদ্রা প্রবর্তন করেন?

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ কীভাবে প্রথম কনিষ্ক কুষাণ বংশের পরিধি প্রসারিত করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্ককে কী 'দ্বিতীয় অশোক' বলা যুক্তিযুক্ত তা শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
  - ❖ অশোক, কনিষ্ক ও সম্রাট আকবরের তুলনামূলক একটি আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- **বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের শাসনব্যবস্থা, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার অনুরাগ এবং তার রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- **সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন দিকগুলি সংক্ষেপে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করতে পারবে।
- **মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:**
  - ❖ ভারত ইতিহাসে কুষাণসম্রাট প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব তথা তার অবস্থান শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- **আনুভূতিক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্ক সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন তার রাজত্বকাল, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি তার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির সভা আহ্বান করা ইত্যাদি জানতে পারবে ফলে তাদের আগ্রহ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।
- **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ কুষাণ বংশের সমস্ত রাজাদের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।
  - ❖ কনিষ্কের রাজ্যসীমার বিভিন্ন এলাকাগুলি শিক্ষার্থীরা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• বিম কদফিসেসের পর প্রথম কনিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। 78 খ্রিস্টাব্দে তিনি 'শকাব্দ' শুরু করেন। • কনিষ্ক ভারত ও ভারতের বাইরে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তার রাজধানী ছিল পুরুষপুর। • বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। একারণে তাকে 'দ্বিতীয় অশোক' বলা হয়। কাশ্মীরে তার সময়েই চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। • কনিষ্ক সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অশ্বঘোষ নাগার্জুন, বসুমিত্র, চরক তার রাজসভা অলংকৃত করতেন।	কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের সিংহাসন আরোহন, সাম্রাজ্য বিস্তার ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তার অনুরাগের জন্য আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রথম কনিষ্ক সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। সম্রাট কনিষ্কের ছবি এবং তার সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল তার একটি তালিকা মানচিত্র তুলে ধরা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন-প্রথম কনিষ্ক কোথায় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করেন? কোন্ চৈনিক সেনাপতির কাছে তিনি পরাজিত হন, তার সভাকবির নাম কী ছিল, তার সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ইত্যাদি। শিক্ষক / শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	নবায়নের জন্য— 1. অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে যেমন—প্রথম কনিষ্ক কীভাবে কুষাণ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। 2. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা যেমন— বৌদ্ধধর্মের প্রতি কনিষ্কের অনুরাগ এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি তার সহনশীলতা প্রসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যেমন— কাকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুরোধা বলা হয়? কোন্ চৈনিক সেনাপতির কাছে কনিষ্ক পরাজিত হন? কবে থেকে তিনি শকাব্দ শুরু করেন? কোথায় তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন করেন? পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহদান করবেন। শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন। পাঠদানের সময় শিক্ষক Integrated Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: আজকের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা হল নিম্নরূপ— বিম কদফিসেসের পর প্রথম কনিষ্ক সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। সিংহাসন আরোহণের সময় 78 খ্রিস্টাব্দে তিনি শকাব্দ শুরু করেন। তার সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে সাঁচি এবং পূর্বে বারাণসী থেকে পশ্চিমে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যজয় অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। ঐতিহাসিক স্মিথ-এর মতে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি 'দ্বিতীয় অশোক'-এর ভূমিকা পালন করেন। কণিষ্ক সাহিত্য ও শিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে উদ্ভূত 'গান্ধার শিল্প' চরম শিখরে ওঠে, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র তার রাজসভা অলংকৃত করতেন।

মূল্যায়ন: এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

1. কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কী? (জ্ঞানমূলক)
2. কোন্ চৈনিক সেনাপতির কাছে কনিষ্ক পরাজিত হন? (জ্ঞানমূলক)
3. কনিষ্ককে কেন 'গুপ্ত নবজাগরণের পুরোধা' বলা হয়? (বোধমূলক)
4. সম্রাট হিসেবে কনিষ্ক ও অশোকের তুলনামূলক আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক)
5. বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি বিধানের জন্য কনিষ্ক কী কী করেছিলেন? (বোধমূলক)
6. কবে থেকে শকাব্দ চালু হয়? (জ্ঞানমূলক)

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল—

1. 'কনিষ্কের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রণোন্মাদনা ও অশোকের ধর্মীয় উদ্দীপনার এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়।' তুমি কি এই মত সমর্থন করো? তোমার মতামত জানাও।
2. বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কনিষ্কের ভূমিকার মূল্যায়ন করো।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : ষষ্ঠ বিভাগ : ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	**বিষয়** : ইতিহাস **একক** : সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন **উপ-একক** : 1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য 2. অশোক 3. প্রথম কনিষ্ক 4. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী* 5. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। ❖ সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে। ❖ নাসিক প্রশস্তি কার লেখা তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠার নাম কী? ❖ সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম কী? ❖ নাসিক প্রশস্তির রচয়িতা কে?

আজকের পাঠ ঘোষণা: উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ "সাতবাহন সাম্রাজ্য গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অবস্থান নির্ণয়' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	মৌর্যসম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মৌর্য আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এই ধ্বংসস্তূপের উপর সাতবাহন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, সেই সাম্রাজ্যকে সুশাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কীভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করতে পারবে।
বিশেষ উদ্দেশ্য: • জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	 ❖ সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? ❖ নানাঘাট শিলালিপি কার লেখা?

❖ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মায়ের নাম কী?

❖ সাতবাহনদের রাজধানীর নাম কী ছিল?

• **বোধমূলক উদ্দেশ্য:**

❖ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নিজেকে কেন 'ত্রি-সমুদ্র-তোয়-পীত-বাহন' বলে উল্লেখ করতেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

❖ নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে কেন 'সাতবাহন-কুল-যশ প্রতিষ্ঠানকর' বলা হয়েছে তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

• **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:**

❖ দক্ষিণ ভারতের অধিপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সঙ্গে উত্তর ভারতের অধিপতি হর্ষবর্ধনের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।

❖ প্রথম সাতকর্ণী ও গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সাদৃশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।

• **বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**

❖ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্য জয়, কৃতিত্ব শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

• **সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**

❖ নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অধীনস্থ স্থানগুলি এবং তার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টিকে শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে পারবে।

• **মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:**

❖ রাজ্য বিজেতা, সুশাসক, প্রজাহিতৈষী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক ও স্থপতি হিসেবে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর কৃতিত্ব শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করতে পারবে।

• **আনুভূতিক উদ্দেশ্য:**

❖ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন তার রাজ্যজয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরাগের কথা জানতে পারবে তেমনি অন্যদিকে তার শাসনব্যবস্থা উদার মনোভাব ইত্যাদি জানতে পারবে ফলে তাদের আগ্রহ, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।

• **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:**

❖ নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর অধীনস্থ স্থান কোনগুলি তা শিক্ষার্থীরা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

❖ সাতবাহন বংশের বিভিন্ন রাজা / সম্রাটের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• মৌর্যসম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মৌর্য শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে ওঠে সাতবাহন সাম্রাজ্য। • সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। তবে এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সাতবাহনদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। • গৌতমীপুত্র রচিত নাসিক প্রশস্তি থেকে গৌতমীবলশ্রী সাতকর্ণীর রাজ্যজয়ের কথা জানা যায়। • সুশাসক, সমাজ সংস্কারক ও প্রজাহিতৈষী গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী উদার মনোভাবাপন্ন শাসক ছিলেন এবং এই বংশের উন্নতি বিধানের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।	গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্যজয় ও তার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে জানার জন্য আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানার জন্য আবিষ্কার পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ছবি এবং তিনি যেসব অঞ্চল জয় করেন তার একটি তালিকা তুলে ধরা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন-সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মায়ের নাম কী? কোন্ শিলালিপি থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্যজয় সম্পর্কে জানা যায়? সাতবাহন বংশের অন্য দুজন রাজার নাম কী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি। শিক্ষক / শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	নবায়নের জন্য— 1. অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে যেমন—গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে কেন 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলা হয়েছে। 2. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা যেমন— গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্যজয় ও বিভিন্ন গুণাবলি আলোচনা করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকার যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যেমন—সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? তারা কোন্ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? কবে সাতবাহন শাসন শেষ হয়ে যায়? পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহদান করবেন শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন। পাঠদানের সময় শিক্ষক সর্বদা Integrated Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা যা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা হল নিম্নরূপ—
মৌর্য সাম্রাজ্যের পর দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল। সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। তবে এই কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সময়ে সাতবাহনরা তাদের লুপ্ত গৌরব ফিরে পায়। তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন কৃষ্ণা উপত্যকা থেকে কাথিয়াওয়াড় এবং বেরার থেকে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'সাতবাহন-কুল-যশ: প্রতিষ্ঠানকর' বলা হয়েছে। এছাড়া তাঁকে 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। গৌতমীপুত্র নিজেকে 'ত্রি-সমুদ্র-তোয়-পীত-বাহন' বলে উল্লেখ করতেন। কেবলমাত্র রাজাবিজেতা হিসেবেই নয়-সুশাসক, প্রজাহিতৈসী, সমাজ সংস্কারক ও স্থাপতি হিসাবেও তিনি স্মরণী, ব্রাহ্মন্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন।

মূল্যায়ন: এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

1. সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞানমূলক)
2. সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? (জ্ঞানমূলক)
3. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে কেন সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা হয়? (বোধমূলক)
4. দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ও হর্ষবর্ধনের তুলনামূলক আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক)
5. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে কেন 'সাতবাহন-কুল-যশ প্রতিষ্ঠানকর' বলা হয়েছে? (বোধমূলক)

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল—

1. দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে শকসাতবাহন লড়াইয়ের পিছনে মূল কারণ কী ছিল?
2. সাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর কৃতিত্ব আলোচনা করো।
3. সাতবাহন বংশের বিভিন্ন রাজার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : ষষ্ঠ বিভাগ : ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	**বিষয়** : ইতিহাস **একক** : সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন **উপ-একক** : 1. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য* 2. অশোক 3. প্রথম কনিষ্ক 4. গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী 5. প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ শিক্ষার্থীরা মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলতে পারে। ❖ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। ❖ কোন্ গ্রিকদূত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় এসেছিলেন শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ❖ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? ❖ কোন্ গ্রিকদূত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় এসেছিলেন?

আজকের পাঠ ঘোষণা: উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সাম্রাজ্য বিস্তার ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	নন্দদের সময়ে উত্তর ভারতে মগধের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তোলেন। কৌটিল্য বা চাণক্যর সাহায্যে কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ নন্দরাজা ধননন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা পাবে।
বিশেষ উদ্দেশ্য: • জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	❖ কত খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে বসেন? ❖ গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থটির নাম কী? ❖ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে কোন্ ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন?

- আলেকজান্ডারের সেনাপতির নাম কী?

- **বোধমূলক উদ্দেশ্য:**
  - কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে?
  - সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কেন সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে?
- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো আর কোন্ ভারতীয় সম্রাট বিদেশিদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিক থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সমুদ্রগুপ্তের সাদৃশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
- **বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্যক্তিগত জীবন, তার শাসনব্যবস্থা ও তার রাজ্যের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- **সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবিস্তার সংক্ষেপে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করতে পারবে।
- **মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে ভারতে বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তার কৃতিত্ব শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- **অনুভূতিক উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যেমন একদিকে তার সামরিক প্রতিভা এবং বিদেশি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তার সাফল্যের কথা জানতে পারবে তেমনি কীভাবে তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন তা জানতে পারবে ফলে তাদের আগ্রহ, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।
- **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:**
  - চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা একটি মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।
  - মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি শিক্ষার্থীরা একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে শিক্ষার্থীরা একটি চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ বংশের শেষ সম্রাট ধননন্দকে পরাজিত করে 324 B C-তে মগধে মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাকে সাহায্য করেছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চাণক্য বা কৌটিল্য। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র থেকে তৎকালীন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জানা যায়। • গ্রিকদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় এসেছিলেন। তার গ্রন্থের নাম 'ইন্ডিকা'। 300 B.C. তে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ বেলাগোলা নামক স্থানে অনশন করে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি প্রথম ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ ও রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে জানার জন্য আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বলার সময় শিক্ষক / শিক্ষিকা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছবি এবং তিনি যেসব অঞ্চল জয় করেন তার একটি তালিকা মানচিত্র তুলে ধরা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কবে সিংহাসন আরোহণ করেন, তার প্রধানমন্ত্রীর নাম কী, কোন্ বিদেশির বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যলাভ করেন, কোন্ গ্রিক দূত তার রাজসভায় এসেছিলেন ইত্যাদি শিক্ষক/ শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	নবায়নের জন্য— 1. অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে যেমন— কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিদেশি শক্তির মোকাবিলা করেন? 2. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা যেমন— ভারতে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এবং তার সামরিক প্রতিভা প্রসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন যেমন— চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মায়ের নাম কী? কবে তিনি সিংহাসনে বসেন? পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহদান করবেন। শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন। পাঠদানের সময় সর্বদা শিক্ষক Integrated Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: আজকের পাঠ শিক্ষার্থীর যা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা হল নিম্নরূপ—
324 খ্রিস্টাপূর্বাব্দে শেষ নন্দরাজা ধননন্দকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যা মৌর্য সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। অসাধারণ রণনৈপুণ্যের অধিকারী চন্দ্রগুপ্ত কূটনীতি বিশেষজ্ঞ চাণক্য বা কৌটিল্যের সাহায্যে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' থেকে তার সাম্রাজ্যে বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়।
সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রিকদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিরোধ বাধে। ওই অঞ্চলের শাসক ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাস নিকেটর। তার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ একটি চুক্তির মাধ্যমে মিটে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের।

মূল্যায়ন: এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—
1. মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞানমূলক)
2. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? (জ্ঞানমূলক)
3. কেন সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ ঘটেছিল? (বোধমূলক)
4. বিদেশিদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও স্কন্দগুপ্তের তুলনামূলক মূল্যায়ন করো (প্রয়োগমূলক)
5. গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থটির নাম কী? (জ্ঞানমূলক)
6. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন? (বোধমূলক)

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল—
1. তুমি কি মনে করো যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই যথার্থভাবে সার্বভৌম রাজশক্তির বা রাজ চক্রবর্তীর আদর্শ স্থাপন করেছিলেন?
2. চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : ষষ্ঠ বিভাগ : ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	**বিষয়** : ইতিহাস **একক** : ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: সহযোগিতা ও বিদ্রোহ **উপ-একক** : 1. সতীদাহ রদ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন 2. ডিরোজিয়ো ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারীদিবস 3. ধর্ম সংস্কার: ব্রম্ম আন্দোলন ও হিন্দু পুনরুজ্জীবন 4. মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রক্রিয়া: আলিগড় আন্দোলন

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ শিক্ষার্থীরা সামাজিক কুসংস্কারগুলির উদাহরণ দিতে পারে। ❖ সমাজসংস্কারক ও সমাজসংস্কার সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরতে পারে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ একটি সামাজিক কুসংস্কারের উদাহরণ দাও। ❖ সমাজসংস্কারক কাদের বলা হয়? ❖ সতী কাদের বলা হয়?

আজকের পাঠ ঘোষণা: 'সতীদাহ রদ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন' আজকের পাঠ ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	উনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ভারতীয়দের অনেকেই সমাজসংস্কারের কাজে উদ্যোগী হন। বাংলায় ওই আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কত খ্রিস্টাব্দে সমাজসংস্কার আন্দোলন হয়েছিল? রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার নীতি কেমন ছিল? সতীদাহ প্রথা কে কত খ্রিস্টাব্দে আইন করে বন্ধ করেন। হিন্দু বিধবা বিবাহ কার প্রচেষ্টায় হয়। হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন কত খ্রিস্টাব্দে জারি হয়? সে

সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করবে ও রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

- **জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ লর্ড ওয়েলেসলি কত খ্রিস্টাব্দে সাগরে কন্যা সন্তান ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - ❖ 'সতীদাহ প্রথা' কত খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধকরণ হয় তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - ❖ কাদের উদ্যোগে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন পাস হয়, তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - ❖ 'হিন্দু পুনর্বিবাহ আইন' কত খ্রিস্টাব্দে পাস হয় তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
- **বোধমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ সতীদাহপ্রথার নিষিদ্ধকরণ গুরুত্ব শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে?
  - ❖ সতীদাহপ্রথা কী সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কেন বিধবাবিবাহ আইনের প্রয়োজন হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- **প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ রামমোহন রায়ের 'সমাজসংস্কার' সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  - ❖ সতীদাহপ্রথা নিবারণ ও হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইনের গুরুত্ব শিক্ষার্থীরা তু লনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  - ❖ বিধবা পুনর্বিবাহ আন্দোলনের তাৎপর্য শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
  - ❖ ঈশ্বরচন্দ্র কেন বিধবা পুনর্বিবাহ প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার নীতির মধ্যে মিল ও অমিল কোথায় তা শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

- **বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ সমাজসংস্কারক আন্দোলনে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে। রামমোহন কীভাবে 'সতীদাহ' বিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে। 'সতীদাহ' নিবারণ আইন পাস হওয়ার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- **সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ সতীদাহপ্রথা নিবারণ আইন প্রণীত হলে ও বিধবাবিবাহ আইন পাস হওয়ার ফলে সংশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। নতুন ধারায় নারী উন্নয়ন ঘটতে থাকে।
- **আনুভূতিক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। যুক্তি সম্মত বিচারের সাহায্যে তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার কথা বলেছিলেন রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথার নিষিদ্ধকরণে তাঁর উদ্যোগ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় জেনারেল ডালহৌসি 'বিধবাবিবাহ আইন' 'Article XV' জারি হয়। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কতটা আগ্রহ হল এবং তারা সে সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করতে পারবে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সাহসিকতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হবে।
- **দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:**
  - ❖ শিক্ষার্থীরা সমাজসংস্কার আন্দোলনকারীদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
  - ❖ সমাজসংস্কার আন্দোলনের কারণগুলি চার্টের মাধ্যমে দেখাতে পারবে।
  - ❖ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ছবি অঙ্কন করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• 1803 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি সাগরে সন্তান ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করেন। বহু ভাষাবিদ, হিন্দুধর্মসহ বহু ধর্মের সার জানা মানুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ঘোষণা করেন হিন্দুসমাজে জাতপাত অস্পৃশ্যতা মানবতা বিরোধী, সতীদাহপ্রথা শুধুমাত্র নিষ্ঠুর নয়, তা শাস্ত্র বিরোধী। লর্ড বেন্টিঙ্ক 1829 খ্রিস্টাব্দে 4 ডিসেম্বর সতীদাহ-বিরোধী আইন পাস করেন। তিনি আরও বলেন নারী মুক্তিতেই দেশের মুক্তি। নারীর কল্যাণই দেশের কল্যাণ। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি, কাত্যায়নস্মৃতি, ব্যাসস্মৃতি প্রভৃতি পড়ে দেখান যে,পৈতৃক	বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে Feed back পাবেন। রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার নীতি আলোচনার	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: চার্ট, মানচিত্র, রামমোহনের ছবি, সময়রেখা, মডেল ইত্যাদি বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: উন্নতমানের সুযোগ থাকলে আধুনিক মানের প্রযুক্তি	শিক্ষক সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রদর্শকদের নাম কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন। এবং সতীদাহ ও বিধবা পুনর্বিবাহ আইনের সময়কাল কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন। যেমন— রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, ডিরোজিয়ো। সতীদাহ প্রথা রদ হয়	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে— 1. রামমোহন রায় কেন ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন? 2. কোন্ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে সতীদাহ প্রথা রদ হয়? 3. কোলকাতায় নারী শিক্ষার জন্য প্রথম বিদ্যালয় কে স্থাপন করেন? 4. সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। সমন্বয় পাঠদানের	শিক্ষণের জন্য শিক্ষক পাঠ আলোচনা করবেন। এটি হল উপস্থাপনের স্তর। একটি স্তরে থাকে বিষয় সংক্রান্ত ধারণা, অপরটি হল পদ্ধতি (Method)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহযোগিতা আদায় করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবেন। শিক্ষার্থী কতটা বিষয় আয়ত্ত করেছে তা দেখবেন। শিক্ষকের শিক্ষণ ক্ষেত্রে যে সব উপকরণগুলি ব্যবহার করবেন শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা কোম্পানি শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় হিন্দু সমাজে যে কুসংস্কারগুলি ছিল তা দূর করার জন্য কোম্পানির শাসকগণ বিভিন্ন আইন পাস করে। সেই সব আইন শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করার এবং প্রয়োজন হলে

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত। তাঁকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ, 'আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ' ভারত পথিক বলে অভিহিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ারসাগর। 'প্রথম প্রস্তাব' নামক এক পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে বাংলার বাল্য বিধবারা অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণ হত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাবে। তিনি পরাশর স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেন যে, বিধবা বিবাহ নানা ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত। তিনি নিজ পুত্রকে বিধবা বিবাহ করান। 1856 খ্রি. লর্ড ডালহৌসি বিধবা বিবাহ আইন পাস করান।	সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান পুনরায় বিশ্লেষণ করবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা পুনঃবিবাহ আলোচনা ও ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরবেন।	ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- প্রোজেক্টর, কম্পিউটার, স্মার্ট বোর্ড, রেডিয়ো, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।	1829 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন জারি হয় 1856 খ্রিস্টাব্দে। রামমোহনকে ভারত পথিক বলা হয়। বিদ্যাসাগরকে দয়ারসাগরও বলা হয়।	সময় Integrated Approach অনুসরণ করা হবে।	সেইসব উপকরণের ব্যবহার জেনে নেবে। নবায়নের জন্য শিক্ষককৃত প্রশ্নগুলির উত্তর শিক্ষার্থীরা দেবে।	শিক্ষকের নিকট থেকে জেনে নেবে। শিক্ষক মহাশয় যেসব উপকরণগুলি ব্যবহার করবেন শিক্ষার্থীরা সেইসব উপকরণের ব্যবহার জেনে নেবে।

পাঠ সূত্রকরণ: আজকের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা আয়ত্ত করতে পেরেছে বা যা শিখেছে তা হল নিম্নরূপ—

উনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ভারতীয়দের অনেকেই সমাজ সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হন। বাংলার ওই আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি মূর্তিপুজো, পুরোহিততন্ত্র এবং বহু ঈশ্বরবাদের নিন্দা করেন। রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার পক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত 1829 খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিধবা নারীদের পুনরায় বিয়ে দেওয়া নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। 1856 খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসি হিন্দু বিধবা বিবাহআইন জারি করেন।

মূল্যায়ন: এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করা হবে—

1. কাকে ভারত পথিক বলা হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. সতীদাহ নিবারণ আইন কত খ্রিস্টাব্দে পাস হয়? (জ্ঞানমূলক)
3. হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক)
4. বিদ্যাসাগরকে কেন 'দয়ার সাগর' বলা হয়? (বোধমূলক)
5. বিধবা পুনর্বিবাহ আইন ও তার ফলাফল বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করো (প্রয়োগমূলক)
6. 'সতীদাহপ্রথা রদ' ও 'বিধবা পুনর্বিবাহ' আইনের গুরুত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। (প্রয়োগমূলক)
7. রামমোহন রায়ের মডেল তৈরি করো অথবা চিত্র অঙ্কন করো। (দক্ষতামূলক)

বাড়ির কাজ: বাড়ির কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল—

1. সমাজসংস্কার আন্দোলনে 'সতীদাহপ্রথা নিবারণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্যাখ্যা করো। (সংক্ষিপ্ত)
2. রাজা রামমোহন রায়কে 'ভারত পথিক' আখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তার সপক্ষে উত্তর দাও। (রচনাধর্মী)
3. বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্তি অঙ্কন করো। (দক্ষতাধর্মী)

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : অষ্টম বিভাগ : ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	বিষয় : ইতিহাস একক : ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র উপ-একক : 1. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 2. রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত 3. ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ রাজস্বনীতির প্রভাব 4. কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ

পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান :
- ❖ বৈদেশিক শক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
- ❖ মুঘলদের রাজস্ব নীতি শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
- ❖ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াই কাদের মধ্যে হয়েছিল তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
- ❖ বাংলাদেশকে 'রেশম বস্ত্রের ভাণ্ডার' কে বলেছেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
- ❖ ফারুখশিয়ারের ফরমান কত খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান : উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—
- ❖ ইংরেজরা বাণিজ্য করার জন্য কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসে?
- ❖ ভারতে ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল?
- ❖ আলিনগরের সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল?
- ❖ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কে দেওয়ানির অধিকার প্রদান করেন।
- ❖ দেওয়ানি লাভের প্রধান প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

আজকের পাঠ ঘোষণা : ❖ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
❖ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য : ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করার পর নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করতে পারবে।

- জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য: আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা যা পারবে।
  - চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে প্রবর্তন করেন বলতে পারবে।
  - একশালা ও পাঁচশালা বন্দোবস্তকে প্রবর্তন করেন তা বলতে পারবে।
  - রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত কোন্ অঞ্চলে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে পারবে।
  - মহলওয়ারি বন্দোবস্ত কত খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় তা বলতে পারবে।
- বোধমূলক উদ্দেশ্য
  - কেন কর্নওয়ালিস বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ভূমি রাজস্বব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
  - কী কারণে একটি সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা বোঝাতে পারবে।
- প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:
  - রায়তওয়ারি ব্যবস্থার সঙ্গে মহলওয়ারি ব্যবস্থার পার্থক্য করতে পারবে।
  - চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সঙ্গে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে।
  - চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্বব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষককুল কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারবে।
  - 1786 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্থায়ীভাবে ভূমি রাজস্বব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাতে কোন্ গভর্নর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন তা বলতে পারবে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:
  - ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভূমি রাজস্বব্যবস্থা চালু করেছিল তা একটি সুন্দর চার্টের মাধ্যমে দেখাতে পারবে।
  - ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে মহলওয়ারি ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল তা মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাতে পারবে।
- অনুভূতিমূলক:
  - ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি, সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির কৌশল, অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হবে ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।

- বিশ্লেষণমূলক:
  - শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখানে পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র অংশগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্বনীতি, পাঁচশালা বন্দোবস্ত, দশশালা বন্দোবস্ত পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি সামান্যীকরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- সংশ্লেষণাত্মক:
  - কোনো একটি ধারণা থেকে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ধারণা দান করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ, দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা, ভূমি রাজস্বনীতি প্রভৃতি থেকে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অনুমান করা হয়।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন ব্যবস্থার বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে ভূমি বন্দোবস্তের দিকে নজর দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় একসালা ও পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। পরে কর্ণওয়ালিশ 1790 খ্রিস্টাব্দে 10 ফ্রেম দশসালা বন্দোবস্ত প্রচলন করেন। যা পরে 1793 খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ নেয়। শর্তানুসারে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদাররা বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের জমিদারি শর্ত লাভ করল, কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে। উনিশ	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানার জন্য আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কোম্পানির একশালা, পাঁচশালা, দশশালা ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলার সময় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। বিশেষ উপকরণ: রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরদের তালিকা ছবি, মানচিত্র ব্যবহার করা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, সাদা বোর্ড, কম্পিউটার ইত্যাদি	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। একসালা, পাঁচসালা বন্দোবস্ত (1793 খ্রিস্টাব্দে) কর্ণওয়ালিস উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। রায়তওয়ারি 1822 খ্রিস্টাব্দে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি কৃষ্ণফলকে লেখা হবে।	নবায়নের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে— কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি করেন? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতায়ন ঘটে?	শিক্ষণের জন্য শিক্ষক পাঠ আলোচনা করবেন। এটি হল উপস্থাপনের স্তর। এই স্তরে থাকে বিষয় সংক্রান্ত অপরটি হল পদ্ধতি (Method) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহযোগিতা আদায় করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষকের নিকট থেকে শিখে নেবে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কোনো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষকের সাহায্য নেবে শিক্ষার্থীও শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়া ঘটবে।

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সুদৃঢ় হওয়ার পর প্রকৃত চাষির কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। 1822 খ্রিস্টাব্দে গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য ভারতের কিছু অংশে চালু হয় মহলওয়ারি ব্যবস্থা। এ ছাড়া ভাইয়াচারি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন ইংরেজরা।		ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ব্যবহার করা হবে।				

পাঠ সুদৃঢ়করণ: 1793 খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস বাংলা, বিহার ও ওড়িশ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে 1820 খ্রিস্টাব্দে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়। 1822 খ্রিস্টাব্দে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশ দিল্লি এবং পাঞ্জাবে মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়।

মূল্যায়ন: আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. কত খ্রিস্টাব্দে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তগুলি বিশ্লেষণ করো। (বোধমূলক)
3. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে মহলওয়ারি ব্যবস্থার পার্থক্য করে দেখাও। (প্রয়োগমূলক)
4. রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কোন্ কোন্ অঞ্চলে চালু করা হয়েছিল তা মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাও। (দক্ষতামূলক)

বাড়ির কাজ: আজকের পাঠ সম্পাদনের পর শিক্ষক মহাশয় কিছু গৃহকাজ দেবেন। যেমন—

1. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার সাধারণ কৃষক সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
2. রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের মধ্যে সাধারণ চাষির কাছে কোন্‌টির গ্রহণযোগ্যতা বেশি ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করোক।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম :	বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : অষ্টম	একক : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন
বিভাগ :	
ছাত্রসংখ্যা :	উপ-একক :
গড় বয়স :	1. মহাত্মা গান্ধি: অহিংসা সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ ভাবনা
সময় :	2. মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলন
তারিখ :	3. অহিংস অসহযোগ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন: মহাত্মা গান্ধি বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিবর্তন
শিক্ষকের নাম :	

আজকের পাঠ : মহাত্মা গান্ধি: সত্যাগ্রহ অহিংসা ও স্বরাজ ভাবনা

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

পূর্বজ্ঞান :	❖ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম বলতে পারে। ❖ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে। ❖ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের কার্যকলাপ তারা ব্যাখ্যা করতে পারে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান :	উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে— ❖ কত খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ❖ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? ❖ কোথায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভা বসেছিল? ❖ জাতীয় কংগ্রেসের দুজন নরমপন্থী নেতার নাম বলো।

আজকের পাঠ ঘোষণা : পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ— "মহাত্মা গান্ধি: সত্যাগ্রহ অহিংসা ও স্বরাজ ভাবনা" ঘোষণা করা হবে।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য :	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী 1919 খ্রিস্টাব্দে। ওই বছর 'জাতির জনক' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (1869-1948) জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল সত্যাগ্রহ। প্রখ্যাত রুশ লেখক লিও টলস্টয়ের (Leo Tolstoy) 'Kingdom of God' (ঈশ্বরের রাজ্য) এবং খ্যাতনামা লেখক রাসকিনের (Ruskin) 'Unto the last' (শেষ পর্যন্ত) গ্রন্থ দুটি পড়ে গান্ধিজি যে নতুন পথের সন্ধান পান তারই পরিণতি 'সত্যাগ্রহ'। 'সত্য' ও 'আগ্রহ' এই দুটি শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ। এর অর্থ সত্যে অবিচল থাকা।

গান্ধিজি মনে করতেন— "মনুষ্য জাতির ধর্মই হল অহিংসা, আর হিংসা হল পশু জাতির ধর্ম।"

সত্যাগ্রহী আপন আত্মার শক্তি ও প্রেমের সাহায্যে শত্রুকে জয় করবে। প্রতিপক্ষের আঘাত সহ্য করে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করে সত্যাগ্রহী শত্রুপক্ষের চিত্তে পরিবর্তন সাধন করবে।

গান্ধিজির স্বরাজ ভাবনা 1909 খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু স্বরাজ' নামক রচনায় শুধু রাজনৈতিক স্বরাজ নয়, ভারতীয় সমাজ হবে চাষিদের মতো সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শের সঙ্গে খাদির পোশাক ও চরকা কাটার কর্মসূচি ও যুক্ত হয়েছিল। যন্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতার প্রতিই গান্ধির বিরোধিতা দেখা যায় হিন্দ স্বরাজের আলোচনায়।

বিশেষ উদ্দেশ্য :

- জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য :
  - দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ ও প্রবাসী ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বৃত্তান্ত শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - 'জাতির জনক' সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - 'সত্যাগ্রহ' নীতি কাকে বলে তা শিক্ষার্থীরা জেনে বলতে পারবে।
  - গান্ধিজিকে 'মহাত্মা' যিনি অভিহিত করেছেন শিক্ষার্থীরা তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
- বোধমূলক উদ্দেশ্য :
  - গান্ধিজি কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - 'সত্যাগ্রহ'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - 'অহিংস' নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - 'হিন্দ স্বরাজ' শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:
  - কংগ্রেসের আদি লক্ষ্য ও কর্মসূচির ও মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়, তা শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
  - কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বৈসাদৃশ্য শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
  - 'সত্যাগ্রহ' ও 'খিলাফত' আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
- আনুভূতিক উদ্দেশ্য:
  - জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাঁর অহিংস নীতি, স্বদেশ প্রেম, কর্মের প্রতি ভালোবাসা, বুনিয়াদি শিক্ষার ধারণা লাভ করবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গান্ধিজিকে আরও জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য :
  - মহাত্মা গান্ধি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে যেসব আন্দোলন করেছিলেন, শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করতে পারবে।
  - গান্ধিজির বহুমুখী প্রতিভার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
• মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলি ক্রমে গণ আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। • প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914-1919 খ্রিস্টাব্দ)চলাকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধির পটভূমিকা ও বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করেছেন। • অহিংসা নীতি, নিবিড় শ্রমভিত্তি শিল্প ও যন্ত্রনির্ভর শিল্পের বিরোধিতা করেন। • আত্মশক্তিতে ও কর্মক্ষমতা বলীয়ান হয়ে প্রতিটি ব্যক্তি আত্মমর্যাদা, সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার অধিকারী। • বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজিকে 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করেন।	মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন গণ আন্দোলনের পদ্ধতিটি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে জানার জন্য আলোচনা করা হবে। 'সত্যাগ্রহ' নীতি কী— এইভাবে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধিজির বহুমুখী চিন্তাধারা সম্পর্কে বলার সময় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। **বিশেষ উপকরণ:** রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। ছবি, ট্রি-চার্ট, মানচিত্র ব্যবহার করা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে প্রোজেক্টর, কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তারিখ, গান্ধিজির ভারতে ফিরে আসা, সত্যাগ্রহ, অহিংস নীতি, স্বরাজ প্রভৃতির ব্যাখ্যা শিক্ষক/ শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	নবায়নের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে— কীভাবে মহাত্মা গান্ধির আপামর ভারতবাসীর মন জয় করেন? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তায় গান্ধিজির বহুমুখী প্রতিভা বর্ণনা প্রসঙ্গে শিক্ষকও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।		

পাঠ সুদৃঢ়করণ: দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি— অহিংস আন্দোলন— সত্যাগ্রহ— স্বরাজ ভাবনা, এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পূর্ণ পাঠটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পুনরায় তুলে ধরা হবে।

শিক্ষার্থীরা গান্ধিজির বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে যথাযথভাবে ধারণা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পাঠ সুদৃঢ়করণ পর্বে কিছু সারাংশমূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করা হবে। যেমন— গান্ধিজি যেসব লেখকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাদের পরিচয় দাও।

মূল্যায়ন:

1. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল? (জ্ঞানমূলক)
2. গান্ধিজির প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম কী? (জ্ঞানমূলক)
3. মহাত্মা গান্ধিকে কেন 'জাতির জনক' বলা হয়? (বোধমূলক)
4. মহামতি লেনিনের সঙ্গে গান্ধিজির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা বলো। (প্রয়োগমূলক)

বাড়ির কাজ:

1. গান্ধিজি আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যে যে নীতিগুলি প্রয়োগ করেন তার তালিকা তৈরি করো।
2. মহাত্মা গান্ধিজি ভারতে যেসব আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম: শ্রেণি : অষ্টম বিভাগ : ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	বিষয় : ইতিহাস একক : ব্রিটিশরাজ ও ভারতের অর্থনীতি উপ-একক: 1. নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা 2. দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়

আজকের পাঠ : নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

পূর্বজ্ঞান:	❖ 1765 খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। ❖ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একে একে ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল করায়ত্ত করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে। ❖ ইংরেজরা তাদের শাসনব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাসন, বিচার, পুলিশ প্রভৃতির সংস্কার সাধন করে, শিক্ষার্থীরা বলতে পারে। ❖ 1772 খ্রিস্টাব্দে 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' এবং 1777 খ্রিস্টাব্দে 'একশালা বন্দোবস্ত' বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা আছে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	উপরোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে— ❖ কত খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। ❖ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? ❖ 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' কে প্রবর্তন করেন?

আজকের পাঠ ঘোষণা: পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করার পর নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা একটি সামগ্রিক ধারণা আয়ত্ত করতে পারবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

• জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা যা পারবে— ❖ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন তা বলতে পারবে। ❖ একশালা ও পাঁচশালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন তা বলতে পারবে। ❖ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত কোন্ অঞ্চলে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে পারবে। ❖ মহলওয়ারি বন্দোবস্ত কত খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় তা বলতে পারবে।
• বোধমূলক উদ্দেশ্য:	❖ কেন কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ❖ ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে। ❖ কী কারণে একটি সুষ্ঠ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা বোঝাতে পারবে।
• প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:	❖ রায়তওয়ারি ব্যবস্থার সঙ্গে মহলওয়ারি ব্যবস্থার পার্থক্য করতে পারবে। ❖ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সঙ্গে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে। ❖ চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষককুল কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা বর্ণনা দিতে পারবে। ❖ 1786 খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্থায়ীভাবে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাতে কোন্ গভর্নর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন তা বলতে পারবে।
• অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য:	❖ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে অবগত হবে ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে।
• দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:	❖ ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল তা একটি সুন্দর চার্টের মাধ্যমে দেখাতে পারবে। ❖ ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে মহলওয়ারি ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয়েছিল তা মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃত্যফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন ব্যবস্থার বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে ভূমি বন্দোবস্তের দিকে নজর দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় একশালা ও পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। পরে কর্নওয়ালিশ 1790 খ্রিস্টাব্দে 10 ফেব্রুয়ারি দশশালা বন্দোবস্ত প্রচলন করেন। যা পরে 1793 খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপ নেয়। শর্তানুসারে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদাররা বংশানুক্রমিকভাবে তাদের জমিদারি শর্ত লাভ করল। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হবে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সুদৃঢ় হওয়ার পর প্রকৃত চাষির কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। 1822 খ্রিস্টাব্দে গাঙ্গেয় উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্য ভারতের কিছু অংশে চালু হয় মহলওয়ারি ব্যবস্থা। এ ছাড়া ভাইয়াচারি ব্যবস্থা নামে এক প্রকার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিল ইংরেজরা।	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানার জন্য আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কোম্পানির একশালা, পাঁচশালা, দশশালা ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা সম্পর্কে বলার সময় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। **বিশেষ উপকরণ:** রঙিন চক ব্যবহার করা হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নরদের তালিকা, ছবি, মানচিত্র ব্যবহার করা হবে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার: সুযোগ থাকলে প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, সাদা বোর্ড, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 1793 খ্রিস্টাব্দে। কর্নওয়ালিস উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। রায়তওয়ারি। 1822 খ্রিস্টাব্দ। মহলওয়ারি। ভাইয়াচারি।	নবায়নের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে, যেমন—কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয় করেন? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তার আলোচনা করা হবে।		

পাঠ সুদৃঢ়করণ : 1793 খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস বাংলা, বিহার ও ওড়িশার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে 1820 খ্রিস্টাব্দে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়। 1822 খ্রিস্টাব্দে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং পাঞ্জাবে মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়।

মূল্যায়ন : আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. কত খ্রিস্টাব্দে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তগুলি বিশ্লেষণ করো। (বোধমূলক)
3. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে মহলওয়ারি ব্যবস্থার পার্থক্য করে দেখাও। (প্রয়োগমূলক)
4. রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কোন্ কোন্ অঞ্চলে চালু করা হয়েছিল তা মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাও। (দক্ষতামূলক)

বাড়ির কাজ : আজকের পাঠ সম্পাদনের পর শিক্ষক মহাশয় কিছু গৃহকাজ দেবেন।

1. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার কৃষক সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।
2. রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্তের মধ্যে সাধারণ চাষির কাছে কোন্‌টির গ্রহণযোগ্যতা বেশি ছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : একাদশ ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	বিষয় : ইতিহাস একক : রাজনৈতিক বিবর্তন: শাসনকার্য ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা উপ-একক : *1. গ্রিস পলিস 2. জনপদ ও মহাজনপদ সম্পর্কিত ধারণা 3. সাম্রাজ্য ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা 4. মৌর্য সাম্রাজ্য 5. ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্য 6. গুপ্ত সাম্রাজ্য 7. রোমান সাম্রাজ্য 8. মোনোস সাম্রাজ্য 9. অটোমান সাম্রাজ্য

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:	❖ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে। ❖ নগর বলতে কী বোঝায় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে। ❖ অ্যারিস্টট্‌ল কোন্ দেশের নাগরিক ছিলেন শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে। ❖ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দে ডোরিয়ান উপজাতি কোন্ দেশে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:	❖ রাষ্ট্র বলতে কী বোঝো? ❖ নগর বলতে কী বোঝো? ❖ অ্যারিস্টট্‌ল কোন্ দেশের নাগরিক ছিলেন? ❖ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 1000 অব্দে ডোরিয়ান উপজাতি কোন্ দেশে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল?

আজকের পাঠ ঘোষণা: পূর্বোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'গ্রিস পলিস' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য:	গ্রিস পলিস বলতে কী বোঝায়? পলিসের উদ্ভব কবে হয়, এই পলিস প্রতিষ্ঠার মূলে কী কী কারণ কাজ করেছিল, পলিসের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় কী কী বিষয় উঠে আসে এবং শেষ পর্যন্ত এই পলিসের পতনের কারণই বা কী ছিল— সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেমন জ্ঞানার্জন করবে এবং এই সকল বিষয়সমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীরা বলতেও পারবে।
বিশেষ উদ্দেশ্য:	
• জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:	❖ পলিস কথার অর্থ কী শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ❖ বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য প্রাচীন গ্রিসের পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত শক্তিশালী কেন্দ্রটির নাম শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ❖ গ্রিসের গণতান্ত্রিক ও অভিজাততান্ত্রিক পলিসের শেষ দুটি উদাহরণের নাম শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ❖ এথেন্স ও স্পার্টার ক্রীতদাসরা কী নামে পরিচিত ছিল শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ❖ পলিসগুলিতে জনগনের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলিকে বলা হত কী শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ❖ কাদের আক্রমণে কোন্ সময় পলিসগুলির পতন ঘটে শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
• বোধমূলক উদ্দেশ্য:	❖ গ্রিসের পলিসগুলির প্রতিষ্ঠার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ❖ গ্রিস পলিসগুলির বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ❖ গ্রিস পলিসগুলির পতনের কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
• প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:	❖ প্রাচীন গ্রিস পলিসগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা সম্পর্কে গ্রিক পণ্ডিতদের অভিমত এবং বাস্তব পরিসংখ্যানের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে। ❖ পলিস প্রতিষ্ঠার পূর্বে গ্রিসের রাজনৈতিক সংগঠন এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে তুলনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
• বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:	❖ গ্রিস পলিসের উত্থানের ধারাবাহিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।

- সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য : ❖ গ্রিস পলিসের ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে।
- মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য: ❖ গ্রিস পলিসের প্রশাসন জনগণের ভূমিকার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- অনুভূতিকমূলক উদ্দেশ্য: ❖ গ্রিস পলিস সম্পর্কে জানতে গিয়ে একদিকে শিক্ষার্থীরা যেমন এর উদ্ভব, অগ্রগতি এবং প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে অবগত হবে তখনই পলিসগুলির শাসন কাঠামো, জনসংখ্যা, ধর্মীয় দিক অর্থাৎ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবগত হবে পাশাপাশি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পলিসগুলি কেন পতনের দিকে এগিয়ে যায় সেই সম্পর্কেও ধারণা লাভ করবে ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রিস পলিস সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। গ্রিস পলিস সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিশ্বের প্রাচীন একটি সভ্যতার নগর কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধি করতেও শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করবে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য : ❖ প্রাচীন গ্রিসের মানচিত্রে বিভিন্ন পলিসের অবস্থান শিক্ষার্থীরা নির্দেশ করতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
ডোরিয়ান বিজয়ের পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে স্বাধীন ও শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এইগুলি পলিস নামে পরিচিত। গ্রিকদের মানসিকতা, গ্রিস ভূখণ্ডগুলি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং তারই সূত্র ধরে অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কারণে এই পলিসের উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্রায়ন, জনসংখ্যা, জনগণের নাগরিক ও অনাগরিক শ্রেণিতে বিভাজন, জনগণের প্রত্যক্ষ শাসন প্রভৃতি ছিল গ্রিস পলিসগুলির বৈশিষ্ট্য। তবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ম্যাসিডনের আক্রমণের প্রতিরোধে পলিসগুলি ব্যর্থ হয়, ফলে একে একে পলিসগুলির পতন ঘটে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যাসিডনের আধিপত্য।	●গ্রিসপলিসগুলি সম্পর্কে সূচনা করবার আগে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন এবং এরপর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে গ্রিস পলিসের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করবেন। ●এরপর শিক্ষক আলোচনা এবং বক্তৃতা পদ্ধতি একসঙ্গে অনুসরণের মাধ্যমে পলিসগুলির বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। ●সর্বশেষ পর্যায়ে শিক্ষক পলিসগুলির পতনের কারণ ব্যাখ্যার সময় প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার মাধ্যমে পাঠটি পুনরায় বিশ্লেষণ করবেন।	**সাধারণ উপকরণ:** চক, ডাস্টার, পাঠ্যবই, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি **বিশেষ উপকরণ:** চার্ট, গ্রিসের মানচিত্র, গ্রিস পলিসের ছবি, ইত্যাদি **মাল্টি- মিডিয়ার ব্যবহার:** সুযোগ থাকলে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি যেমন— ডোরিয়ান উপজাতি, গ্রিস বিজয়ের সময়কাল, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পলিসের নাম, পলিসের কয়েকজন দেবদেবীর নাম, কোন্ সময়ে কাদের আক্রমণে পলিসগুলির পতন ঘটে ইত্যাদি শিক্ষক মহাশয় সুন্দরভাবে কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে— 1. ডোরিয়ান বিজয় পলিস প্রতিষ্ঠার মূলে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে? 2. এথেন্সের শাসন কাঠামোয় কতটা গণতান্ত্রিক চরিত্র লক্ষ করা যায়? 3. গ্রিসের বাণিজ্যিক উন্নতি কীভাবে পলিসগুলির পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল? পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষক পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নেবেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। যেমন— 1. গ্রিসের একটি গণতান্ত্রিক পলিসের উদাহরণ দাও। কাদের আক্রমণে কোন্ সময় পলিসগুলির পতন ঘটে, ইত্যাদি। পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উপায়ে, উৎসাহদান করবেন, শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন। পাঠদানের সময় শিক্ষক Integral Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: ডোরিয়ান বিজয়ের পরবর্তী সময়ে গ্রিস নগররাষ্ট্র বা পলিসের উদ্ভব—পলিস প্রতিষ্ঠার মূলে যে যে বিষয় কাজ করেছিল—গ্রিস পলিসগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ—খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিস পলিসগুলির পতনের কারণ এইভাবে ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পূর্ণ পাঠটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পুনরায় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে।

পলিসের উদ্ভব, প্রতিষ্ঠার কারণ, বৈশিষ্ট্যসমূহ ও পতনের কারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ধারণা লাভ করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করবার জন্য পাঠ সুদৃঢ়করণ পর্বে শিক্ষার্থীদের কিছু সারাংশমূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করা হবে যেমন— গ্রিক পলিসগুলির বৈশিষ্ট্য কি সত্যিই তাকে স্বাতন্ত্র্যতা এনে দিয়েছিল?

মূল্যায়ন: আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. পলিসগুলিতে জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলিকে কী বলা হত? (জ্ঞানমূলক)
2. গ্রিসের অভিজাততান্ত্রিক একটি পলিসের নাম উল্লেখ করো। (জ্ঞানমূলক)
3. গ্রিসের পলিসের যে-কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। (বোধমূলক)
4. পলিস প্রতিষ্ঠার পূর্বে গ্রিসের রাজনৈতিক সংগঠন ও পরের রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে তুলনা করো। (প্রয়োগমূলক)

বাড়ির কাজ:

1. খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিস পলিসগুলির পতনের কারণ ব্যাখ্যা করো। (রচনাধর্মী ও বোধমূলক)
2. প্রাচীন গ্রিসের একটি মানচিত্রে পলিসগুলির অবস্থান নির্দেশ করো। (দক্ষতামূলক)

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম : **শ্রেণি** : দ্বাদশ **ছাত্রসংখ্যা** : **গড় বয়স** : **সময়** : **তারিখ** : **শিক্ষকের নাম** :	**বিষয় :** ইতিহাস **একক :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উপনিবেশসমূহ **উপ-একক :** 1. লিনলিথগো প্রস্তাব 2. ক্রিপস প্রস্তাব 3. ভারত ছাড়ো আন্দোলন 4. আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষ চন্দ্র বসু 5. নৌবিদ্রোহ 6. ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে রাজাজি সূত্র, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও 1946-এর নির্বাচন 7. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ক্ষমতা হস্তান্তর 8. ভারতীয় গণপরিষদের প্রেক্ষাপট ও গঠন 9. জাপান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 10. ইন্দোচিনে ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি 11. ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-এককটি

পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:

অনুমিত পূর্বজ্ঞান:

- 1942 খ্রিস্টাব্দের আগে গান্ধিজির নেতৃত্ব সংঘটিত কয়েকটি সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
- লিনলিথগো প্রস্তাব করে পেশ হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
- 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' কোথায় ও কবে স্থাপিত হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
- 'গান্ধিবুড়ি' কাকে বলা হয় শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

পরীক্ষিত পূর্বজ্ঞান:
- গান্ধিজির নেতৃত্বে সংঘটিত কয়েকটি সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নাম উল্লেখ করো যা 1942 খ্রিস্টাব্দের আগে সংঘটিত হয়।
- কত খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?
- কত খ্রিস্টাব্দে লিনলিথগো প্রস্তাব পেশ হয়?
- কত খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস প্রস্তাব পেশ হয়?
- ভারতে সর্বশেষ ব্রিটিশবিরোধী গণ আন্দোলন কোন্‌টি?

আজকের পাঠ ঘোষণা: পূর্বোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'ভারত- ছাড়ো আন্দোলন' ঘোষণা করা হল।

কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:

সাধারণ উদ্দেশ্য: ভারতছাড়ো আন্দোলন কত খ্রিস্টাব্দে কার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল, কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল অর্থাৎ এই আন্দোলনের পশ্চাতে কী কী কারণ কাজ করেছিল। আন্দোলন কোন্ কোন্ স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি যেমন— কৃষক, শ্রমিক, নারী প্রমুখেরা আন্দোলন কতটা অংশগ্রহণ করেছিল, এই আন্দোলন ব্যর্থই বা হয়েছিল কেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর গুরুত্ব কতখানি— সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করার এবং এই সকল বিষয়সমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য:

- জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলন কবে হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতার নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - গান্ধিজি সর্বপ্রথম কোন্ পত্রিকায় ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করেন শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
  - 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিটি কার শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
- বোধমূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলন কেন সংঘটিত হয় শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনকে 'গণবিপ্লব' বলার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

  - ভারতছাড়ো আন্দোলন কীভাবে ভারতের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কৃষক ও জমিদারশ্রেণির অংশগ্রহণের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
  - অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতির সঙ্গে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতির তুলনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের তাৎপর্য নির্ণয় শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে।
- মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলনে ছাত্র যুব ও মুসলিম সমাজের ভূমিকার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- অনুভূতিক উদ্দেশ্য:
  - ভারতছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন এর পটভূমি, প্রভাব, ব্যর্থতার কারণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হবে তেমনই এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে পরিচয় পাবে ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি গান্ধিজির নেতৃত্ব গুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে গান্ধিজির প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত হবে। পাশাপাশি ইংরেজদের তীব্র দমননীতি সম্পর্কে পরিচয় পাওয়ার পর ইংরেজদের প্রতি তারা বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:
  - ভারতের মানচিত্রে ভারতছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি নির্দেশ করতে শিক্ষার্থীরা পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
1942 খ্রিস্টাব্দের 9ই আগস্ট দেশজুড়ে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা, ব্রিটিশ মনোনীত দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করে। বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িশা প্রভৃতি স্থানে কৃষক, শ্রমিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এই আন্দোলন ক্রমশই পরিণত হয় গণবিপ্লবে। তবে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব, ব্রিটিশের তীব্র দখলনীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই আন্দোলনকে ক্রমশ ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। তবে ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল এই আন্দোলনেই	• ভারত ছাড়ো আন্দোলন সূচনা করার আগে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এরপর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে এই আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করবেন। • এই আন্দোলনের অগ্রগতি ও সামাজিক ভিত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির অংশগ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষক বক্তৃতা ও আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে তা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। • এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ এবং গুরুত্ব আলোচনার সময় শিক্ষক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে পাঠটি পুনরায় বিশ্লেষণ করবে।	সাধারণ উপকরণ: চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড, পাঠ্য-পুস্তক, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে। **বিশেষ উপকরণ:** চার্ট, ভারতের মানচিত্র, সময়রেখা, গান্ধিজি, মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি ইত্যাদি। **মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার:** সুযোগ থাকলে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন- ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়কাল কবে কোন্ পত্রিকায় কে প্রথম এই প্রস্তাব পেশ করেন? এই আন্দোলন কোন্ কোন্ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণি আন্দোলনে যোগ দেয় ইত্যাদি শিক্ষক মহাশয় কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে। যেমন— 1. জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা কীভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল? 2. ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াকে কতটা ত্বরান্বিত করেছিল? 3. ভারত ছাড়ো আন্দোলন বাস্তবে কি গণবিপ্লব ছিল? পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষক পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নেবেন শিক্ষার্থীদের থেকে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। যেমন— 1. কত খ্রিস্টাব্দে ভারতছাড়ো আন্দোলন ঘটে? 2. এই আন্দোলনের দুটি কারণ বলো ইত্যাদি। পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উপায়, উৎসাহদান করবেন, শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন। পাঠদানের সময় শিক্ষক Integrated Approach অনুসরণ করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

পাঠ সুদৃঢ়করণ: 1942 খ্রিস্টাব্দে ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা— এই আন্দোলনের পশ্চাতে কারণসমূহ— প্রথম থেকেই সহিংস পথে আন্দোলন পরিচালনা— বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের বিস্তার— কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুব, নারীদের অংশগ্রহণে আন্দোলনের গণচরিত্র লাভ— এই আন্দোলনে ব্যর্থতার কারণ— ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এর অবদান এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পূর্ণ পাঠটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পুনরায় তুলে ধরা হবে।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি, অগ্রগতি, সামাজিক ব্যর্থতার কারণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ধারণা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পাঠ সুদৃঢ়করণপর্বে কিছু সারাংশমূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করা হবে। যেমন— ভারত ছাড়ো আন্দোলন সত্যিই কি ব্যর্থ হয়েছিল?

মূল্যায়ন : আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. কত খ্রিস্টাব্দে ভারতছাড়ো আন্দোলন সংঘটিত হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. 'গান্ধি বুড়ি' নামে কাকে অভিহিত করা হয়? (জ্ঞানমূলক)
3. ভারতছাড়ো আন্দোলনে কৃষক শ্রেণির অবদান কতখানি ছিল? (বোধমূলক)
4. আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে নারী সমাজের অবদানের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। (প্রয়োগমূলক)

বাড়ির কাজ :

1. ভারতছাড়ো আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। (রচনাধর্মী ও বোধমূলক)
2. ভারতের মানচিত্রেরএকটি Outline অঙ্কন করে ভারতছাড়ো আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি তাতে চিহ্নিত করো। (দক্ষতামূলক)

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম :	বিষয় : ইতিহাস
	একক : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উপনিবেশসমূহ
শ্রেণি : দ্বাদশ	উপ-একক :
ছাত্রসংখ্যা :	1. লিনলিথাগো প্রস্তাব
গড় বয়স :	*2. ক্রিপস প্রস্তাব
সময় :	3. ভারতছাড়ো আন্দোলন
তারিখ :	4. আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষ চন্দ্র বসু
শিক্ষকের নাম :	5. নৌবিদ্রোহ
	6. ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে রাজাজি সূত্র, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও 1946-এর নির্বাচন
	7. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ক্ষমতা হস্তান্তর
	8. ভারতীয় গণপরিষদের প্রেক্ষাপট ও গঠন
	9. জাপান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
	10. ইন্দোচিনে ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি
	11.ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি

আজকের পাঠ : * চিহ্নিত উপ-একক

- পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:
- অনুমিত পূর্বজ্ঞান:
  - লিনলিথগো প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
  - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
  - জাতীয় কংগ্রেস কোন্ অধিবেশনে লিনলিথগো প্রস্তাব প্রত্যাখান করে শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
  - ভারতীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক লিনলিথগো প্রস্তাব প্রত্যাখান হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার কাকে ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠানো শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
- পরীমিত পূর্বজ্ঞান:
  - লিনলিথগো প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয়?

  - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয়?
  - জাতীয় কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে লিনলিথগো প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাঘাত হয়?
  - ভারতীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক লিনলিথগো প্রস্তাব প্রত্যাঘাত হবার পর ব্রিটিশ সরকার কাকে ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গো আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠান?
- আজকের পাঠ ঘোষণা:

  পূর্বোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'ক্রিপস প্রস্তাব' ঘোষণা করা হল।
- কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:
- সাধারণ উদ্দেশ্য:

  স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষে কবে ক্রিপস প্রস্তাব পেশ হয়, ক্রিপস মিশন আগমনের কারণ কী ছিল, ক্রিপস প্রস্তাবে কী কী বিষয় উল্লেখ করা হয়, ক্রিপস প্রস্তাব পেশ হওয়ার পর কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, শিখ সম্প্রদায়ের, হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া কীরূপ ছিল এবং এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই বা হয়েছিল কেন— সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করবে এবং এই সকল বিষয়সমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে।
- বিশেষ উদ্দেশ্য:
  - জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:
    - ক্রিপস প্রস্তাব কবে পেশ হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
    - ক্রিপস প্রস্তাবে কী কী বিষয় বলা হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
    - কে ক্রিপস প্রস্তাবকে একটি ভেঙে পড়া ব্যাংকের উপর ফেল পড়া এক চেক কাটার শামিল বলেছেন শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
    - কোন্ রাজনৈতিক দল ক্রিপস প্রস্তাবকে একমাত্র স্বাগত জানায় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
    - কবে ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
  - বোধমূলক উদ্দেশ্য:
    - ভারত ক্রিপস মিশন আগমনের কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- ক্রিপস প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মুসলিম লিগ, শিখ-সম্প্রদায়, হিন্দু মহাসভা কর্তৃক ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

- প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাবের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রতিক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
  - লিনলিথগো প্রস্তাব ও ক্রিপস প্রস্তাবের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাব এর প্রস্তাবিত ধারাগুলির বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাব কেন ব্যর্থ হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে।
- মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাবের বিরোধিতায় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- অনুভূতিক উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন ভারতে স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ক্রিপস মিশনের আগমনের কারণ, ক্রিপস প্রস্তাবের প্রস্তাবিত দিক এবং এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কীভাবে করা হয়েছিল তা জানতে পারবে তেমনই এই প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে অবগত হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রস্তাব সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এই প্রস্তাবের ধারাগুলি থেকে ব্রিটিশ কূটনীতির স্বরূপ শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পেরে ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য:
  - ক্রিপস প্রস্তাবের মূল ধারাগুলি চার্টের আকারে শিক্ষার্থীরা দেখাতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জটিল পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভে মরিয়া ব্রিটিশ সরকার1942 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ক্রিপস মিশনকে ভারতে পাঠায়। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তাকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে। সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার্থে স্বতন্ত্র বিধান চালু হবে প্রভৃতি বক্তব্য রাখা হয়।	ক্রিপস প্রস্তাব শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এরপর বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রিপস মিশন আগমনের কারণ ও প্রস্তাবসমূহ বলবেন। • এরপর শিক্ষক প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে এবং বক্তৃতা পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন দল, সম্প্রদায় এই প্রস্তাবে কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা ছাত্রদের জানাবেন।	**সাধারণ উপকরণ:** চক, ডাস্টার, পাঠ্যবই, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি **বিশেষ উপকরণ:** চার্ট, সময়রেখা, ক্রিপসের ছবি ইত্যাদি **মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার:** সুযোগ থাকলে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন— ক্রিপস মিশন কবে আসে, কবে প্রস্তাব পেশ করে এবং কবে প্রস্তাব প্রত্যাহার করে এই সময়ের পাশাপাশি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায় বিরোধিতা করে এবং একমাত্র কোন্ রাজনৈতিক সংগঠন এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় ইত্যাদি	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী কিছু প্রশ্ন করা হবে— 1. জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা কীভাবে ক্রিপস মিশনের আগমনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল? 2. ক্রিপস প্রস্তাবের বিরোধিতার যুক্তি হিসেবে মুসলিম লিগ কি তাদের নিকট স্বার্থরক্ষার নামান্তর ছিল?	পাঠদানের সময় শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। যেমন— 1. ক্রিপস প্রস্তাব কবে পেশ হয়? 2. কোন্ রাজনৈতিক দল ক্রিপস প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়? 3. ক্রিপস প্রস্তাব কবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়? এই প্রশ্ন করণের পাশাপাশি শিক্ষক বাচনিক ও অবাচনিক উৎসাহদান করবেন, এবং শিক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করবেন।	শিক্ষার্থী শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আলোচনায় অংশ নেবে শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকবে না। পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্যগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	শিক্ষকের সক্রিয়তা	শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
তবে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ থেকে শুরু শিখ সম্প্রদায়, হরিজন সম্প্রদায়, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এই প্রস্তাবটিতে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের বিষয়টির অনুল্লেখ, ভারত বিভাজনের ইঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় ক্রিপস প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্রিপস প্রস্তাব আসলে ভারতবাসীর কাছে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু ছিল না।	• সবশেষে শিক্ষক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে এই প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।		শিক্ষক মহাশয় সুন্দরভাবে কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	3. গান্ধিজি কেন ক্রিপস প্রস্তাবকে একটি ফেলপড়া ব্যাংকের চেকের সঙ্গে তুলনা করেছেন? পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষক পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নেবেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।	পাঠদানের সময় শিক্ষক Integral Approach অনুসরণ করবেন।	

• পাঠ সুদৃঢ়করণ :

1942 খ্রিস্টাব্দের 29 মার্চ ক্রিপস মিশনের ভারতে আগমনের কারণ— এই প্রস্তাবের ধারণাসমূহ — বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া — ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণসমূহ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পূর্ণ পাঠটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো পুনরায় তুলে ধরা হবে।

• মূল্যায়ন :

আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. কত খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস প্রস্তাব পেশ হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. কোন্ রাজনৈতিক দল ক্রিপস প্রস্তাবকে একমাত্র স্বাগত জানায়? (জ্ঞানমূলক)
3. কংগ্রেস কর্তৃক ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ উল্লেখ করো। (বোধমূলক)
4. লিনলিথগো প্রস্তাব ও ক্রিপস প্রস্তাবের তুলনামূলক আলোচনা করো। (প্রয়োগমূলক)

• বাড়ির কাজ :

1. ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করো। (রচনাধর্মী ও বোধমূলক)
2. ক্রিপস প্রস্তাবের মূল ধারাগুলি একটি চার্টের আকারে লিপিবদ্ধ করো। (দক্ষতামূলক)

পাঠ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম :	বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : দ্বাদশ ছাত্রসংখ্যা : গড় বয়স : সময় : তারিখ : শিক্ষকের নাম :	একক : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উপনিবেশসমূহ উপ-একক : 1. লিনলিথগো প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট, প্রস্তাবসমূহ ও প্রতিক্রিয়া 2. ক্রিপস প্রস্তাব 3. ভারতছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি প্রসার ও সামাজিক ভিত্তি * 4. ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ ও গুরুত্ব 5. আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষ চন্দ্র বসু 6. আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার কারণ ও গুরুত্ব 7. নৌবিদ্রোহ 8. ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে রাজাজি সূত্র, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও মন্ত্রী মিশন 9. ভারতীয় গণপরিষদ 10. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা 11. জাপান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 12. দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ায় ইউরোপীয় উপনিবেশের পরিবর্তিত অবস্থা

আজকের পাঠ : উপরের * চিহ্নিত উপ-একক (ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি, প্রসার ও সামাজিক ভিত্তি)

- পূর্বার্জিত কাম্য শিখন সামর্থ্য:
- অনুমিত পূর্বজ্ঞান:
  - 1942 খ্রিস্টাব্দের আগে গান্ধিজির নেতৃত্বে সংঘটিত কয়েকটি সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
  - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
  - লিনলিথগো প্রস্তাব কবে পেশ হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।

  - ক্রিপস প্রস্তাব কবে পেশ হয় এবং ক্রিপস মিশনের সদস্যদের নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।
  - সর্বশেষ ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের গণ আন্দোলন কোন্‌টি তা শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারে।
- পরিমিত পূর্বজ্ঞান:
  - গান্ধিজির নেতৃত্বে সংঘটিত কয়েকটি সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নাম উল্লেখ করো।
  - কত খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?
  - কত খ্রিস্টাব্দে লিনলিথগো প্রস্তাব পেশ হয়?
  - ভারতে সর্বশেষ ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন কোন্‌টি?
  - কত খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস প্রস্তাব পেশ হয় এবং ক্রিপস মিশনের সদস্য কারা ছিলেন?
- আজকের পাঠ ঘোষণা:

  পূর্বোক্ত পূর্বজ্ঞান যাচাই করার পর আজকের পাঠ 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি, প্রসার ও সামাজিক ভিত্তি' ঘোষণা করা হল।
- কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য:
- সাধারণ উদ্দেশ্য:

  ভারতছাড়ো আন্দোলন কত খ্রিস্টাব্দে কার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের পশ্চাতে কী কী কারণ কাজ করেছিল অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়সমূহ এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। আন্দোলন কোন্ কোন্ স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি যেমন— কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নারী প্রভৃতি আন্দোলনে কতটা অংশগ্রহণ করেছিল— সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করবে ও এইসকল বিষয়সমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে।
- বিশেষ উদ্দেশ্য:
  - জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য:
    - ভারতছাড়ো আন্দোলন কত খ্রিস্টাব্দে হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
    - ভারতছাড়ো আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতার নাম শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
    - গান্ধিজি কোন্ পত্রিকায় সর্বপ্রথম ভারত ছাড়ো

আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

- ❖ 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ধ্বনিটি কার শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
- ❖ 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' কোথায় ও কবে স্থাপিত হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
- ❖ 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' -এর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।
- ❖ 'গান্ধিবুড়ি' কাকে বলা হয় শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে।

- বোধমূলক উদ্দেশ্য:
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলন কেন সংঘটিত হয় শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে 'গণবিপ্লব' বলার কারণ শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ ভারত ছাড়ো আন্দোলন কীভাবে ভারতের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
  - ❖ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য:
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণের তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
  - ❖ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা তুলনা করতে পারবে।
  - ❖ আইন অমান্য আন্দোলনে নারী সমাজের অংশগ্রহণের সঙ্গে ভারতছাড়ো আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের মধ্যে সাদৃশ্য শিক্ষার্থীরা নিরূপণ করতে পারবে।
- বিশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য:
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সংশ্লেষণমূলক উদ্দেশ্য :
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলনের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে।

- মূল্যায়নধর্মী উদ্দেশ্য:
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলনে ছাত্র যুব ও মুসলিম সমাজের ভূমিকার মূল্যায়ন শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
- আনুভূতিক উদ্দেশ্য:
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন এর পটভূমি, প্রসার ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হবে তেমনই এই আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে পরিচয় পাবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এই আন্দোলনের অবদানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। পাশাপাশি গান্ধিজির নেতৃত্বগুণ সম্পর্কে অবগত হয়ে গান্ধিজির প্রতি শিক্ষার্থীদের জানার মনোভাব কাজ করে।
- দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য :
  - ❖ ভারতছাড়ো আন্দোলনের ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল শিক্ষার্থীরা ভারতের মানচিত্রে তা নির্দেশ করতে পারবে।
  - ❖ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃবর্গের নাম শিক্ষার্থীরা চার্টের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে।

শিক্ষণ কৌশল

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
1942 খ্রিস্টাব্দের 26 এপ্রিল গান্ধিজি হরিজন পত্রিকায় প্রথম 'ভারতছাড়ো' পরিকল্পনা পেশ করেন। 9 আগস্ট দেশজুড়ে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ক্রিপস প্রস্তাবের ব্যর্থতা, ব্রিটিশ দমননীতি, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, শীর্ষ নেতাদের জঙ্গি মনোভাব, জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়গুলি এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। আন্দোলন প্রথম	ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা করবার আগে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। এরপর বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করবেন। এই আন্দোলনের অগ্রগতি আলোচনার সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদানে	**সাধারণ উপকরণ:** চক, ডাস্টার, পাঠ্যবই, নির্দেশক দণ্ড ইত্যাদি **বিশেষ উপকরণ:** চার্ট, ভারতের মানচিত্র সময়রেখা, গান্ধিজি, মাতঙ্গিনী হাজরার ছবি ইত্যাদি **মাল্টি- মিডিয়ার ব্যবহার:** সুযোগ থাকলে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি যেমন— ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়, কবে কোন্ পত্রিকায় কে প্রথম এই প্রস্তাব পেশ করেন, এই আন্দোলন কোন্ কোন্ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণি এই আন্দোলনে যোগদান করে ইত্যাদি শিক্ষক মহাশয় সুন্দরভাবে কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন।	শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা হবে— 1. জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা কীভাবে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল? 2. ভারতছাড়ো আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াকে কতটা ত্বরান্বিত করেছিল? 3. ভারতছাড়ো আন্দোলনকে বাস্তবিক অর্থেই কি গণবিপ্লব বলা যায়? শিক্ষক -শিক্ষার্থীর যৌথ সক্রিয়তা পাঠদানের সময় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা	শিক্ষণ পদ্ধতি	শিক্ষা সহায়ক উপকরণ	কৃষ্ণফলকের ব্যবহার	নবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
থেকেই অহিংস পথ অবলম্বন করে। বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে এটি পরিণত হয় গণবিপ্লবে। কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুবসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।	পুনরায় বিশ্লেষণ করবেন। ভারতছাড়ো আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণির অংশগ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষক আলোচনা ও ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের সামনে তা তুলে ধরবেন হবে। তাদের মান যাচাই করবেন।			অনুসরণ করা হবে। পাঠদানের সময় Integrated Approach অনুসরণ করা হবে।

- **পাঠ সুদৃঢ়করণ (Consolidation):**

1942 খ্রিস্টাব্দের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা— এই আন্দোলনের পশ্চাতের কারণসমূহ— প্রথম থেকেই অহিংস পথে আন্দোলন পরিচালনা— ভারতের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের বিস্তার— কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র-যুব, নারীদের অংশগ্রহণে আন্দোলনের গণচরিত্র লাভ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে সম্পূর্ণ পাঠটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ পুনরায় তুলে ধরা হবে।

ভারতছাড়ো আন্দোলনের পটভূমি, অগ্রগতি এবং সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যথাযথ ধারণা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা

যাচাই করার জন্য পাঠ সুদৃঢ়করণ পর্বে কিছু সারাংশমূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করা হবে যেমন— ভারতছাড়ো আন্দোলনকে 'গণবিপ্লব' বলা যায় কি?

- মূল্যায়ন (Evaluation):

আজকের পাঠ মূল্যায়নের জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলি করা হবে—

1. কত খ্রিস্টাব্দে ভারতছাড়ো আন্দোলন সংঘটিত হয়? (জ্ঞানমূলক)
2. 'গান্ধিবুড়ি' নামে কাকে অভিহিত করা হয়? (জ্ঞানমূলক)
3. ভারতছাড়ো আন্দোলনে কৃষকশ্রেণির অবদান কতখানি ছিল? (বোধমূলক)
4. আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে নারী সমাজের অবদানের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ করো। (প্রয়োগমূলক)

- বাড়ির কাজ (Home Assignment):

1. ভারতছাড়ো আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা করো। (রচনাধর্মী ও বোধমূলক)
2. ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভারতছাড়ো আন্দোলনের বিভিন্ন নেতৃবর্গের নাম একটি চার্টের আকারে উপস্থাপন করো। (দক্ষতামূলক)

Books for 3rd Semester in Two-Year BEd Programme

- ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি
  ড. সুবিমল মিশ্র
- সংস্কৃত শিক্ষণ পদ্ধতি
  পম্পা চট্টরাজ
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ইতিহাস
  গৌতম পাত্র
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভূগোল
  ড. মহাদেব ঠাকুর চক্রবর্তী, পিউ রায়
- সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: ভূগোল
  ড. অমল কুমার মাইতি, অর্ণব কুমার দত্ত
- শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষাবিজ্ঞান
  ড. চৈতন্য মণ্ডল
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি: জীবনবিজ্ঞান
  ড. সুবীর নাগ, শিঞ্জিনী নাগ
- বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিক্রমা: ভৌতবিজ্ঞান
  ড. অমলকান্তি সরকার
- গণিত শিক্ষণ পদ্ধতি
  প্রণয় পাণ্ডে
- গোষ্ঠীভিত্তিক কার্যাবলি
  প্রণয় পাণ্ডে, প্রসেনজিৎ নেমো, অনির্বাণ ভট্টাচার্য

ISBN : 978-93-84472-41-2

25B, Beniatola Lane, Kolkata-700 009